...ার প্রাচীন ইতিহাস

(ত্রিপুরারাজ্য, মেহেরকুল ও পাটিকারা রাজ্যের ইতিহাস)

দুই ভাগে সম্পূর্ণ।

"It is true that in my humble opinion no historian can be an adequate historian without sympathy." Rhys David's "Budhism" (American Lectures).

"নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ ॥"

"যিনি প্রাচীন প্রবাদ বা প্রচলিত রীতির উপর কিছুমাত্র মূল্য অবধারণ না করেন, তাঁহার ঐতিহাসিক আলোচনার দৌড় অতি সামান্য।" "বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত" প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্-এ, বিদ্যানিধি প্রণীত।

 মূল্য ১||০

বিষয়—সূচী।

১ম ভাগ ১ম খণ্ড।

বিশেষ আলোচনা—

১ম ভাগ ১ম খণ্ডের পরিশিষ্ট।

২য় খণ্ড

(পরবর্ত্তী বিবরণে ত্রিপুরার ঐতিহাসিক রহস্য)।

২য় ভাগ।

বিশেষ আলোচনা—

পরিশিষ্ট—

…ার প্রাচীন ইতিহাস

(ত্রিপুরারাজ্য, মেহেরকুল ও পাটিকেরা রাজ্যের ইতিহাস)

দুই ভাগে সম্পূর্ণ।

"It is true that in my humble opinion no historian can be an adequate historian without sympathy." Rhys David's "Budhism" (American Lectures).

"নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ ॥"

"যিনি প্রাচীন প্রবাদ বা প্রচলিত রীতির উপর কিছুমাত্র মূল্য অবধারণ না করেন, তাঁহার ঐতিহাসিক আলোচনার দৌড় অতি সামান্য।" "বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত" প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্-এ, বিদ্যানিধি প্রণীত।

 মূল্য ১৷৷০

“স্বর্গীয় রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর”

উৎসর্গ।

যিনি "রাজমালা" প্রথম মুদ্রিত করাইয়াছিলেন, "রাজমালা"
প্রচারে যিনি একান্ত সমুৎসুক ছিলেন ; যাঁহার নিকট
হইতে অযাচিত ভাবে বিশেষ সম্মান ও অনুগ্রহ
লাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি ;

সেই অশেষ বিদ্যোৎসাহী, ত্রিপুর রাজকুল-তিলক
স্বর্গীয়
মহারাজ ৺রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের
পবিত্র স্মৃতিতে
তদীয় যত্নের "রাজমালা"র ঐতিহাসিকতত্ত্বপ্রকাশক
এই গ্রন্থ
অসীম সম্ভ্রমভরে আমার অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতার
সামান্য চিহ্ন স্বরূপ উৎসর্গীকৃত হইল।

রাজানুগ্রহ প্রতিপালিত ও আশ্রিত
শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস।

প্রথম ভাগ।

ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস।

("রাজমালার" ঐতিহাসিক রহস্য)।

(১ম খণ্ড)

১—১১২ পৃষ্ঠা।

পরিশিষ্ট ১১৩-১২৫ পৃষ্ঠা।

(২য় খণ্ড)

(পরবর্ত্তী বিবরণে ত্রিপুরার ঐতিহাসিক রহস্য)

১২৬-১৫৮ পৃষ্ঠা।

বিষয়—সূচী।

১ম ভাগ ১ম খণ্ড।

বিশেষ আলোচনা—

১ম ভাগ ১ম খণ্ডের পরিশিষ্ট।

২য় খণ্ড

(পরবর্ত্তী বিবরণে ত্রিপুরার ঐতিহাসিক রহস্য)।

২য় ভাগ।

বিশেষ আলোচনা—

পরিশিষ্ট—

১। ভূমিকা।

মুখবন্ধেই গ্রন্থের সম্বন্ধে আমার সমস্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে সুতরাং ভূমিকার আর কোন আবশ্যক করে না। ভূমিকা অল্প কয়েকটী কথাতেই শেষ হইবে। ত্রিপুরার ইতিহাস অর্থাৎ 'রাজমালা' লইয়া এখানে বহু আলোচনাই হইয়াছে ও হইতেছে। ইহার মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রবেশ আমি করি নাই। প্রবেশ না করিলেও এই আলোচনার দ্বারা ত্রিপুরা ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধানে আমার একটী ঐকান্তিক আগ্রহ জন্মে। ইহাতেই এই গ্রন্থের সূচনা হয় এবং বহু দিন হয় ইহা শেষ করিয়াছি। এ পর্য্যন্ত তাহা সাধারণের গোচরীভূত করার, কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি নাই। অত্রত্য 'কিশোর সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহাতে কয়েকটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম ; এবং উক্ত সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত 'রবি' পত্রিকাতে কয়েকটী প্রবন্ধ (২।৩।৬।৭।৮ নং) মুদ্রিত হইয়াছিল, 'কিশোর সাহিত্য সমাজ' ও 'রবি' পত্রিকার পরিচালকবর্গকে তাঁহাদের অনুগ্রহের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি

আগরতলা। শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

প্রাচীন ত্রিপুরা রাজগণের নামের তালিকা।

(ক) ত্রিবেগের রাজগণ।

১। দৈত্য।
২। ত্রিপুর।
৩। ত্রিলোচন।
৪। দাক্ষিণ।

(খ) খলংমার রাজগণ।

৪। দাক্ষিণ।
৫। তৈদাক্ষিণ।
৬। সুদাক্ষিণ।
৭। তরদাক্ষিণ।
৮। ধর্ম্মতর।
৯। ধর্ম্মপাল।
১০। সুধর্ম্ম।
১১। তরবঙ্গ।
১২। দেবাঙ্গ।
১৩। নরাঙ্গিত।
১৪। ধর্ম্মাঙ্গদ।
১৫। রুক্মাঙ্গদ।
১৬। সুমাঙ্গ।
১৭। নৌগযোগরায়।
১৮। তরজুঙ্গ।
১৯। তররাজ।
২০। হামরাজ।
২১। বীররাজ।
২২। শ্রীরাজ।
২৩। শ্রীমন্ত।
২৪। লক্ষ্মীতর।
২৫। তরলক্ষ্মী।
২৬। মাইলক্ষ্মী।
২৭। নাগেশ্বর।
২৮। যোগেশ্বর।
২৯। ঈশ্বরফা।
৩০। রংখাই।
৩১। ধনরাজফা।
৩২। মোচঙ্গ।
৩৩। মাইচোঙ্গ।
৩৪। তাভুরাজ।
৩৫। তরফালাইফা।
৩৬। সুমন্ত।
৩৭। রূপবন্ত।
৩৮। তরহাম।

৩৯। থাহাম।

৪০। কতরফা।

৪১। কালাতরফা।

৪২। চন্দ্রফা।

৪৩। গজেশ্বর।

৪৪। বীররাজ।

৪৫। নাগপতি।

৪৬। শিক্ষরাজ।

৪৭। দেবরাজ।

৪৮। দুরাশা।

৪৯। বিরাজ।

৫০। সাগরফা।

৫১। মলয়জচন্দ্র।

৫২। সূর্য্যরায়।

৫৩। আচুঙ্গফালাই।

৫৪। চরাতর।

৫৫। আচঙ্গ।

৫৬। বিমার।

(গ) ছাম্বুলের রাজগণ।

৫৭। কুমার।

৫৮। সুকুমার।

৫৯। তৈছরাও।

৬০। রাজেশ্বর।

৬১। মৈছিলি।

৬২। তৈছুঙ্গফা। (ভাই)

৬৩। নরেন্দ্র।

৬৪। বিমান।

৬৫। যশরাজা।

৬৬। বঙ্গ।

৬৭। গঙ্গারায়।

৬৮। ছাক্রুরায়।

(ঘ) ত্রিপুরার রাজগণ।

৬৯। প্রতীত।

৭০। মালছি।

৭১। গগন।

৭২। নাওড়াই।

৭৩। ছাম্তারকা (যুঝার)

৭৪। জাঙ্গেফা।

ত্রিপুর রাজগণের ভিন্ন ভিন্ন রাজাধিষ্ঠানে রাজত্ব ও তাহার সময় *

	স্থান	সময়	পুরুষ সংখ্যা	মন্তব্য
১।	ত্রিবেগে রাজত্ব	১৪৩৭ খৃঃ পূঃ	৪ পুরুষ	দাক্ষিণের
		১৩০০ খৃঃ পূঃ		কিছু সময়
২।	থলংমাতে রাজত্ব	১৩০০ খৃঃ পূঃ	৫২ পুরুষ	বিমার পর্য্যন্ত
		১৫০ খৃঃ		
৩।	ছাম্বুলে রাজত্ব	১৫০ খৃঃ	১৩ পুরুষ	প্রতীত পর্য্যন্ত
		৫৯০ খৃঃ		
৪।	ত্রিপুরায় রাজত্ব	৫৯০ খৃঃ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত		

---

* বিস্তারিত আলোচনার জন্য ১৪নং প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২। মুখবন্ধ।

ত্রিপুরা রাজবংশের ন্যায় প্রাচীন রাজবংশ ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। ত্রিপুরার ইতিহাস লেখক বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ লিখিয়াছেন :—"ভারতে এক্ষণে যে সকল রাজ্য বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে 'ত্রিপুরা' সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।" বস্তুতঃ ত্রিপুরার রাজবংশাবলী * আলোচনা করিলে এরূপ অবিচ্ছিন্ন বংশধারা ভারতবর্ষের আর কোনও রাজবংশে বর্ত্তমান আছে বলিয়া বোধ হইবে না। এই বংশের ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায়, এই বংশের তৃতীয় পুরুষ পুণ্যশ্লোক মহারাজ ত্রিলোচন কলিযুগের প্রারম্ভে রাজা হইয়াছিলেন এবং তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন :—

"কলিযুগ আরম্ভে হইব শ্রেষ্ঠ রাজা।
তার সেবা করিবেক যত সব প্রজা॥
রাজা যুধিষ্ঠির দেখা করায়ে ভীমসেনে॥
ত্রিলোচন দেখিয়া বিস্তর কৈল মান।
রাখিলেক রাজা যত্নে দিয়া দিব্য স্থান॥"

এইরূপে ত্রিপুরার রাজবংশ যে মহাভারতেরই সমকালবর্ত্তী হয়, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং পুরাতত্ত্বের হিসাবে এই বংশের ইতিহাস বিশেষ মূল্যবান্ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে। যে গ্রন্থে ত্রিপুরা রাজ-বংশের প্রাচীন ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে উহার নাম "রাজমালা"।

ইহা বাঙ্গালা ভাষায় বিরচিত এবং বঙ্গ সাহিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। ইহা 'চৈতন্য চরিতামৃত' ও কীর্ত্তিবাসের 'রামায়ণে'র পূর্ব্ববর্ত্তী।

---

* বিশ্বকোষ প্রদত্ত ত্রিপুরার রাজবংশাবলী দ্রষ্টব্য।

ইহা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের সময় প্রথম সঙ্কলিত হয়। ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে ইহার প্রথম পাশ্চাত্য সার সঙ্কলনকর্ত্তা রেভারেণ্ড লং সাহেব এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :—

"We may consider this then as the most ancient work in Bengali that has come down to us, as the Chaitanya Charitamrita was not written before 1557, and Krittibas subsequently translated the Ramayana."

Analysis of Rajmala.

সবিশেষ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, 'রাজমালা' অপেক্ষাও প্রাচীন "ত্রিপুরা রাজাবলী" নামে ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিবৃত্তমূলক একখানা গদ্য গ্রন্থ প্রত্নতাত্ত্বিক চূড়ামণি রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তৎকর্ত্তৃক ইহা ৯০০ বৎসরের প্রাচীন এবং বাঙ্গালা ভাষার প্রথম গদ্য গ্রন্থ বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। পরম পূজ্যপাদ মদধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তদীয় "সাহিত্য প্রবেশ ব্যাকরণ" নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস' নামক সুলিখিত ও অনুসন্ধানবহুল অধ্যায়ে উল্লিখিত পুস্তক সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করা একান্তই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। তিনি লিখিয়াছেন :—

"যাহা হউক, এক্ষণ হইতে ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে "ত্রিপুরা রাজাবলী" নামক একখানি বাঙ্গালা পুস্তক রচিত হইয়াছিল ; উহা ত্রিপুরা রাজ-বংশীয়দিগের বিবরণে পরিপূর্ণ এবং ৯০০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া কথিত। অতএব এক প্রকার স্থির করা যাইতে পারে যে, প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গ ভাষায় একখানি গদ্য পুস্তক লিখিত হইয়াছিল।"

"ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, "ত্রিপুরা রাজাবলী" নামক বাঙ্গালা

মিত্র "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক পুরাতন মাসিক পত্রে বঙ্গ ভাষার উৎপত্তি বিষয়ক প্রবন্ধে উক্ত পুস্তকের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পুস্তকালয় হইতে উহা অদৃশ্য হইয়াছে বলিয়া কথিত। বস্তুতঃ অনেক চেষ্টা করিয়াও ঐ পুস্তকখানি আমরা দেখিতে পারি নাই।" ৬২তম সংস্করণ ২৪ ও ২৮ পৃঃ।

"ত্রিপুরার রাজাবলী" ও "রাজমালা" উভয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াই বঙ্গভাষার গদ্য পদ্য উভয় সাহিত্যেরই মুল গঠনের সহিত ত্রিপুর রাজবংশের যে বিশিষ্ট গৌরবময় সম্বন্ধই রহিয়াছে, তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি।

রাজমালার প্রাচীনতাই যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর লং সাহেব কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে তাহা নহে, প্রমাণিকতাও তৎকর্ত্তৃক স্পষ্ট প্রখ্যাপিত হইয়াছে :—

"The embroidery of imagination does not entirely conceal the ground-work of truth"—the remark made by Richardson, the Compiler of the Persian Dictionary, is fully applicable to such work as the Rajmala, the Raghu Vansa &c."

"কল্পনা দ্বারা খচিত হইলেও সত্যের মূলভিত্তি সম্পূর্ণরূপে গুপ্ত হয় না," "পারস্য ভাষার অভিধান" সঙ্কলয়িতা রিচার্ডসন্ সাহেব এই যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা "রাজমালা", "রঘুবংশ" প্রভৃতি গ্রন্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য।"

মিষ্টার জে, পি ওয়াইজ্ তদীয় ভ্রাতা ডাক্তার ওয়াইজের নিকট মূল "রাজমালা"র প্রতিলিপি প্রেরণ করিয়া তৎসম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাতে রাজমালার প্রাচীনত্ব ও প্রামাণিকতা উভয় সম্বন্ধেই তাঁহার

"The Rajmala of the Tipperah Family which bears all the marks of antiquity, is kept with the greatest care. I have every reason to believe it to be a genuine record of the Tipperah Family."

Analysis of Rajmala

"ত্রিপুরা রাজবংশের "রাজমালা" সবিশেষ যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়াছে। ইহাতে প্রাচীনতার সমস্ত চিহ্নই রহিয়াছে। ইহা যে ত্রিপুরার রাজবংশের খাঁটি বিবরণ, তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণই আমি দেখিতে পাইতেছি ॥"

ডাক্তার ওয়াইজ তদীয় ভ্রাতার উল্লিখিতরূপ মত উদ্ধৃত করিয়া "রাজমালার" কথিত প্রতিলিপি এসিয়াটিক্ সোসাইটীর দ্বারা মুদ্রিত হইবার জন্য প্রেরণ করিলে, তদুপলক্ষে লং সাহেব কর্তৃক রাজমালার সার সঙ্কলিত হইয়া তদীয় মন্তব্যসহ সোসাইটীর গোচরীভূত হয় ও সোসাইটী পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। তদীয় মন্তব্যে রাজমালাই ত্রিপুরা ইতিহাসের মূলভিত্তিরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

লং সাহেব রাজমালাতে ত্রিপুরা ইতিহাসের মূলভিত্তি নিহিত আছে নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কিন্তু রাজমালার কাব্যাবরণ হইতে সেই মূল ভিত্তিকে খুঁড়িয়া বাহির করিবার সঙ্কেতেরও তিনি আভাস প্রদান করিয়াছেন।—

"Yet important data may be elicited even from such writings as these, by careful investigation, as was effected by Tod in his Rajasthan who obtained such useful materials from the poems of Chand and other bards of

"তথাপি এই প্রকারের রচনা হইতেও টড, তদীয় 'রাজস্থানে' চাঁদ ও রাজপুতনার অপর কবিসকলের কবিতা হইতে যেরূপ প্রয়োজনীয় উপাদান সকল লাভ করিয়াছেন, যত্ন সহকারে অনুসন্ধান দ্বারা তদ্রূপ প্রয়োজনীয় উপকরণ সকলই উদ্ধার করা যাইতে পারে।"

কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, লং পাশ্চাত্য পণ্ডিত হইয়াও, তিনি রাজমালা হইতে ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধারের যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমাদের দেশীয় যাঁহারা রাজমালার সাহায্যে ত্রিপুরার ইতিহাস সঙ্কলনের চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা সেই পথে চলিতে পারেন নাই। বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ ও বিশ্বকোষকার দুইজনই রাজমালা হইতে ত্রিপুরার ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন। তাঁহারা রাজমালার একাংশেই আস্থাস্থাপন করিয়াছেন, অন্যাংশে আস্থাস্থাপন করিতে পারেন নাই। মূলাংশেই আস্থাস্থাপন করিতে পারেন নাই, কিন্তু শাখাংশে আস্থাস্থাপন করিয়াছেন। রাজবংশের যে সমস্ত ঘটনা রাজমালায় বিবৃত হইয়াছে, তত্তাবৎ তাঁহারা সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু মূলে ত্রিপুররাজগণ যে দ্রুহ্যবংশ ও ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, তাহা তাহারা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বিশ্বকোষকার ও কৈলাসবাবু উভয়েই ত্রিপুররাজবংশকে 'শ্যান' বা 'লৌহিত্য' আখ্যা প্রদানকরতঃ তাঁহাদিগের চন্দ্রবংশীয়ত্ব বা দ্রুহ্যবংশীয়ত্বের খ্যাতি সম্পূর্ণভাবে নিরাকৃত করিয়াছেন। এস্থলে আমরা বিশ্বকোষকারের মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি:—"রাজমালার মতে এই রাজবংশ চন্দ্রবংশোদ্ভূত। চন্দ্রবংশে যযাতিপুত্র দ্রুহ্য হইতে এই বংশের উৎপত্তি গণনা করা হয়। কিন্তু বহুকাল গবেষণার পর স্থির হইয়াছে যে, এই বংশ শান্‌জাতি হইতে উৎপন্ন। শান্‌জাতি লৌহিত্যবংশ নামে অভিহিত হন। ইংরেজেরা এই জাতির ব্যাখ্যাকালে

কৈলাসবাবু ও, তদীয় রাজমালায় এই শান্‌মতই সমর্থন করিয়াছেন। শ্যান, লোহিত্য ও Tibeto Burman যে একই পর্য্যায় শব্দ তাহা উল্লিখিত বিশ্বকোষ মন্তব্য হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এই শব্দগুলির প্রকৃত প্রতিপাদ্য যে কি তাহা তেমন সহজবোধ্য নয়। এই শব্দগুলিকে আমরা নৃ-বিজ্ঞানের সংজ্ঞামাত্র বলিয়াই মনে করি। ইতিহাসের সত্য এই সংজ্ঞার দ্বারাই মাত্র নির্ণীত হইতে পারে না। উক্তরূপ নৃ-বিজ্ঞানের পরীক্ষায় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের আর্য্যত্ব পর্য্যন্ত টিকে না, * কিন্তু ইতিহাস কি তাহাই মানিতে বাধ্য হইয়াছে ? †

---

* Vide "The peoples of India" by J. D. Anderson, M. A. pp. 22—23

† আমাদের সুপ্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, বি, এ মহাশয় নৃ বিজ্ঞানের মস্তক ও নাসিকা পরিমাপ যে অভ্রান্ত নহে এবং ঐতিহাসিক প্রমাণের জন্য যে এই পরিমাপের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে না, তাহা, সুন্দররূপেই তদীয় নব প্রকাশিত বিশেষ তথ্য পূর্ণ "The Indo-Aryan Races"—"ভারতীয় আর্য্যজাতি সমূহ" নামক গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা তদীয় সারবান্ মন্তব্য এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"Physical characteristic and particularly the head index don't find recognition in certain quarters as tests of physical relationship. Mr. "O' Mally writes :—

Of late years anthropometry as a test of race has begun to fall out of favour. Professor Ridgeway Considers that physical type depends far more on environment than on race. Elsewhere he points out that as the physical anthropologists cannot agree upon any principles of skull-measurement, the historical enquirer must not at present base any argument on this class of evidence. Another writer (Professor Hamersham Cox) remarks :— Neither cephatic nor nasal index is of much use in determining race. The truth is, the method on indices has been thoroughly discredited among anthropologists and were it not employed

নৃ-বিজ্ঞানের দ্বারা ইতিহাস এইরূপে অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে, বিশ্বাস করিবার আর কি থাকিবে? যেখানে চিরপ্রচলিত ঐতিহাসিক সত্য এইরূপে নৃ-বিজ্ঞানের বিপরীত হয়, সেখানে চিরপ্রচলিত মতকে অসত্য বলিয়া মনে না করিয়া বরঞ্চ নৃ-বিজ্ঞানকে ভ্রান্ত বলিয়া মনে করাই সঙ্গত হয়। * নৃ-বিজ্ঞান নূতন বিজ্ঞান, কিন্তু লৌহিত্য নাম পুরাতন জাতি নাম। যদি ত্রিপুররাজবংশ লৌহিত্য জাতিই

---

in the People of India—a book published in 1908, we should have supposed it had no longer any followers".

* পুরাতনকাহিনী ও জনশ্রুতি যে নৃ-বিজ্ঞানের দ্বারা অপ্রমাণ হইতে পারে না; বরঞ্চ পুরাতন কাহিনী ও জনশ্রুতির বিরোধী হইলে, নৃ-বিজ্ঞানই যে তৎস্থলে অপ্রমাণ হয়, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ তদীয় "The Indo-Aryan Races" নামক গ্রন্থে, তাহা বিশদভাবেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। তদীয় মন্তব্য এস্থলে সঙ্কলিত হইল :—

"From same group of prehistoic immigrants (Brachy Cephalic hordes) are derived the round-headed elements in the population of Bihar, Orissa and Bengal. Mongoloids are not recognised as autochthones in India, but are immigrants, and Risley's theory of the Mongolo-Dravidian origin of the Bengalis and Oriyas involves the assumption that Mongoloid invaders preceded in large numbers the carriers of Arygan speech and culture in Bengal and Orissa. But neither the physiognomy of the bulk of the Bengali and Orissa folk, nor the legends and traditions relating to their origin, support this hypothesis, while legends and traditions bearing testimony to Mongoloid affinities are welknown relating to the Nepalesæ and Assamese, among whom men with Mongoloid physiognomy still predominate. "The

হইবেন, তবে এই নাম গ্রহণ করিতে কি লজ্জার কথা ছিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। লৌহিত্য জাতিও দ্রুহ্যুবংশীয়দিগের ন্যায় চন্দ্রবংশ বলিয়াই জানিতে পারা যায়। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় ব্রহ্মপুত্রের লৌহিত্যনাম সম্বন্ধে তদীয় "ঢাকার ইতিহাসে" লিখিয়াছেন :—

"কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বিশ্বামিত্র বংশীয়দিগের এক শাখার নামানুসারেই ইহার নাম "লৌহিত্য" হইয়াছে।" ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে লৌহিত্য জাতি বিশ্বামিত্রবংশীয়। বিশ্বামিত্র চন্দ্রবংশীয় নৃপতি ছিলেন। সুতরাং লৌহিত্যজাতি যেমন চন্দ্রবংশীয় ছিল, তেমনই বিশ্বামিত্র-সন্তান ছিল। বিশ্বামিত্র দ্রুহ্যু অপেক্ষা যে অধিক প্রখ্যাত ছিলেন, কেবল তাহা নহে, পরন্তু তিনি ব্রাহ্মণ্য গৌরবও লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং লৌহিত্য নামে পরিচিত হইলে যে কি অগৌরবের কথা বা হেয়তার কথা আছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ বিশ্বকোষকারের লৌহিত্য নির্দ্দেশের মূলে একটী হেয়তার ভাবই বিশেষ পরিস্ফুট। তিনি লিখিতেছেন :—"এদিকে পাশ্চাত্য গবেষণায় স্থির হইয়াছে যে, মণিপুর রাজবংশের ন্যায় ত্রিপুরার রাজবংশও শান বা লৌহিত্য বংশোদ্ভূত অথবা যদিও চন্দ্রবংশীয় বলিতে হয়, তাহা হইলেও তাহা প্রমাণের কোন বিশেষ সুবিধা নাই।" এখানে বুঝা গেল ত্রিপুরার রাজবংশ চন্দ্রবংশীয় কিনা প্রমাণ করিতে পারা যায় না মনে করিয়াই,

---

সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য নৃতত্ত্ববিৎ প্রফেসর সার্জ্জি (Sergi) তদীয় "The Mediterranean Races" নামক বিশেষ প্রমাণিত পুস্তকে মস্তক পরিমাপের প্রমাণ সম্বন্ধে তদীয় অনাস্থা অনেক পূর্ব্বেই স্পষ্টাক্ষরে অভিব্যক্ত করিয়াছেন :—

"Cephalic indices are not sufficient, and anthropologists often abuse them, or regard them as of secondary value, without supplying any

তিনি ইহাকে লৌহিত্য বংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ত্রিপুরার রাজবংশকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া প্রমাণ করা যায় না, অতএব লৌহিত্যবংশ বলিলেই যেন সব গোলযোগ চুকিয়া গেল। অথচ আমরা দেখিতে পাইলাম যে লৌহিত্য জাতির সহিত চন্দ্রবংশেরও যোগই রহিয়াছে। বিশ্বকোষকার ইহা জানিলে বোধ হয় আর উক্তরূপ মত প্রখ্যাপন করিতে চাহিতেন না। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানও বিচারের অপ্রবৃত্তিই যে উক্তরূপ অস্পষ্ট মত প্রচারের অন্যতর কারণ, তাহাই আমরা মনে করিতে বাধ্য হইয়াছি। দ্রুহ্যুর সহিত ত্রিপুর রাজবংশীয়দিগের সম্পর্ক প্রমাণিত করা কঠিন, অতএব কৈলাসবাবু অনায়াসেই সেই সম্পর্কটী অস্বীকার করিয়া বলিলেন :—"জগতের আদিগ্রন্থ ঋগ্বেদ অপেক্ষা প্রাচীন দ্রুহ্যু তাঁহার পুত্র কিরূপে ত্রিপুরায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা অবধারণ করা মানববুদ্ধির অগম্য।" তিনি এরূপ মত প্রকাশ করিলেন, অথচ শান্‌বংশের সহিত ত্রিপুররাজবংশের সম্পর্কও সুগমভাবে প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। এই প্রণালীকে আমরা ইতিহাস লিখিবার প্রকৃত প্রণালী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। প্রকৃত ইতিহাসের প্রণালী আমরা ইহাই বুঝি যে কিম্বদন্তী কিম্বা লিখিত বিবরণ প্রথম সত্য বলিয়া গ্রহণ করতঃ তাহারই সমর্থক যুক্তিপ্রমাণ সংগ্রহ করিতে আমরা চেষ্টা করিব। যুক্তিপ্রমাণ প্রাপ্ত না হইলেও, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তদ্বিপরীত কোন বলবত্তর কথা জানা না যায়, ততক্ষণ সেই সত্যটীকে পরিত্যাগ করিয়া অপর তুল্য দুর্ব্বল সত্যকে তৎস্থলে গ্রহণ করিব না। ইতিহাসের এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমরা পুরাতন মত প্রতিষ্ঠিত করা কষ্টসাধ্য বলিয়া, আগন্তুক নূতন মত গ্রহণকরতঃ ইতিহাসের পথ সুগম করিতে চেষ্টা করি নাই। পরন্তু

পুরাণাদি ও পুরাতত্ত্বের প্রমাণ দ্বারা যথাসম্ভব উহার দৃঢ়তা সম্পাদনে প্রয়াস পাইয়াছি। একদেশদর্শিতা ও অন্ধবিশ্বাস উভয়ই ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের পরিপন্থী, আমরা উভয়টীই বর্জ্জনীয় বলিয়া মনে করি।

বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ ত্রিপুরা ও কুকিজাতিকে লৌহিত্যজাতি সম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করতঃ তৎসঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার রাজবংশকেও লৌহিত্য জাতিরই অন্তর্ভূত করিয়াছেন। কিন্তু রাজমালা মহারাজ ত্রিলোচনের পুত্রদিগের রূপ ও গুণ বর্ণনা উপলক্ষে, ত্রিপুর রাজবংশীয়দিগের বৈশিষ্ট্য পরিষ্কারভাবে বিবৃত করতঃ পূর্ব্বেই উল্লিখিত অনুমানের নিরাস করিয়া রাখিয়াছে। আমরা এই স্থলে রাজমালার সেই বর্ণনাটী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"ত্রিলোচন ঘরে বার পুত্র উপজিল।
বার ঘর ত্রিপুর নাম তার খ্যাতি হৈল॥
রাজবংশ ত্রিপুরা সে রাজা হৈতে পারে।
ত্রিপুরা রাজ্যেতে ছত্র অন্যে নাহি ধরে।
দ্বাদশ ঘরেতে যেন পুত্র জন্ম হয়।
রাজবংশ ত্রিপুর তাহাকে লোকে কয়॥
অবশ্য শরীরে চিহ্ন রহে ত তাহার।
গৌরবর্ণ শ্বেত গৌর লক্ষণ হয়ে তার॥
অতি দীর্ঘ নাহি হয় নহে অতি খর্ব্ব।
অতিরূপ মত উচ্চ দর্প মহা গর্ব্ব॥
দীর্ঘ খর্ব্ব নহে নাসা কর্ণ পরিমিত।
বদন বর্ত্তুলপ্রায় দীর্ঘ কদাচিত॥
গজস্কন্ধ বৃষস্কন্ধ সিংহস্কন্ধ হয়।
বৃহৎ হৃদয় বড় উদর না হয়॥

মহাবল পরাক্রম বেগবন্ত বড় ॥
কদলীর তুল্য জানু জঙ্ঘা মনোহর ॥
মল্লবিদ্যা অভ্যাসেতে বাহু স্থূল হয়।
যেন শালবৃক্ষ দৃঢ় জানিয় নিশ্চয় ॥
তেজবন্ত শুদ্ধ শান্ত দেখিতে আকার।
নিশ্চয় জানিয় তাকে ত্রিপুর কুমার ॥
হরিহর দুর্গা প্রতি দৃঢ় ভক্তি যার।
ত্রিপুর বংশেতে জন্ম নিশ্চয় তাহার ॥"

এই বর্ণনা আমাদিগকে রঘুবংশের দিলীপের "বৃষস্কন্ধ," "বৃঢ়োরস্ক," "শালপ্রাংশু," "মহাভুজ," সর্ব্বতেজোঽভিভাবী" প্রভৃতি বিশেষণগুলিকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

বিশ্বকোষকার রাজমালার যে মত প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে আরও বিশিষ্টতার কথাই পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—"রাজমালার মতে এই সকল রাজপুত্র বিষ্ণু ও শিব দেহের ন্যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালেও প্রবাদ আছে যে, রাজ-বংশীয়েরা এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইবেন।"

ত্রিপুর রাজবংশীয়গণ যেরূপ অসাধারণ এমন কি অলৌকিক লক্ষণা-ক্রান্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তাহাতে ইহাদিগের অনার্য্য সাদৃশ্য অপেক্ষা যে আর্য্য সাদৃশ্যই অধিক পরিলক্ষিত হয়, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যে সমস্ত মার্জ্জিত, উদার, সঙ্কোচিত মহনীয়ভাব ইঁহাদের মধ্যে আরোপিত হইয়াছে তৎসমস্ত ত্রিপুরা কুকি জাতির মধ্যে এখনও বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং ত্রিপুররাজ-বংশীয়দিগের সম্বন্ধে কৌলিন্য বা শান মতবাদ কেবল ইতিহাসের দ্বারাই অপ্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু বিকাশ বিজ্ঞানের দ্বারাও অপ্রতিপন্ন

ত্রিপুর রাজবংশীয়দিগের ইতিহাসে তাঁহাদিগের সহিত দ্রুহ্যর সম্বন্ধ, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রশ্ন। এই প্রশ্নই ত্রিপুরা ইতিহাসের মূল সূত্র। সুতরাং এই প্রশ্নের আলোচনা আমাদিগকে বিস্তারিত ভাবেই করিতে হইয়াছে।

এই মূল দ্রুহ্য সম্বন্ধের পরই তদ্বংশীয়দিগের কিরাতে প্রথম উপনিবেশের প্রশ্ন। এই প্রশ্নটীও বিস্তারিত ভাবেই আলোচিত হইয়াছে এবং ঐতিহাসিক সন্ধানও বিচারের দ্বারা যতদূর সম্ভব ইহার মীমাংসা করা হইয়াছে।

ইহার পর দ্বিতীয় উপনিবেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা, সেই যাত্রার পথ, তথা হইতে ত্রিপুরায় প্রবেশ ও অধিষ্ঠান, রাঙ্গামাটিজয় ত্রিপুরার পরিসর বৃদ্ধি, তৎপ্রসঙ্গে ত্রিপুরা নামের পুরাতত্ত্ব, ত্রিপুরাব্দ প্রবর্ত্তনের ইতিহাস, ত্রিপুরা রাজবংশের রাজচিহ্নের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় সম্যক্‌রূপে বিবৃত করা গিয়াছে। এই সমস্ত বিষয়ই ত্রিপুরা ইতিহাসের প্রকৃত উপকরণ; এই সমস্ত উপকরণই ত্রিপুরার ইতিহাসকে প্রকৃতগঠন প্রদান করি-করিয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত বিষয় সুপরিস্ফুট করিলেই ত্রিপুরা ইতিহাসের প্রকৃত রূপ সুপ্রকাশিত হইতে পারে। এই জন্যই আমরা এই সমস্তের প্রত্যেকটীকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রসঙ্গরূপে উপস্থাপিত করিয়াছি।

যাঁহারা এ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কিন্তু ত্রিপুরা ইতিহাসের এই অংশটী অতি সংক্ষেপেই সারিয়াছেন, যেন তাঁহারা ইহাতে বক্তব্যের বিষয় তেমন কিছুই পান নাই। ইহাতে ত্রিপুরার ইতিহাস শৃঙ্খলটী মূলে এরূপই বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহার মূলগ্রন্থিগুলির সন্ধান দুঃসাধ্য হইয়াছে। আমরা ত্রিপুরা ইতিহাসের এই জটিল বিশৃঙ্খলতার স্থলে সরল, সুশৃঙ্খলতা সাধন করিবার নিমিত্তই ত্রিপুরার ইতিহাসের মূলাংশের এরূপ বিশদ ও বিস্তৃত

৬। পার্ব্বত্য ত্রিপুরার প্রাগৈতিহাসিক প্রাচীনতম নিদর্শন।

পুরাণাদিতে প্রাচীন ত্রিপুরা "কিরাতদেশ" * নামে অভিহিত হইয়াছে। কিরাত অনার্য্য জাতি বিশেষ। কিরাত দেশ তাহা হইলে অনার্য্য দেশই হয়। কিন্তু অনার্য্য দেশ হইলেও, অতীব প্রাচীনকালেই যে ইহার সহিত আর্য্যসংস্রব সঙ্ঘটিত হয়, তাহার নির্ভরযোগ্য প্রমাণই আবিষ্কার করা যাইতে পারে। আমরা এখানে সেই প্রমাণের আলোচনাই করিব।

শ্রীহট্ট হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত প্রসারিত যে পর্ব্বতমালা ত্রিপুরার মেরুদণ্ডরূপে দণ্ডায়মান থাকিয়া ত্রিপুরাকে 'পার্ব্বত্য ত্রিপুরা' নাম প্রদান করিয়াছে, সেই পর্ব্বতমালা বর্ত্তমানে 'ত্রিপুরার পর্ব্বত' নামে কথিত হইলেও ইহারও একটী প্রাচীন নাম আছে। সেই নাম "রঘুনন্দন" পর্ব্বত। † এই পর্ব্বতমালার উত্তর ও দক্ষিণে প্রবাহিনী দুইটী প্রাচীন নদীর নামও উল্লেখযোগ্য। একটীর নাম 'মনু' নদী ও অপরটীর নাম 'গোমতী' নদী। এই তিনটীকেই আমরা পার্ব্বত্য ত্রিপুরার প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া মনে করি। ইহাদের মধ্যে আর্য্যসংস্রবের প্রমাণ ইহাদের নামেই আমরা প্রাপ্ত হই। তিনটী নামই বিশুদ্ধ আর্য্য নাম। আর্য্য সংস্রব ব্যতীত এরূপ নামকরণ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না।

প্রাগুক্ত নামকরণ হইতে পার্ব্বত্য ত্রিপুরার সহিত কিরূপ বিশিষ্ট আর্য্যসংশ্রব সঙ্ঘটিত হয়, তাহাও আমরা বিশেষ অনুধাবনার

---

* Vide "Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India" by Babu Nandalal Dey part I-page 41.

দ্বারা জানিতে পারি। রঘুনন্দন শব্দ রঘুবংশীয়দিগের বোধক; সূর্য্যবংশীয়দিগের মধ্যে রঘুর পরপুরুষগণই 'রঘুনন্দন' বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। রঘুবংশীয়দিগের রাজ্য সরযূ বা গঙ্গারই তীরে অধিষ্ঠিত ছিল। 'গোমতী' নামে একটী নদী এই সরযূরই শাখা। মনু সূর্য্যবংশীয়দিগের আদি রাজা। এই প্রকারে পার্ব্বত্য ত্রিপুরার রঘুনন্দন পর্ব্বত এবং গোমতী ও মনুনদী এই তিনটী প্রাচীন নিদর্শনেরই সহিত আমরা সূর্য্যবংশেরই বিশেষ যোগ দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু পার্ব্বত্যত্রিপুরার সহিত চন্দ্রবংশীয়দিগের যোগসম্বন্ধেই চির কিম্বদন্তী প্রচলিত। এস্থলে প্রাচীন নিদর্শন ও প্রাচীন কিম্বদন্তীর মধ্যে বিরোধই উপস্থিত হইতেছে। এই বিরোধের সামঞ্জস্য-বিধানেই ত্রিপুরা ইতিহাসের মূলরহস্য নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং এই সামঞ্জস্য বিধানই আমরা ত্রিপুরার ইতিহাস সঙ্কলনে আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

ভারতের আদি মহাকাব্য 'রামায়ণ' পাঠ করিলে রামায়ণের কালের পূর্ব্বেও যে ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে সূর্য্যবংশীয়দিগের গতিবিধি ছিল, তাহা জানিতে পারা যায়। বিশ্রুতযশা সূর্য্যবংশীয় সগররাজ, যে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞীয়াশ্বের অনুসরণে সগরের ষষ্টিসহস্র পুত্রই এইদিকে আসিয়াছিলেন এবং কপিলশাপে এইখানেই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে বঙ্গের বহু ভূভাগই সমুদ্রগর্ভে লীন ছিল। সুতরাং সগরের পুত্রগণ পার্ব্বত্যপথ অবলম্বন করিয়াই যে আসিয়াছিলেন, তাহাই সম্পূর্ণ সম্ভবপর বলিয়া অনুমিত হয়। সগরের অযোধ্যারাজ্য হিমালয়েরই পাদদেশে অবস্থিত। ত্রিপুরা পর্ব্বতমালাও হিমালয় পর্ব্বতমালারই প্রশাখা মাত্র। এইরূপে ত্রিপুরার পর্ব্বতমালা যেমন সগরবংশীয়দিগের বৈদেশিক অভিযানের

হইয়াছিল, তাহা মনে করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। সগরের সাম্রাজ্য যে এক সময়ে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণই রহিয়াছে। সমুদ্রের "সাগর" নাম সমুদ্রের উপর সগরের এই অধিকার হইতেই যে হইয়াছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। সগরের বংশধরগণ যে এক সময়ে সাগর পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহা আমরা ইতিহাস হইতেই জানিতে পারি। ভারতসমুদ্রের কোন কোন দ্বীপে এই জন্যই সগরকে দেবরূপে পূজিত হইতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে পুরাতত্ত্বে এইরূপ উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায় :—

The Emperor Sagargi's extensive foreign conquests are well-known. His conquest of the islands of the Indian Archipelago is mentioned in the ancient traditions of these islands, where he is still worshipped as the "God of the Sea". Hindu Superiority p 193.

সগর রাজার বংশীয়েরা যদি সমুদ্রের মধ্যেই বিজয়স্মৃতি স্থাপন করিয়া যাইতে পারেন, তবে তৎপরবর্ত্তী রঘুর বংশীয়দিগের সাগর তীরবর্ত্তী ত্রিপুরার পর্ব্বতমালায় বিজয়স্মৃতি স্থাপন যে আরও অধিক সম্ভবপর তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এইরূপেই সূর্য্যবংশীয়গণ আপনাদের বিজয়াধিকার স্মরণীয় করিবার জন্য ত্রিপুরার মনু নদীর সহিত আপনাদের আদিপিতা মনুর নাম; পর্ব্বত মালার সহিত আপনাদের রঘুনন্দন নাম এবং গোমতী নদীর সহিত আপনাদের স্বদেশের নদীর নাম সংযোজিত করিয়া থাকিবেন, ইহাই আমাদের অনুমান হয়। গোমতীতে যে গঙ্গার কল্পনা অতি প্রাচীন কালেই হইয়াছিল "ময়নামতীর গানে" তাহার স্পষ্ট আভাসই রহিয়াছে :—

"ঊনকোটী" অন্যতম একটী প্রাচীনতম নিদর্শন। ইহার সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী ৬ ধনঞ্জয় ঠাকুর সাহেব কর্তৃক তদীয় বিবরণে উল্লিখিত হইয়াছে—

বিন্ধ্যাদ্রেঃ পাদ সম্ভূতোবরবক্রঃ সুপুণ্যদঃ।
দক্ষিণস্যাং নদস্যাসা পুণ্যা মনুনদীস্মৃতা॥
অনয়োরন্তরা রাজন্ ঊনকোটী গিরির্মহান্।
তত্র বৈ কাপিলং তীর্থং কপিলেন প্রকাশিতম্॥
লিঙ্গঞ্চ কাপিলং তত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্॥

ঊনকোটীতীর্থ মাহাত্ম্য।

বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা ত্রিপুরার প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন সকলকে যে সূর্য্যবংশের সহিত সংসৃষ্ট বলিয়া প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, সেই সূর্য্যবংশের সগর সন্তানদিগের ধ্বংসকারী কপিল মুনির সহিতই এখানে অন্যতম প্রধান ও প্রাচীন নিদর্শন ঊনকোটী তীর্থের বিশেষ যোগই দেখিতে পাইতেছি।

রাজমালায় ঊনকোটীতীর্থ সম্পর্কে ত্রিপুর রাজদিগের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাতে, তাঁহারা যে ঊনকোটী তীর্থ দর্শন করেন কেবল ইহাই জানিতে পারা যায়, কিন্তু ঊনকোটী তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত বা ইহাতে তাঁহারা কোনরূপ কীর্ত্তিস্থাপন করেন, এরূপ কোন বিষয়ই জানিতে পারা যায় না। আমরা এস্থলে রাজমালা হইতে দুইটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। মহারাজ বিজয় মাণিক্য সম্বন্ধেই প্রথম ঊনকোটী দর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"কতদিন পরে রাজা ঊনকোটী গেল।
এক ঊনকোটী লিঙ্গ তথাতে দেখিল॥"

তৎপর অমরমাণিক্যের পুত্র রাজধর-মাণিক্যের ঊনকোটীতীর্থ

"রাজধর চলিল ভুলালী গ্রাম পথে।
ইটা-গ্রাম হইয়া চলে উনকোটী তীর্থে॥
স্নান দান করে তথা রাজধর নারায়ণ॥"

প্রথম বর্ণনাটী হইতে উনকোটী শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান থাকাতেই যে উনকোটী নাম হইয়াছিল, এই ঐতিহাসিক তথ্যই লাভ করা যায়। ইহা হইতে মহর্ষি ব্যাসদেবের ন্যায়, মহর্ষি কপিল দেবও এখানে এক কাশী* নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। তাহাতেই ইহার এইরূপ পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য হইয়াছে।

পরিশেষে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, সূর্য্যবংশীয় দিগের দ্বারাই যদি ত্রিপুরার প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন সকল স্থাপিত হইয়া থাকিবে, তবে অর্ব্বাচীনকালে তদ্বংশধরদিগের কোনরূপ ঐতিহাসিক স্মৃতিই বর্ত্তমান দেখা যায় না কেন? এতৎপ্রদেশের সহিত সূর্য্যবংশীয়দিগের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক স্মৃতি যে একেবারে বিজড়িত দেখিতে না পাওয়া যায়, তাহা নহে। আমরা এস্থলে শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে একটী আলোচনা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতেই আমাদের কথার সমর্থন পাওয়া যাইবে।

"অতি প্রাচীন কাল হইতে এই রাজ্যে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজারা রাজত্ব করিতেছিলেন। এই বংশীয় অতিরথ নামক রাজা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করায় প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের সাহায্যে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল। তিনি শ্যাম দেশে গিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধর এখনও শ্যাম দেশে রাজত্ব করিতেছে। প্রজারা অতিরথের কনিষ্ঠভ্রাতা সুরথকে রাজা করিয়াছিল। তদ্বংশীয়েরা বহুদিন শ্রীহট্টে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সময়ে সময়ে ত্রিপুরার রাজাকে

* উনকোটী সম্বন্ধে 'বারাহীতন্ত্রের' শ্লোকে এই কাশীর উপমাটীই পাওয়া যায়—
"তত্রোন-কোটী সলিঙ্গা লিঙ্গকাশী বিরাজতে॥"

এবং আসামের রাজাকে কর দিতে বাধ্য হইতেন।” ‘বাঙ্গালীর সামাজিক ইতিহাস’—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সান্যাল প্রণীত ১৪১ পৃঃ।

এস্থলে বলা প্রয়োজন যে শ্রীহট্টের অধিকাংশই কোন সময়ে, ত্রিপুরার অন্তর্ভূত ছিল। সুতরাং শ্রীহট্টের সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগকে ত্রিপুরার প্রাগৈতিহাসিক রাজবংশ বলিয়া পরিচয় দিলে, একেবারে অসঙ্গত হইবেনা। এইরূপে ত্রিপুরার চন্দ্রবংশীয় ভূপতিগণ ত্রিপুরার প্রাগৈতিহাসিক সূর্য্যবংশের প্রাধান্য ও গৌরব ক্রমে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করতঃ, আপনাদের প্রবল-প্রতাপের প্রভায় ত্রিপুরার সূর্য্যবংশীয় প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন সকলকে একেবারে পরিম্লান করিয়া রাখিয়াছেন।

৪। চন্দ্রবংশনামের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা।

“চন্দ্রবংশ” ও “সূর্য্যবংশ” এই দুই ক্ষত্রিয়বংশ ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে প্রধান বংশ এবং ইঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী লইয়াই ভারতের মহাকাব্য ‘মহাভারত’ ও ‘রামায়ণ’ বিরচিত হইয়াছে। তাহাতেই ভারতের সকলেরই নিকট এই দুই বংশ সুপরিচিত হইয়া রহিয়াছে। এই দুই বংশনামের আদিতত্ত্ব জানিবার জন্য আমাদের স্বভাবতঃই ঔৎসুক্য জন্মে।

পুরাণে চন্দ্র হইতে উৎপত্তি বলিয়া “চন্দ্রবংশ” এবং সূর্য্য হইতে উৎপত্তি বলিয়া “সূর্য্যবংশ” এরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধান করা আমরা কর্ত্তব্য বোধ করি।

আমাদের দেশীয় একজন পুরাতত্ত্ববিৎ এতৎ সম্বন্ধে একটী সুন্দর মত অভিব্যক্ত করিয়াছেন ; প্রথমে আমরা তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি :—

“These people coming from the north may have been called descendants of the Moon, for Soma is the lord of

the north. We may add that the first race of Kshatriyas, being in Epic days in the east, may have heen looked upon as descendants of the Sun." The Lunar and Solar Races in the Veda by C. V. Vaidya M. A. L. L. B.

"এই সকল লোক, হয়ত উত্তর হইতে আগত হওয়াতেই চন্দ্রের বংশধর বলিয়া কথিত হইয়াছে। কারণ 'সোম' উত্তর দিগের অধিপতি। এই সঙ্গে ইহা বলা যায় যে, মহাকাব্যের (রামায়ণের) সময়ে প্রথম ক্ষত্রিয় জাতি পূর্ব্বদিকে অধিষ্ঠিত ছিল বলিয়া, সূর্য্যের বংশধররূপে পরিগণিত হইয়াছে।"

এতৎপ্রসঙ্গে আমরা আর্য্যদিগের আদি নিবাসের রহস্যই প্রকাশিত দেখিতে পাই। আর্য্যগণের সুমেরু প্রদেশে প্রথম অবস্থানকালে চন্দ্রের সহিতই তাঁহাদের নিয়ত সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সূর্য্যের সহিত সেরূপ নিয়ত সম্পর্ক ছিল না। কারণ সূর্য্য উত্তরায়ণের ছয় মাস মাত্রই পরিদৃশ্যমান থাকিত; কিন্তু দক্ষিণায়ণের ছয় মাস অদৃশ্যই থাকিত। চন্দ্রের সর্ব্বদা দর্শন হেতু, চন্দ্রের সহিত প্রথম আর্য্যদিগের অধিক ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল এবং চন্দ্রই তাঁহাদের জীবন ব্যাপারে প্রধান সহায় হইয়াছিল। তাহাতেই চন্দ্র তাঁহাদের দ্বারা দেবরূপে পূজিত হইতে লাগিল। ইহাতে চন্দ্রের উপাসকরূপে পরিচিত হইয়াই তাঁহারা চন্দ্রবংশ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।*

---

* পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিক হিউইট (J. F. Hewitt) যযাতির বংশধর দিগকে চন্দ্র ও নক্ষত্রাদির উপাসকরূপেই আখ্যাত করিয়াছেন:—"They were in short, the collective people of the five races who claimed to be descended from the sons of Yayati, Yadu, Turvasu, Druhyn, Anu and Puru, the worshippers of the moon and stars." The Ruling Races of Pre-historic times—Vol.

চন্দ্রের গতি সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন বলিয়া তদ্দ্বারাই আর্য্যগণ তাঁহাদের কাল পরিমাণ করিতে লাগিলেন ; মাস তিথি প্রভৃতি গণনা চন্দ্রের সহিত সম্বন্ধ দ্বারাই হইয়া থাকে।* বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে যে তিথিরই প্রাধান্য দেখা যায়, তাহাতেও চন্দ্রের সহিত সম্পর্কই প্রমাণিত হয়।

চন্দ্রের দ্বারা কালমান সম্বন্ধে বৈদ্য মহাশয়, অন্য একটী সুন্দর প্রমাণেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন পাণ্ডবগণের একবৎসর অজ্ঞাতবাসের পর, যখন তাঁহাদের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, তখন, এক বৎসর পূর্ণ হয় নাই বলিয়া আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহারা চান্দ্রবৎসর গণনার দ্বারা পূর্ণ বৎসরের হিসাব করিয়া দিয়াছিলেন। তদীয় মন্তব্য উদ্ধৃত হইল :—

"The Pandavas had to pass twelve years of exile and one of incognito according to the covenant at their gambling game. Now the Kurus argued, when the Pandavas appeared in Virata's fight, that they were discovered before their time, but the Pandavas replied that they kept their word truly and fully. Bhishma decided the point in favour of the Pandavas and held that they kept their word by the Lunar year of 354 days. This decision would undoubtedly be strange, if the Pandavas observed the Lunar year, only for the purpose of this covenant" Ibid p. 299.

"পাণ্ডবগণ তাঁহাদের পাশাক্রীড়ার পণ অনুসারে বার বৎসর নির্ব্বাসনে ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে কাটাইবার কথা ছিল। বিরাটের যুদ্ধে যখন তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন কৌরবেরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে

ইহা বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের এক বৎসর পূর্ণ না হইতেই, তাঁহাদের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতে পাণ্ডবগণ উত্তর করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যথার্থও সম্পূর্ণরূপে তাহাদের কথা পালনের পরই প্রকাশ পাইয়াছেন। ভীষ্ম তাহাদের পক্ষেই মত দিয়া বলিয়াছিলেন যে, ৩৫৪ দিবসের চান্দ্রবৎসর হিসাবেই তাহারা তাঁহাদের কথা রাখিয়াছে। যদি কেবল তাহাদের কথা রক্ষার জন্যই পাণ্ডবগণ চান্দ্রবৎসরের গণনা করিতেন, তবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

উত্তরকুরু সুমেরুরই সন্নিহিত দেশ। ইহাতে চন্দ্রবংশীয় কুরুরাজারই স্মৃতি বিদ্যমান। কুরুর নামে 'কুরুক্ষেত্রের' নামকরণও হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র দক্ষিণে অবস্থিত বলিয়াই, প্রথম কুরুদেশের নাম "উত্তরকুরু" দেওয়া হইয়াছে। এই প্রমাণের দ্বারাও চন্দ্রবংশীয়দিগের আদিস্থান উত্তরে, সুমেরুর নিকট উত্তর কুরু বলিয়াই জানিতে পারা যায়।

চন্দ্রবংশীয়দিগের সহিত এইরূপে আদি আ[illegible] নিবাসের যোগের যে প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সূর্য্যবংশের সহিত যোগের সেরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহা হইতে চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের মধ্যে চন্দ্রবংশই যে অধিকতর প্রাচীন, তাহাই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়।

৫। যযাতির প্রথমাধিষ্ঠানের সংস্থান সম্বন্ধে মীমাংসা।

মহারাজ যযাতি ব্রহ্মার পিতা। তাঁহার প্রথমাধিষ্ঠান "প্রতিষ্ঠানপুর" বলিয়া সুবিদিত হইলেও, ইহার সংস্থান সম্বন্ধে যথেষ্ট মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা তাহারই মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

কোন কোন পুরাণে "প্রতিষ্ঠানপুর" প্রয়াগ বা এলাহাবাদেরই স্থলে অবস্থিত ছিল, এরূপ উল্লিখিত হওয়ায়, কেহ কেহ তথায়ই

প্রতিষ্ঠানপুরের সংস্থিতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক পার্জিটার সাহেবই এই মতের প্রধান পক্ষপাতী। তিনি তদীয় "Ancient Indian Historical Tradition"—"(প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক উপাখ্যান)" নামক গ্রন্থে চন্দ্রবংশীয়দিগের হিমালয়ের মধ্য দিয়া ভারতে আগমনের মত প্রখ্যাপন করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে প্রথম প্রয়াগ বা এলাহাবাদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক সমাজে তদীয় মত সম্বন্ধে বিশেষরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার এই মত সম্বন্ধে আমাদের স্বদেশীয় ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বৈদ্য নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :—

"A few of his conclusions, however, will not be acceptable to many, especially his idea that the Solar dynasty of Indian Kshatriyas was Dravidian or that the Lunar Kshatriyas had their original kingdom at Allahabad or Prayag. Indeed according to my view, Mr. Pargiter has attached too much weight to the Puranas and has cousequently arrived at conclusions which will not be readily acceptable to all." History of Mediaeval Hindu India by C. V. Vaidya M. A. L. L. B. Vol II. pp. 259—60.

"তদীয় কোন কোন সিদ্ধান্ত, বিশেষতঃ সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ মূলে দ্রাবিড় জাতীয় এবং চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের প্রথম রাজ্য এলাহাবাদ বা প্রয়াগে ছিল অনেকেরই নিকট গৃহীত হইবে না। বস্তুতঃ আমার মতে পার্জ্জিটার পুরাণ সকলকে অতিরিক্ত মাত্রায় গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন এবং তাহাতেই এরূপ সিদ্ধান্ত সকলে উপনীত হইয়াছেন যে, তৎসমস্ত সকলের নিকট নির্ব্বিবাদে গৃহীত হইবে না।"

পার্জ্জিটারের মত গ্রহণ করিতে হইলে, পুরাণের সহিত বেদের নিতান্তই বিরোধ উপস্থিত হয়। পুরুরবা ও যযাতির উল্লেখ বেদে রহিয়াছে, অথচ পুরাণের মতে ইঁহাদের অধিষ্ঠান প্রয়াগের প্রতিষ্ঠানপুরে ছিল। কিন্তু বেদে পঞ্জাব প্রদেশের স্থান সকলেরই উল্লেখ রহিয়াছে, প্রয়াগ প্রদেশের কোন স্থানেরই উল্লেখ নাই। বেদের বর্ণনার সহিত সামঞ্জস্য সাধন করিবার জন্যই, এলাহাবাদ হইতে চন্দ্রবংশীয়গণ পশ্চিমে কুরুক্ষেত্রের দিকে বিস্তৃত হইয়াছিলেন, কোন কোন পুরাণে এইরূপ বর্ণনা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু পুরাণেরই প্রমাণ ও আধুনিক ভাষার প্রমাণের দ্বারাও ইহা সমর্থিত হয় না। এ সম্বন্ধে বৈদ্য মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"But Pururavas, even according to the Puranas, was north of the Himalayas about Gandhamadana, the region assigned subsequently to the Uttara Kurus, and his son and grandson were probably still there. Yayati's son came to India and Puru probably first occupied the Sarasvati tract and it is from hence that the Lunar race spread south-east and south which were not occupied by the Aryans and also tried to oust the first settled Aryans in the east and the west *i. e.*, in the Punjab and in Oudh. I think Dr. Grierson's theory based on language that the population of the U. P. expanded from its original seat near the upper Doab and the sacred river Sarasvati, seems to be supported by the oldest evidence of the Rigveda and is more probable than the last Puranic Version that it spread from Allahabad westward towards Kurukshetra." Ibid pp. 277—8.

"কিন্তু পুরূরবা, পুরাণমতেই গন্ধমাদনের সন্নিহিত হিমালয়ের, যাহা পরবর্ত্তীকালে উত্তরকুরুর স্থানরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে তথায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তদীয় পুত্র ও পৌত্রও সম্ভবতঃ তথায়ই ছিলেন। যযাতির পুত্রগণ ভারতে আসেন এবং পুরু সম্ভবতঃ প্রথম সরস্বতীভূভাগ অধিকার করেন। চন্দ্রবংশ তথা হইতেই দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও দক্ষিণ যাহা তখনও আর্য্যদিগের অনধিকৃত ছিল, তথায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়েন; তাঁহারা পূর্ব্ব ও পশ্চিমের অর্থাৎ পঞ্জাব ও অযোধ্যার উপনিবিষ্ট আর্য্যদিগকে বিতাড়িত করিতেও চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি মনে করি ডাক্তার গ্রিয়ার্সন্ ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত মত প্রকাশ করিয়া যে বলিয়াছেন, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের জনসকল দোয়াবের ঊর্দ্ধদেশ ও পুণ্যতোয়া সরস্বতী নদীর সন্নিকটস্থ তাহাদের আদি অধিষ্ঠান হইতে বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাই শেষ সংস্কারপ্রাপ্ত পুরাণের এলাহাবাদ হইতে পশ্চিমে কুরুক্ষেত্রের দিকে তাহাদিগের বিস্তারের মত অপেক্ষা অধিক সম্ভাবনীয় এবং ঋগ্বেদের প্রাচীনতম প্রমাণও ইহারই অধিক সমর্থন করে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।"

কেবল যে বৈদ্যমহাশয়ই পার্জ্জিটারের মত অনুমোদন করেন নাই, তাহা নহে, ক্যানিংহামের "Ancient Geography of India" ("ভারতের প্রাচীন ভূগোল") নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের বর্ত্তমান সম্পাদক প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত, অধ্যাপক ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এম্‌-এ শাস্ত্রীমহাশয়ও তাহা অনুমোদন করিতে পারেন নাই :—

"As for Pargiter's theory that the Aryans migrated to the Punjab from the Madhyadesa (Ancient Indian Historical Traditions)—whether the Punjab was the original home or not, Pargiter could not deny the fact that the Aryans lived there during the Vedic age."

"ভারতের প্রাচীন ঐতিহাসিক উপাখ্যান" নামক গ্রন্থে প্রকাশিত পার্জ্জিটারের মত এই যে, আর্য্যগণ মধ্যদেশ হইতে পঞ্জাবে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। পঞ্জাব আর্য্যগণের আদিনিবাস হউক বা না হউক পার্জ্জিটার এই কথা অস্বীকার করিতে পারেন না যে, বৈদিক সময়ে আর্য্যগণ তথায়ই বাস করিতেছিলেন।"

তাহা হইলে বেদে উল্লিখিত যযাতি ও দ্রুহ্য কখনও এলাহাবাদে ছিলেন বলিয়া বলা যাইতে পারে না। যযাতির প্রতিষ্ঠানপুরও তাহা হইলে এলাহাবাদে না খুঁজিয়া পঞ্জাবের নিকটেই খুঁজিতে হইবে। প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ইয়ুয়ান্ চোয়াঙ্ বা হিউয়েন্ সাঙ্ তদীয় সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণবৃত্তান্তে Fo-li-shi-sa-tang-na নামে একটী স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। মেজর্ ক্যানিংহাম এই নামটীকে Ortospana বলিয়া পাঠ করিয়াছেন এবং ইহার Portospana এইরূপ ভিন্ন পাঠের উল্লেখও করিয়াছেন। ইহার সংস্থান সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :—

"The position of Ortospana I would identify with Kabul itself. It was the old capital of the country before the Macedonian conquest and so late as the tenth century it was still believed that a king was not properly qualified to govern until he had been inaugurated at Kabul."* Ancient Geography of India.

"আমি কাবুলের সহিতই অর্টোস্পানের সংস্থান এক বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। ইহা মেসিডনের আলেক্‌জাণ্ডারের বিজয়ের পূর্ব্বে কাবুল দেশের প্রাচীন রাজধানী ছিল এবং পরবর্ত্তী দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত ও এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, কাবুলে অভিষিক্ত না হইলে কোনও রাজা রাজ্য করিবার জন্য যথার্থরূপে যোগ্য হইতেন না।

* Ouseley "Oriental Geography" p. 226

চৈনিক পরিব্রাজকের Fo-li-shi-sa-tang-na তে "ভারতের প্রাচীন ভূগোলের" সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মহাশয়ের মতে "প্রতিষ্ঠান" নামটীর ধ্বনিই শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন :—

"Foli-shi-sa-tang-na sounds more like Skr. Pratishthan—প্রতিষ্ঠান (Settlement, Colony). We know of the other Pratishthans, one on the Jumna and the other on the Godavari."

ক্যানিংহাম যে "পর্টোস্পান্" উচ্চারণের কথা লিখিয়াছেন, তাহাই 'প্রতিষ্ঠান' উচ্চারণের অধিক নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।

প্রতিষ্ঠানে যযাতির প্রথম রাজধানী সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাই আমরা মনে করি। কাবুলে অভিষেকের দ্বারা রাজপদে যোগ্যতার পরীক্ষা সম্বন্ধে ক্যানিংহাম যে প্রচলিত সংস্কারের কথা লিখিয়াছেন, কাবুলে বা প্রতিষ্ঠানে যযাতির প্রথমাভিষিকের উপরই যে উহার ভিত্তি স্থাপিত, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবু যমুনাতীরে ও গোদাবরী তীরে আরও দুইটী প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করিয়াছেন। কাবুলের প্রতিষ্ঠানের প্রাচীনত্বের যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে অপর প্রতিষ্ঠানদ্বয় যে যযাতিবংশীয়দিগেরই পরবর্ত্তী উপনিবেশ, তাহা সহজেই অনুমিত হয়।

পরবর্ত্তী উপনিবেশকে আদি উপনিবেশ বলিয়া বর্ণনা করিতে যাইয়া পুরাণের ভ্রান্তি কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বৈদ্য মহাশয়ের বিশেষ সারবান্ মন্তব্যই এখানে উদ্ধৃত হইল :—

"The last positions of the Solar and Lunar races, viz, Ayodhya and Prayaga, were taken to be their first positions by these last editors of the Puranas, because

viz, that the Aryans spread from the north-west to the south-east and south". History of Mediaeval Hindu India p 279.

** "অযোধ্যা ও প্রয়াগে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের শেষ সংস্থানই পুরাণের শেষ-সংস্কর্ত্তাগণকর্ত্তৃক প্রথমসংস্থান বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। কারণ আর্য্যগণ যে উত্তর পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়াছিল, এতৎসম্বন্ধে তাঁহাদের কোন ধারণাই ছিল না।"

৬। যযাতির জরাসংক্রমণ ও শাপের প্রকৃত মর্ম্ম এবং দ্রুহ্যুসন্তানদিগের বিস্তার।

যযাতির অপর সমস্ত পুত্র আপনাদের যৌবনের বিনিময়ে তদীয় জরাগ্রহণে অসম্মত হইলে, যখন সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু সন্তুষ্টচিত্তে আপনার যৌবন প্রদান পূর্ব্বক পিতার জরাগ্রহণে স্বীকৃত হইলেন, তখন যযাতি তৎপ্রতি নিরতিশয় প্রীত হওতঃ, তদীয় যৌবন যথেচ্ছ ভোগানন্তর পুনর্ব্বার পুরুকে তৎপ্রদত্ত যৌবন প্রত্যর্পণ করতঃ, তাঁহার নিকট হইতে, নিজের পূর্ব্বজরা গ্রহণ করিলেন এবং পুরুর অনুপম ত্যাগের প্রতিদান স্বরূপ তাঁহাকে নিজের আর্য্যরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। কিন্তু অবাধ্য অপর সমস্ত পুত্রই পিতার বিরাগের ফলে রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া অন্যত্র জীবন যাপনের জন্য অভিশপ্ত হইলেন।

যযাতির জরাসংক্রমণ ও পুত্রদিগের প্রতি অভিশাপের বিশেষ ঐতিহাসিক অর্থ আছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

জরাসংক্রমণটী পুত্রদিগের প্রকৃত রাজ্যোচিত সংযম ও নিষ্ঠাভাবেরই পরীক্ষা বলিয়া আমাদের নিকট বোধ হয় এবং অভিশাপ তাহাদের প্রতি নির্ব্বাসনদণ্ড বলিয়াই মনে হয়। পুরু সর্ব্বকনিষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা তরুণ

বয়স্ক হইলেও পিতার ন্যায় বৃদ্ধের স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও নিয়ম নিষ্ঠার পালনদ্বারা আপনাকে যেমন আর্য্যোচিত গুণ সকলের অধিকারী বলিয়া প্রমাণিত করিলেন, তেমনই রাজ্যোচিত গুণ সকলের অধিকারী বলিয়াও প্রমাণিত করিলেন। সুতরাং পুরু যে আর্য্য রাজ্যের ধুরন্ধররূপে নির্ব্বাচিত হইলেন, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তির বিষয়ই রহিল না। অপরপক্ষে মহারাজ যযাতি, অপর পুত্রদিগের প্রকৃতিতে আর্য্যোচিত গুণসকলের যেরূপ যেরূপ অসদ্ভাব লক্ষিত করিলেন, তদ্রূপ অনার্য্য জাতির মধ্যেই তাঁহাদিগের অধিকার নির্দ্দেশিত করিয়া তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। এইরূপে পুত্রদিগের মধ্যে তিনি আপনার আর্য্য ও অনার্য্য সাম্রাজ্যের বিভাগ সম্পাদন করিলেন। এই প্রকারে অভিসম্পাতগ্রস্ত দ্রুহ্যুর বংশবিস্তার সম্বন্ধে পুরাণে লিখিত হইয়াছে ঃ—

"দ্রুহ্যস্য তনয়ৌ শূরৌ সেতুঃ কেতুস্তথৈবতু।
সেতুপুত্রঃ শরদ্বাংস্তু গন্ধারস্তস্যচাত্মজঃ॥
খ্যায়তে যস্য নাম্নাসৌ গন্ধারবিষয়োমহান্।
আরট্ট দেশজাস্তস্যাতুরগা বাজিনাংবরাঃ॥
গন্ধারপুত্রো ধর্ম্মস্তু ঘৃতস্তস্যাত্মজোঽভবৎ।
ঘৃতাচ্চ বিদুষো যজ্ঞে প্রচেতাস্তচাত্মজঃ॥
প্রচেতসঃ পুত্রশতং রাজানঃ সর্ব্বএব তে।
ম্লেচ্ছরাষ্ট্রাধিপাঃ সর্ব্বে উদীচীং দিশমাশ্রিতাঃ॥"

মৎস্যপুরাণ ৩৮ শ অধ্যায়।

"দ্রুহ্যের দুই পুত্র, সেতু ও কেতু। তন্মধ্যে সেতুর পুত্র শরদ্বান্, তৎপুত্র গন্ধার। এই গন্ধারের নামানুসারেই সুবিশাল গান্ধার দেশ প্রখ্যাত এবং তদীয় আরট্টদেশীয় অশ্ব সকল অশ্ব মধ্যে শ্রেষ্ঠ। গন্ধারের

একশত পুত্র। ইঁহারা সকলেই রাজা হইয়া উত্তর দিক্ অধিকার করেন এবং ম্লেচ্ছরাজ্যের অধিপতি হন।"

দ্রুহ্যুপুত্রগণ পশ্চিমদিক্ হইতে ক্রমে উত্তর দিকে অধিকার বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন, তাহারই বিবরণ আমরা এখানে প্রাপ্ত হইতেছি; উত্তর দিকে 'দ্রুহ্য'নামক একটী জনপদের উল্লেখও পুরাণেই রহিয়াছে যথাঃ—

"বাহ্লীকা বাটধানাশ্চ আভীরা কালতোয়কাঃ।
পুরন্ধ্রাশ্চৈব শুদ্রাশ্চ পল্লবাশ্চাত্তখণ্ডিকাঃ।
গান্ধারাযবনাশ্চৈব সিন্ধুসৌবীর মদ্রকাঃ।
শকাদ্রুহ্যাঃ পুলিন্দাশ্চ পারদা হারমূর্ত্তিকাঃ॥
রামঠাঃ কণ্টকারাশ্চ কৈকেয়া দশনামকাঃ।

*　　*　　*　　*　　*　　*

এতেদেশা উদীচ্যাস্ত * * * * *॥" মৎস্যপুরাণ ১১৪ অধ্যায়।

"বাহ্লীক, বাটধান, আভীর, কালতোয়ক, পুরন্ধ্র, শুদ্র, পল্লব, আত্তখণ্ডিক, গান্ধার, যবন, সিন্ধু, সৌবীর, মদ্রক, শক, দ্রুহ্য, পুলিন্দ, পারদ, হারমূর্ত্তিক, রামঠ, কণ্টকার, কৈকেয়, দশনামক, এই সকল প্রদেশ উত্তর দিগ্বর্ত্তী।"

উপরি উল্লিখিত "দ্রুহ্য" সে দ্রুহ্যু সন্তানদিগেরই স্থাপিত দেশ, তাহাতে কোনও সন্দেহই হইতে পারে না।

বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনা পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, দ্রুহ্যু বংশীয়গণ কেবল উত্তর দিকে নহে, কিন্তু অপর দিকেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যথাঃ—

"প্রচেতসঃ পুত্রশতং অধর্ম্মবহুলানাং ম্লেচ্ছাদীনামুদীচ্যাদীনাধিপত্য মকরোৎ॥" চতুর্থাংশ ১৭শ অধ্যায়।

"প্রচেতার শতপুত্র উত্তরাদি দিকের অধর্ম্মবহুল ম্লেচ্ছদিগের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন॥"

উত্তরাদিদিকের উল্লেখ হইতে দ্রুহ্যবংশীয়গণ ক্রমে ক্রমে উত্তর হইতে পূর্ব্বদিকে চীনদেশে প্রবেশ করেন, এরূপ আভাসই যেন পাওয়া যায়।

মৎস্যপুরাণের উদ্ধৃত স্থলটীতে শকদিগের দেশের সহিতই দ্রুহ্যদিগের দেশের উল্লেখ রহিয়াছে। পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের অনুসন্ধানে শকদিকের আদি নিবাস চীন দেশেই নির্দ্দেশিত হইয়াছে * :—

"Their original home seems to have been in the south of China." Peoples of India by J. D. Anderson (The Cambridge Manual of Science and Literature) p. 29.

চীন দেশের দক্ষিণেই যখন শকদিকের আদি স্থানের সংস্থিতি জানা যাইতেছে, তখন তৎসঙ্গে উল্লিখিত দ্রুহ্যদিগের উপনিবেশ অনায়াসেই দক্ষিণ চীনে অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমিত হইতে পারে।

৭। দ্রুহ্যবংশীয়গণ কোথা হইতে এবং কোন্ পথে ভারতে প্রবেশ করেন?

দ্রুহ্যবংশীয়দিগের চীনদেশে প্রবেশের যে আভাস পুরাণে পাওয়া যায়, তাহা আমরা পূর্ব্বপ্রসঙ্গে প্রদর্শন করিয়াছি। পুরাতত্ত্বের প্রমাণে জানিতে পারা গিয়াছে যে, চীনদেশের দক্ষিণ পূর্ব্বভাগে যে 'য়ুন্নান' নামে একটী প্রদেশ আছে, তাহা এক সময়ে 'গান্ধার' নামে পরিচিত ছিল।

---

* ভবিষ্যপুরাণের উল্লেখ হইতেও শকদিকের মূল স্থানের সহিত চীন দেশেরই যোগের [illegible] —"জিত্বা শকাং স্তুরাধর্ব্বাংশ্চীনতৈত্তিরিদেশজান্।"

শালিবাহন দিগ্বিজয়।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার এ সম্বন্ধে তদীয় "প্রাচীন সভ্যতা" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"পার্ব্বত্য সীমান্ত" বলিয়া, ভারতবর্ষের দেশসংস্থিতির অনুকরণে এই য়ুন্নান্ রাজ্য "গান্ধার" বলিয়া অভিহিত হইত। চীনের ইতিহাসেও একথা স্বীকৃত হইয়াছে।" ৮১—৮২ পৃঃ।

পূর্ব্বে আমরা মৎস্য পুরাণ হইতে দ্রুহ্যবংশ বিস্তারের যে বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তস্থিত সুপ্রসিদ্ধ 'গান্ধার' দেশ যে দ্রুহ্যর অধস্তন তৃতীয় পুরুষ "গন্ধার" হইতেই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারা গিয়াছে। সেই গান্ধার বংশীয়দিগের দ্বারা উপবিষ্ট হইয়াই যে আদি স্থানের স্মৃতিরক্ষার্থ চীনের য়ুন্নানপ্রদেশ 'গান্ধার' নামে অভিহিত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ সম্ভবপর বলিয়াই মনে হয়। এই গান্ধার যে ভারতের উত্তরপশ্চিমদিগবর্ত্তী গান্ধারেরই উপনিবেশ, তাহা কর্ণেল জেরিনিও তদীয় প্রসিদ্ধ গবেষণামূলক "Researches on Ptolemy's Geography" নামক গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন—"We find further north, in Yunnan, a second Gandhara." p. 121.

এই য়ুন্নান বা 'গান্ধার' প্রদেশই দ্রুহ্যবংশীয়দিগের ভারতবর্ষ প্রবেশের পূর্ব্বতন উপনিবেশ বলিয়া আমরা ধরিতে পারি। *

---

* ইতিহাসে ইহা "গন্ধাররট্ট" (Gandhara-ratta) বলিয়া পরিচিত (জেরিনির "Researches on Ptolemy's Geography" ৬০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই গন্ধার নামে দ্রুহ্যর পৌত্র গন্ধারের স্মৃতি যে, গান্ধার অপেক্ষা অবিকল সুরক্ষিত হইয়াছে, ইহা অবশ্যই অতিশয় বিস্ময়ের বিষয় বলিতে হইবে। "দ্রুহ্য" উপনিবেশের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। আদিপুরুষ দ্রুহ্যর নামে উপনিবেশের পর, তদীয় সুপ্রসিদ্ধ বংশধর গন্ধারের

ভারতের বহির্ভাগে উত্তরপশ্চিম ভূভাগ হইতে চীনদেশের মধ্য দিয়া ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে আর্য্যোপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়া যে অসম্ভাব্য ব্যাপার নহে, পরন্তু ইহা যে ঐতিহাসিক সত্য, প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিৎ আর্থার ফেরির নিম্নলিখিত মন্তব্যটী পাঠ করিলে, তৎসম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকিবার বিষয় নয়ঃ—"আর্থার ফেরি লিখিয়াছেন যে, যেরূপ মধ্য এসিয়া হইতে আর্য্যহিন্দু ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অপর একটী জনস্রোত হিমালয়ের পূর্ব্বদিক অতিক্রম করিয়া তগৌঙ্গপ্রদেশে রাজ্যস্থাপন করেন। ক্রমে তথা হইতে পশ্চিমে আরাকান এবং দক্ষিণে প্রোম ও তৌঙ্গগুন নগরে রাজ্য বিস্তার করেন।" বিশ্বকোষ।

ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেবও স্পষ্টরূপেই মধ্য এসিয়া হইতে চীনের প্রান্তে আর্য্য রাজ্যপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন ঃ—

"The emigrants belonged to that polific race, under the title of Aryan, literally Noble, radiated from Central Asia to the extremities of the ancient world. One branch established a powerful state and a highly spiritual creed on the borders of China." The Annals of Rural Bengal. pp. 90—91.

'রাজমালা'তে দ্রুহ্যুর ভারতে উপনিবেশস্থাপন সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ—

"ত্রিবেগস্থলেতে দ্রুহ্যু নগর করিল।
কপিলনদীর তীরে রাজ্যপাট ছিল॥"

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে 'কপিল' নদীর প্রবাহ ধরিয়াই দ্রুহ্যু-বংশীয়গণ তত্তীরবর্ত্তী ত্রিবেগ নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া, তথায়

সন্নিহিত ব্রহ্মবিল হইতে হয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে আমরা সেই বিবরণটী উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"কজ্জলাচলশৈলাত্তু পূর্ব্বস্মিঞ্ছুভ্রপর্ব্বতঃ।
তৎ পূর্ব্বস্যাং মহাদেবী নদী কপিলি গঙ্গিকা॥
কামাখ্যা নিলয়াৎ পূর্ব্বং দক্ষিণস্যাং তথা দিশি।
বিদ্যতে মহদাবর্ত্তং ভুবি ব্রহ্মবিলং মহৎ॥
তস্মাদায়াতি সানদী সিতাম্ভোহপম তোয়ভাক্।"

কালিকাপুরাণ ৮১ অধ্যায়।

"কজ্জলাচলে"র (নীল পর্ব্বতের) পূর্ব্বদিকে শুভ্রনামে একটী পর্ব্বত আছে, তাহার পূর্ব্বে কপিল গঙ্গা নামে নদী আছে। কামাখ্যা স্থানের পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকে ব্রহ্মবিল নামে একটী মহৎ আবর্ত্ত আছে, ঐ আবর্ত্ত হইতেই পূর্ব্বোক্ত শ্বেতবর্ণ মেঘরাশির ন্যায় দৃশ্যমান নদী নিঃসৃত হইয়াছে।"

দ্রুহ্যুসন্তানগণ য়ুন্নান হইতে বর্ত্তমান ব্রহ্মপুত্র খাতের নিম্নপথ অবলম্বন-করতঃ কামাখ্যা পর্য্যন্ত অগ্রসর হওতঃ পরে কপিলনদীর তীর ধরিয়া ক্রমে দক্ষিণদিকে চলিয়া ত্রিবেগে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহাদিগের ভারতপ্রবেশের পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

এই কপিলনদী ব্রহ্মপুত্রে যাইয়া মিলিত হইয়াছে ও ব্রহ্মপুত্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।* এই মিলনস্থলেই যে দ্রুহ্যুবংশীয়গণ উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব।

'কপিল' নাম সম্বন্ধে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য কি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সহজ নহে। যে কপিলি ঋষি সাগরতীরে ধ্যান নিমগ্ন ছিলেন এবং যাঁহার

---

* শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে ব্রহ্মপুত্র সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে ঃ—"তিব্বতে মানস সরোবর হইতে নিঃসৃত ও শম্পুদিহং, দিবং, লোহিত, মনাস গদাধর, শূর্ম্মা, ধর্লা, ধানেশ্রী, কপিল, বুড়িগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া ১৮০০ ক্রোশ [illegible] পতিত হয়।"

শাপে সগর-সন্তানগণ ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, সেই মহর্ষি এই নদীর প্রবাহ অনুসরণ করিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহারই নামানুসারে ইহার নাম 'কপিলা' হইয়াছিল, বলিয়া অনুমাণ করা যাইতে পারে। রাজমালার লিখিত কপিল নামের দ্বারা এই অনুমান বিশেষরূপেই সমর্থিত হয়।*

রাজমালায় উল্লিখিত কপিল নদী সম্বন্ধে আমরা যে পৌরাণিক প্রমাণ প্রাপ্ত হইলাম, তাহাতে ইতিহাস হিসাবে রাজমালার লিখার যে বিশিষ্ট প্রামাণিকতাও মূল্য আছে, তাহা নিঃসংশয়িতরূপেই প্রতিপাদিত হইতেছে।

৮। গান্ধারের ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি।

গান্ধার নামটী অতীব পুরাতন। প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন উভয় কালের সহিতই ইহার ইতিহাস বিজড়িত। একজন ঐতিহাসিক ইহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"Gandhara is a name of high antiquity occuring in the Rigveda. It is mentioned frequently in the Mahabharata and other Skr. works as containing the two royal cities of Takshasila and Pushkalavati" Ancient Geography of India by Cunningham. Notes p. 675 (Edited by S. N. Majumdar M. A. P. R. S. Shastri.)

"গান্ধার নামটী সুপ্রাচীন। ঋগ্বেদে ইহার উল্লেখ আছে। মহাভারত ও অন্যান্য সংস্কৃতগ্রন্থে ইহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাতে তক্ষশীলা ও পুষ্কলাবতী এই দুইটী রাজাধিষ্ঠান অবস্থিত ছিল।"

গান্ধারের এখানে দুইটী রাজধানীর উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে তক্ষশীলা নামের দ্বারা ইহা অনার্য্য তক্ষ বা নাগজাতির প্রাচীন অধিষ্ঠান ছিল, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। রামায়ণে তক্ষশীলা ও

পুষ্কলাবতী উভয় স্থানেরই উল্লেখ আছে। তথায় কথিত হইয়াছে যে রামভ্রাতা ভরত দিগ্বিজয় দ্বারা গান্ধারে তদীয় দুই পুত্রের জন্য এই দুইটী রাজধানী স্থাপন করেন।

গান্ধারের "হস্তিনগর" নামে রাজধানী থাকার কথাও ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে জানিতে পারা গিয়াছে। খুব সম্ভবতঃ উহা পুষ্কলাবতীরও পূর্ব্ববর্ত্তী। কুরুবংশীয় সুবিখ্যাত হস্তিনামক রাজার বিজয়দ্বারাই এই রাজধানীর প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিবে।

অর্জ্জুনবংশধর জন্মেজয় তক্ষশীলা জয় করেন বলিয়াও মহাভারতে উল্লেখ আছে।*

তক্ষশীলাতে প্রথম খৃষ্টশতাব্দীতে পার্থিয় রাজা রাজত্ব করিতেন। পার্থিয়দিগের সজাতীয় শকজাতিও তক্ষশীলাতে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।†

ইহার পর কুশনদিগের আধিপত্য হয় এবং সুপ্রসিদ্ধ কুশনরাজ কনিষ্ক গান্ধারের পুরুষপুরে স্বীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পুরুষপুরেরই বর্ত্তমান নাম 'পেশোয়ার' হইয়াছে।

উপরি উল্লিখিত ঘটনা পরম্পরা হইতে গান্ধাররাজ্যের অধিকার যে, বিজেতা ও রাজাদিগের নিকট কতদূর স্পৃহনীয় ছিল, তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে। এখানে রাজপাট স্থাপন করিয়া তাঁহারা যেন পরম কৃতার্থ হইতেন। তাহাতেই ইহার ইতিহাসে এত রাজ্য পরিবর্ত্তনের বৈচিত্র্য সংযোজিত হইয়াছে।

ভারতের বাহিরে যেমন গান্ধার, ভারতের ভিতরে তেমনই ইন্দ্রপ্রস্থ বা দিল্লী। গান্ধারের উপর যেমন বিজেতা ও রাজাদিগের লোভ,

---

* Vide—Cunningham's "Ancient Geography of India." Edited by S. N. Majumdar, M. A. *etc.* Notes p. 680.

ইন্দ্রপ্রস্থের উপরও তেমনই বিজেতা ও রাজাদিগের লোভ। গান্ধারে যেমন রাজ্য পরিবর্ত্তনের সুদূর পুরাকালের বিচিত্র ইতিহাস পাঠ করা যায়, ইন্দ্রপ্রস্থেও তেমনই বহু অতীতকালের বিচিত্র ইতিহাস পাঠ করা যায়। এইরূপে গান্ধার ও ইন্দ্রপ্রস্থ পরস্পরের তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ইতিহাসে বিরাজমান রহিয়াছে।

গান্ধারের তক্ষশীলার রাজনৈতিক প্রখ্যাতি অপেক্ষা বিদ্যাচর্চ্চার প্রখ্যাতি আরও অধিক ছিল বলিয়াই অনুমান হয়। এই প্রখ্যাতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের উক্তি এখানে উদ্ধৃত হইল :—

"প্রধান নগর তক্ষশীলা প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যবিদ্যার দুর্গস্বরূপ ছিল।"

"আলেক্জাণ্ডার তক্ষশীলাতে সৈন্যদিগের ক্লান্তি দূর করিয়াছিলেন এবং তথায় তিনি দেশের (ভারতবর্ষের) অবস্থা সম্বন্ধে অনেক বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, কারণ ব্রাহ্মণদিগের পরিচালিত তথাকার বিদ্যালয় সমূহে ভারতীয় অভিজাতবর্গের পুত্রগণ নিকট ও দূর—এমন কি কোশল ও মগধ হইতেও আগমন করিত।" A Short History of India by E. B. Havell pp. 48—49.

ইহা হইতে আলেক্জাণ্ডারের সময়ের পূর্ব্বেই যে তক্ষশীলা প্রধান বিদ্যাপীঠরূপে পরিগণিত হইয়াছিল, তাহাই জানিতে পারা যাইতেছে। তক্ষশীলাতে একটী বিশ্ববিদ্যালয়ই বর্ত্তমান ছিল এবং বর্ত্তমান রাজকুমার কলেজের ন্যায় ভারতের সম্ভ্রান্তবংশীয়দিগের পুত্রদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ও ইহার অন্তর্ভূত ছিল।

গান্ধারের সাধারণ বিদ্যাচর্চ্চার জন্য যেরূপ বৈশিষ্ট্য ছিল, শিল্প বিদ্যার চর্চ্চার জন্য তদপেক্ষাও অধিক বৈশিষ্ট্য ছিল। এই শিল্প চর্চ্চার বৈশিষ্ট্য হইতেই "গান্ধার সম্প্রদায়" নামে এক নূতন শিল্পী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রভাব এসিয়াতে বিশেষ ভাবে প্রখ্যাপিত হইয়া,

নিবেদিতা তদীয় "Footfalls of Indian History" ("ভারত ইতিহাসে পদচারণা") নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ—

"ইহাদের পরস্পরের সময়ের সম্বন্ধ স্থিরভাবে বিবেচনা করিলে, গ্রীক প্রাচ্যরাজ্যের মধ্য দিয়া ইউরোপীয় শিল্পের উপর গান্ধার-শিল্পের প্রভাব অস্বীকার করিবার বিষয় নয়।" Page 123.

এইরূপে উভয় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে গান্ধারের বিদ্যা ও শিল্প প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভারতে গান্ধারের সমকক্ষ ধরিতে হইলে, একমাত্র হস্তিনাপুর বা ইন্দ্রপ্রস্থকেই ধরিতে হইবে। পুরুবংশীয়গণ হস্তিনাপুর বা ইন্দ্রপ্রস্থের পরিচয়ের দ্বারা যেরূপ গৌরব বোধ করেন, ত্রিপুরার দ্রুহ্যবংশীয়গণও তাঁহাদের আদি উপনিবেশ বলিয়া গান্ধারের পরিচয় দ্বারা তদ্রূপ গৌরবই বোধ করিতে পারেন। বরঞ্চ অধিক গৌরবই বোধ করিতে পারেন, কারণ ইতিহাসে গান্ধারের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা হস্তিনাপুর বা ইন্দ্রপ্রস্থ অপেক্ষা বেশী বই কখনই কম নহে। তদুপরি বিদ্যা ও শিল্পের প্রতিষ্ঠা অবিসংবাদিতরূপেই অধিক বলিতে হইবে।

৯। দ্রুহ্য সন্তানদিগের কিরাতে প্রথম উপনিবেশের স্থাননির্ণয়।

ইতঃপূর্ব্বে দ্রুহ্য সন্তানগণ কপিলতীরে ত্রিবেগ নামক স্থানে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, কেবল ইহাই আমরা জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু সেই ত্রিবেগের প্রকৃত সংস্থান কোথায় ছিল, তাহা আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই। এক্ষণে তৎসম্বন্ধেই আমাদের বিশেষ আলোচনা করিতে হইবে।

'ত্রিবেগ' নাম হইতে তিনটী বেগ বা স্রোতের সঙ্গমস্থলে যে ত্রিবেগ

ব্রহ্মপুত্রের তীরে ত্রিবেগ অবস্থিত ছিল, এরূপ মনে না করিয়া. ব্রহ্মপুত্রের সহিত আরও নদীর যেখানে যোগ ছিল, সেরূপ স্থানে ত্রিবেগ সন্নিবিষ্ট ছিল বলিয়া মনে করাই সঙ্গত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে "ঢাকার ইতিহাস" প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়ের অনুসন্ধানে আমাদের অনুমানের চমৎকার সমর্থনই পাওয়া গিয়াছে। তিনি ব্রহ্মপুত্র. ধলেশ্বরী ও লাক্ষ্যা এই তিন নদীর সঙ্গমস্থলের ত্রিবেণীকেই "ত্রিবেগ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এখানেই যে দ্রুহ্যুগণ অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহাও স্পষ্টাক্ষরেই লিখিয়াছেন। আমরা এস্থলে তদীয় মূল্যবান্ মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি :—

"ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী ও লাক্ষ্যা এই নদ ও নদী ত্রয়ের সঙ্গমস্থান ত্রিবেণী বলিয়া পরিচিত। এইস্থান নারায়ণগঞ্জের বিপরীত কূলে সোণার গাঁও পরগণায় অবস্থিত।

কথিত আছে, যযাতির পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে মহাবল পরাক্রান্ত তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্যু কিরাত ভূপতিকে রণে পরাঙ্মুখ করিয়া কোপল* (ব্রহ্মপুত্র) নদের তীরে ত্রিবেগ বা ত্রিবেণী নগর সংস্থাপন পূর্ব্বক তথায় স্বীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন।" ঢাকার ইতিহাস ৪৭২ পৃঃ।

ত্রিবেণীর 'ত্রিবেগ' নাম যে আধুনিক কালেও প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণও আমরা ইতিহাস হইতেই পাইতে পারি। বঙ্গের বারভূঞার অন্যতম ঈশাখাঁ ত্রিবেগে একটী দুর্গ স্থাপন করেন বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে "ময়মনসিংহের ইতিহাস" লেখক কেদারনাথ মজুমদার লিখিয়াছেন :—

"প্রথমেই ঈশাখাঁ ত্রিবেগ, হাজিগঞ্জ ও কলাগাছিয়া নামক স্থানত্রয়ে তিনটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন।" ৫৪ পৃঃ

ত্রিবেণী নারায়ণগঞ্জের বিপরীত কূলে অবস্থিত বলিয়া আমরা উপরে উল্লেখ পাইয়াছি। ইহারই সন্নিকটে 'বন্দর' নামক প্রসিদ্ধ গ্রাম। বন্দরের

* কোপল — 'কপিল' নামেরই অপভ্রংশ।

চৌধুরী বংশ বিশেষ সম্মানিত ও অবস্থাপন্ন। ইঁহাদের বাড়ী রাজবাড়ী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ঢাকার ইতিহাস লেখক যতীন্দ্র বাবু মনে করেন যে, এই স্থানে এক সময়ে দ্রুহ্যবংশীয় কোন রাজার বাড়ী ছিল বলিয়াই ইহা রাজবাড়ী নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি লিখিতেছেন ঃ—

"বন্দরের রায় চৌধুরী গণের অধ্যুষিত ভদ্রাসন, রাজা কৃষ্ণদেব প্রদত্ত বলিয়া রাজবাড়ী নামে প্রসিদ্ধ। আমাদের মতে উহা দ্রুহ্যুর অনন্তর-বংশীয় কোনও রাজার বাস হইতে রাজবাড়ী আখ্যা প্রাপ্ত হয়।" ঢাকার ইতিহাস —৪৮৮ পৃঃ।

আমাদের বিবেচনায় দ্রুহ্যবংশীয়দিগের সময় হইতেই ইহা বন্দররূপে পরিগণিত হইয়াছিল। রাজাধিষ্ঠান হইতে বাণিজ্যাদির বিশেষ সমৃদ্ধিহেতু ইহা যে, বন্দরে বা বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইবে, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে।

ত্রিবেগ, সুবর্ণ গ্রাম পরগণার অন্তর্গত। সুতরাং সুবর্ণ গ্রাম বা সোণার গাঁয়েই যে, দ্রুহ্যদিগের প্রথম উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। 'সুবর্ণ গ্রাম' নাম সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহাতে দ্রুহ্যদিগের সংশ্রবই স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় ঃ—

"জনশ্রুতি যে, মহারাজ দ্রুহ্যুর অনন্তরবংশ্য মহারাজ জয়ধ্বজের সময়ে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের উপর সুবর্ণ বর্ষিত হইয়াছিল বলিয়া, ইহা সুবর্ণ গ্রাম আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে ইহা কিরাতাধিকৃত দেশ বলিয়া অভিহিত হইত।" ঢাকার ইতিহাস ৯পৃঃ।

ত্রিপুরার ইতিহাসলেখক প্রবীণ সাহিত্যিক কৈলাস বাবু তদীয় গ্রন্থে আরাকানের প্রাচীন ইতিহাসে ত্রিপুরার যে নাম পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—"আরাকানের ইতিহাস রাজোয়াং" গ্রন্থে ত্রিপুরাকে খুরতন লেখা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের অনুবাদক কর্ণেল ফেয়ার এই খুরতনকে

ফেয়ার-সাহেবের সিদ্ধান্তে সুবর্ণগ্রাম যে ত্রিপুররাজবংশধরের প্রথমাধিষ্ঠান ছিল, তৎসম্বন্ধে যেন বিশেষ সমর্থনই পাওয়া যাইতেছে।

লংসাহেবের রাজমালার সারসঙ্কলন পুস্তকে সুবর্ণগ্রামের সহিত ত্রিপুর রাজবংশের যোগের সম্পূর্ণ আধুনিক সময়েও যে একটী প্রমাণের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা আমরা এস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। দ্বিতীয় বিজয় মাণিক্যের মৃত্যুর পর দুর্দ্দান্ত সম্‌সের গাজি রাজদ্রোহী হইয়া, নিজেকে ত্রিপুরাধিপতি বলিয়া বিঘোষিত করিলে, যখন কেহই তাহাকে, রাজবংশীয় নয় বলিয়া, ত্রিপুরার রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিল না, তখন সম্‌সের কৌশল করিয়া সুবর্ণগ্রাম হইতে ত্রিপুর রাজবংশের একজনকে আনিয়া সাক্ষীগোপাল রাজরূপে অভিষিক্ত করিল। লংসাহেব লিখিয়াছেন :—

"Samser Jang obtained the government, * * * but the people not recognising him as the legitimate heir, he then installed, as Raja, one of the Tipura family, who resided at Sonargaon, but they still refused."

ইনিই লক্ষ্মণ মাণিক্য নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ইঁহার সুবর্ণগ্রামবাসের কথা হইতে, ঢাকার ইতিহাসে যতীন্দ্রবাবু সোণার গাঁয়ের বন্দরের রাজবাড়ী সম্বন্ধে উহা ত্রিপুর রাজবংশের ব্যবহিত কোন শাখার বাড়ী বলিয়া যে অনুমান করিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপ সমূলক বলিয়াই প্রমাণ পাওয়া যায়।

ত্রিবেগের অবস্থান আমরা যেরূপ নদীবহুল স্থানে সন্নিবেশিত দেখিতে পাই, তাহাতে যযাতি শাপের "যথায় নিত্য নৌরূপ প্লবের সঞ্চার আছে, সেই স্থলেই তুমি সবংশে অরাজ্য ভোজশব্দ প্রাপ্ত হইবে" এই উক্তি যথার্থ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। কারণ উল্লিখিত নদীপ্রধান স্থলে যে নৌযানেরই

রাজমালার বর্ণনায় কিরাতদেশে দ্রুহ্যর রাজ্যপ্রাপ্তির উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ—

> "বৃষপর্ব্বার কন্যা যে শর্ম্মিষ্ঠাতনয়।
> দ্রুহ্য নাম রাজা হইল কিরাত* আলয়॥"

দ্রুহ্যদিগের প্রথমাধিষ্ঠান আমরা যে সোণার গাঁয় প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে এখনও আদিম কিরাতজাতির নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া ঢাকার ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় লিখিয়াছেন।

"সুবর্ণগ্রামে কিরাত ব্যবসায়ী আদিম শূদ্রের আজিও অসদ্ভাব ঘটে নাই।"

সোণার গাঁ যে কিরাত স্থান ছিল, তাহার বিশেষ বর্ত্তমান নিদর্শনের কথাও যতীন্দ্রবাবুর বিবরণেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ঃ—

"প্রাচীন সুবর্ণগ্রামে, একজাতীয় লোক বাস করে, ইহারাই এতদঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসী। পুরাকালে ইহাদের বাহুল্য ছিল। এই জাতিকে মোসলমান রাজত্বের সময়েও ব্যাঘ্রাদি হিংস্রপশুবধরূপ কিরাতব্যবসায় করিতে হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের উপর আরোপিত "ডোঁই" বা "ডোয়াই" বলিয়া একটী কথা এতদ্দেশে প্রচলিত আছে। হিন্দু শাসন সময়ে, এই সম্প্রদায়ের উপর রাজাদেশ প্রচারিত হইয়াছিল যে, কিরাতব্যবসায় জনিত পাপ বিমোচনার্থ ইহারা প্রায়শ্চিত্তার্হ। প্রাকৃত ভাষায় ডণ্ডী বলিয়া একটী শব্দ আছে, উহা হইতেই ডঁই বা ডোয়াই শব্দের উৎপত্তি হওয়া বিচিত্র নহে। ডণ্ডী শব্দের অর্থ প্রায়চিত্তার্হ।"

ঢাকার ইতিহাস—৫৫০ পৃঃ।

---

* "কিরাতদিগের জাতিতত্ত্ব ও অবস্থান সম্বন্ধে প্রথিতনামা পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিক লেসেন যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতীব সমাচীন :—Lassen [illegible]

সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্ ভৌগোলিক টলেমী 'কিরাডিয়া' নামে কিরাত দেশের যে সংস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা বিশ্বকোষকার কর্ত্তৃক লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

"টলেমী কিরাডিয়া (Airrhadia or Kirradia) নামক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা পুরাণোক্ত লৌহিত্যনদের পূর্ব্ব বলিয়া বোধ হয়।"

বিশ্বকোষ (আর্য্যাবর্ত্ত)।

ইহা হইতে কিরাত যে, গ্রীক্‌দিগের সময়ে স্বর্ণগ্রামের সহিতই অভিন্ন ছিল, তৎসম্বন্ধে সন্দেহের অতি অল্প কারণই দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাভারতেও কিরাতগণ ব্রহ্মপুত্র তীরে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। *

এই সমস্ত প্রমাণবলে স্বর্ণগ্রামেই যে দ্রুহ্যদিগের প্রথমাধিষ্ঠান ছিল, তাহা বিশেষরূপেই প্রতিপাদিত হয়। আমাদের আলোচনা প্রসঙ্গে এতৎ সম্বন্ধে আরও পোষক প্রমাণ প্রাপ্ত হইব।

সোণারগাঁ যে মহাভারতের সময়ই বর্ত্তমান ছিল এবং পবিত্র স্থানরূপে পরিণত হইয়াছিল তাহার স্মৃতি ইহার "লাঙ্গলবন্ধ" ও "পঞ্চমী ঘাট" এই দুইটী স্থানের বর্ত্তমান নামেই জাজ্জ্বল্যমান হইয়া রহিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ব বিশারদ ক্যানিংহাম সাহেব ইহাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছেন ঃ—

"On the bank of the old Brahmaputra river, 2 miles to the west of Painam, there are two bathing ghats held

---

describes the Bhota race, whose name survives in the modern Bhutan. They were allied to the Tibetans, and inhabited much of Bengal at the time of the Aryan migration. Lassen names ten different tribes, one being the Kirata." The Periplus of Erythrean Sea. Ed by W. H. Schoff p. 253.

* The Mahabharata locates them on the Brahmaputra." The Periplus

in great reverence by the Hindus, on account of their supposed connection with the history of Pandus. Nangal-band, or 'plough-stopped' is the place where Balaram checked his plough, when he ploughed the Brahmaputra from its source. Closeby is Panchamighat, where the Panch Pandava, or five Pandu brothers used to bathe during their twelve years' wanderings". Archaeological Survey ot India Reports XV, (Behar and Bengal) by A Cunningham p. 144—145.

"লাঙ্গলবন্ধ" নাম, বলরামের, ব্রহ্মপুত্রনদের তলদেশ, উৎপত্তিস্থল হইতে লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষণের পর এখানে লাঙ্গল বন্ধন হইতে হইয়াছে এবং "পঞ্চমী ঘাট" নাম পঞ্চ পাণ্ডবের বার বৎসর বনবাসের সময় এখানে স্নান হইতে হইয়াছে।

সোণারগাঁর মৃত্তিকাও ইহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা যে ইহার রাজাধিষ্ঠান হওয়ার পক্ষে অনুকূল, ডাক্তার ওয়াইজ তৎসম্বন্ধে এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

"The red laterite soil, which extends from the Garo-hills through the Bhowal jungles, crops up here and there in northern parganas. In Sunargaon, however, no traces of it were visible. That the alluvium washed down from the hills should first of all be deposited at the termination of this hard formation is most probable, and it was perhaps on this account, as well as on the accessibility of the place itself, that the Hindu princes

expelled from Central Bengal were induced to found a city there."*

এইরূপে পুরাতত্ত্ব ও ভূতত্ত্বের প্রমাণ দ্বারাও রাজাধিষ্ঠানের পক্ষে সোণারগাঁর অনন্যসাধারণ উপযোগিতাই প্রমাণিত হইতেছে।

১০। দ্রুহ্যু সম্বন্ধে নির্ব্বাসন শাপের সঙ্গতি প্রদর্শন।

যযাতি দ্রুহ্যুকে যে নির্ব্বাসন শাপ প্রদান করেন, তাহাতে দিক্ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন রূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সমস্তের মধ্যে সঙ্গতি কিরূপে করা যায়, তাহাই আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব।

প্রথমেই আমরা মৎস্য পুরাণের বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"দ্রুহ্যস্য তনয়ৌ শূরৌ সেতুঃ কেতুস্তথৈবচ।
সেতুপুত্রঃ শরদ্বাংস্তু গন্ধারস্তস্যচাত্মজঃ॥
খ্যায়তে যস্য নাম্নাসৌ গন্ধারবিষয়ো মহান্।
আরট্ট দেশজাস্তস্য তুরগা বাজিনাং বরাঃ॥
গন্ধারপুত্রোধর্ম্মস্তু ঘৃতস্তস্যাজোঽভবৎ।
ঘৃতাচ্চ বিদুষো জজ্ঞে প্রচেতাস্তস্যচাত্মজঃ॥
প্রচেতসঃ পুত্রশতং রাজান সর্ব্ব এব তে।
ম্লেচ্ছরাষ্ট্রাধিপাঃ সর্ব্বে উদীচীং দিশমাশ্রিতাঃ॥"

ইহার পর বিষ্ণুপুরাণের বিবরণ উদ্ধৃত হইতেছে:—

"প্রতীচ্যাংচ তথা দ্রুহ্যং॥" "দ্রুহ্যুকে পশ্চিমদিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।"

* "Notes on Sunargawn" by Dr. Wise, Bengal Asiatic Society's

বিষ্ণুপুরাণেরই অন্যত্র দ্রুহ্যুর বংশবিবরণে উক্ত হইয়াছে :—

"দ্রুহ্যোস্তু তনয়ো বভ্রুঃ। ততঃ সেতুঃ সেতুপুত্র আরদ্বান্ নাম, তদাত্মজো গান্ধারঃ ততো ধর্ম্মঃ, ধর্ম্মাৎ ধৃতঃ ধৃতাৎ দুর্গমঃ ততঃ প্রচেতাঃ, প্রচেতসঃ পুত্রশতং অধর্ম্ম বহুলানাং ম্লেচ্ছানামুদীচ্যাদীনামাধিপত্যমকরোৎ ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের বিবরণে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় :—

"দিশি দক্ষিণ পূর্ব্বস্যাং দ্রুহ্যুং।" "দ্রুহ্যুকে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকের অধিপতি করিয়াছিলেন।"

মৎস্যপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণের বিবরণে যথেষ্ট ঐক্যই দৃষ্ট হয়। মৎস্যপুরাণে প্রথম গন্ধার রাজ্যের বিশদভাবেই উল্লেখ রহিয়াছে, পরে সংক্ষেপে উত্তর দিকের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে গন্ধার রাজ্যের কথা না বলিয়া সংক্ষেপে পশ্চিম দিকের কথা বলা হইয়াছে। পরে কেবল উত্তর দিক্ না বলিয়া, বিশেষ করিয়া উত্তরাদি দিক্ বলা হইয়াছে। ভাগবতে আবার পশ্চিম, উত্তর বা উত্তরাদি দিকের কথা কিছুই না বলিয়া, একেবারেই দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকের কথা লিখিত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণে ও বিষ্ণুপুরাণে তবু তেমন পার্থক্য হয় নাই। কিন্তু ভাগবতে অতি গুরুতর পার্থক্যই হইয়াছে। এই পার্থক্যের মধ্যে কিরূপে সামঞ্জস্য করা যায় তাহাই প্রধান প্রশ্ন হইতেছে।

আমরা এই প্রশ্নের এইরূপ সমাধান করিতে চাই। আমরা যেরূপ ক্রমে পৌরাণিক বিবরণের নির্দ্দেশ করিয়াছি, দ্রুহ্যুদিগের ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশ সেই ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল, ইহাই আমাদিগের মত। এই মত গ্রহণ করিলে আমরা সহজেই ইহা বুঝিতে পারি যে, দ্রুহ্যুবংশীয়গণ প্রথমে পশ্চিমে গান্ধার হইতে আরম্ভ করিয়া তথা হইতে উত্তরদিককে অগ্রসর হন এবং উত্তরদিক হইতে পূর্ব্বদিকে যাইয়া শেষ দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে উপস্থিত হন।

এইরূপ ভাবে পুরাণের অনুসরণ করিলে, পুরাণ বর্ণনার সমস্ত বিরোধ যেমন দূর হইয়া যায়, ঐতিহাসিক সত্যও তেমনই আশ্চর্য্যরূপেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

এক্ষণে কথা হইতেছে, পুরাণের আমরা যে ক্রম প্রদান করিয়াছি, তাহাই প্রকৃত ক্রম কিনা। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে পার্জ্জিটার সাহেবই পুরাণ সম্বন্ধে সবিশেষ গবেষণা এবং তদবলম্বনে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

"The Purana Text of the Dynasties of the Kali age" ("কলিযুগের রাজবংশ সম্বন্ধে পুরাণের মূল রচনা") তদীয় এতদ্বিষয়ক অন্যতর সুবিদিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় তিনি লিখিয়াছেন:—

"I differ therefore from Sir R. G. Bhandarkar, who estimated (without giving reasons) the Vayu account to be older than the Matsya, but agree with him that the Vishnu is later and the Bhagavata the latest". The Purana Text of the Dynasties of the Kali age by F. E. Pargiter M. A. p, XIV

"অতএব আমি সার্ আর, জি ভণ্ডারকর হইতে ভিন্নমতাবলম্বী। তিনি কারণ প্রদর্শন না করিয়াই বায়ুপুরাণের বর্ণনাকে মৎস্যপুরাণের বর্ণনা অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়াছেন। যাহা হউক তাঁহার সহিত এ বিষয়ে আমার এক মত যে, বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনা পরবর্ত্তী এবং ভাগবতের বর্ণনা সর্ব্বাপেক্ষা পরবর্ত্তী॥"

যদুর রাজ্যবিবরণ আলোচনা করিলে, আমাদের বক্তব্যের আরও পোষকতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদুবংশীয়গণ প্রথমে পূর্ব্বদিকে শূরসেন রাজ্যেই রাজত্ব করিতেন। এই রাজ্যের কথা ভাগবতে অতি স্পষ্টাক্ষরেই উল্লিখিত দেখা যায়, যথা:

"শূরসেনো যদুপতির্মথুরামাবসন্ পুরীম্।
মাথুরান্ শূরসেনাংশ্চ বিষয়ান্ বুভুজেপুরা ॥" ১০ম স্কন্ধ ১ম অধ্যায়।

"যদুপতি শূরসেন পুরাকালে মথুরাপুরীতে বাস করতঃ মথুরাও শূরসেন রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন।"

প্রচলিত সংস্কৃত শ্লোকেও ইহারই স্মৃতি রক্ষিত হইয়াছে যথা :—

"যদুপতেঃ কগতা মথুরাপুরী।
রঘুপতেঃ কগতোত্তরকুশলা ॥"

ভাগবতের পূর্ব্বোল্লিখিত বিবরণসত্ত্বেও যদুর রাজ্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

"দিশি দক্ষিণ পূর্ব্বস্যাং দ্রুহ্যং দক্ষিণতো যদুং ॥"
"যদুকে দক্ষিণ দিকের রাজা করা হইয়াছিল ॥"

আপাতদৃষ্টিতে ইহা অবশ্যই পূর্ব্বোক্ত বর্ণনার বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, কিন্তু দুইটী বর্ণনা দুই ভিন্ন সময়ের অবস্থাই যে প্রকাশ করে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে আর কোন বিরোধই থাকে না। ভাগবতের উক্তিতে মথুরা বা শূরসেনের রাজত্ব 'পুরা' শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশিত হওয়ায় "দক্ষিণের" রাজত্ব অপেক্ষা ঐ রাজত্বের প্রাচীনত্ব স্পষ্টতঃই স্বীকৃত হইয়াছে।

এইরূপে পরবর্ত্তী অবস্থার বর্ণনার দ্বারাই পুরাণের একই বিষয়ের বর্ণনায় বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। পুরাণের বিশেষজ্ঞ পার্জ্জিটার সাহেব প্রাগুল্লিখিত যদুর রাজ্য সম্বন্ধে ভাগবত বর্ণনার সামঞ্জস্য করিবার জন্য যে মন্তব্য ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে পরিষ্কার ভাবেই অবস্থার পৌর্ব্বাপর্য্যের উপরই নির্ভর প্রদর্শন করিয়াছেন :—

"Mr. Pargiter himself hereafter observes :—These

and Anvas"—J. R. A. S., 1914—p. 274. History of Medieval Hindu India by C. V. Vaidya M. A. L. L. B. p. 279.

"পার্জ্জিটার সাহেব ইহার পর নিজেই মন্তব্য করিতেছেন—"এই সমস্ত সংস্থান যাদব ও অন্ধুদিগের সম্বন্ধে পরবর্ত্তী বর্ণনার সহিত ঐক্য হয়॥"

পুরাণের প্রাচীন রাজবংশ বিবরণের সহিত অর্ব্বাচীন কালের বিবরণ যে সংমিশ্রিত হইয়াছে, পার্জ্জিটারের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটী পাঠ করিলে, তৎসম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না :—

"In all this discussion I am dealing only with the time when these accounts of the dynasties of the Kali age were incorporated in these Puranas, and not with the age of these Puranas themselves such as they were in that early period." The Purana Text of the Dynasties of the Kali Age. Introduction—xiv.

"এই সমস্ত আলোচনায় আমি কেবল সেই সময়েরই বিষয় লিখিতেছি যখন কলিযুগের রাজবংশীয়দিগের এই সমস্ত বিবরণ, এই সকল পুরাণের অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছিল ; পুরাণসকলের সেই আদিযুগের নিজ নিজ সময় সম্বন্ধে আমি লিখিতেছি না॥"

আমরা ঐতিহাসিক ভাবে পুরাণের বিভিন্ন বর্ণনার বিরোধ ভঞ্জনের যে মীমাংসা করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মীমাংসারও প্রণালী প্রচলিত আছে। পুরাণ ও মহাভারতের সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর প্রথিত-নামা শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় সেই মীমাংসার কথা এইরূপে লিখিয়াছেন :—

"আমাদিগের প্রাচীন সম্মত উত্তর, "কল্পভেদাদবিরুদ্ধম্"। বৎসরের ন্যায় কল্পও একটী খণ্ডকালের সংজ্ঞা। শ্রীমদ্ভাগবতে যে কল্পের উল্লেখ আছে, তাহা বর্ত্তমান কাল ধরিলে অনেকটা মীমাংসা হয়॥" *

বলা বাহুল্য যে, আমরা শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণসকলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরবর্ত্তী বলিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছি এবং তাহাতে পরবর্ত্তী অবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছি, এখানে তদুভয় সম্বন্ধেই সম্পূর্ণ পরিপোষকতাই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

১১। ত্রিবেগে দ্রুহ্যুদিগের উপনিবেশস্থাপনের কাল বিচার।

দ্রুহ্যুগণ কোন্ সময়ে ত্রিবেগে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা ঐতিহাসিক প্রণালীতে নির্ণয় করা সহজ নহে। রাজমালায় এ সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তবে রাজমালায় ইহার আভাস যে না আছে, তাহা নহে। রাজমালায় ত্রিলোচন সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, তিনি কলিযুগ আরম্ভে রাজা হইয়াছিলেন—"কলিযুগ আরম্ভে হইব শ্রেষ্ঠ রাজা॥"

আবার অন্যত্র লিখিত হইয়াছে, তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন—

"এই মতে ত্রিলোচন গেল অগ্নিকোণে।
রাজা যুধিষ্ঠির দেখা করায় ভীমসেনে॥"

সুতরাং ত্রিলোচন, যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক ছিলেন, ইহাই বুঝিতে পারা যায়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বিশবৎসর পরে কলিযুগের প্রবর্ত্তন হয়। ঐ দিবস কৃষ্ণের লীলা সংবরণ হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্ঠির-রাজত্বের অবসান ও পরীক্ষিতের রাজত্ব আরম্ভ হয়। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক পার্জ্জিটার লিখিয়াছেন :—

---

* রবি—পৌষ সংখ্যা (১৩৩৫ ত্রিং) দ্রষ্টব্য।

"The beginning of the Kali age has been discussed by Dr. Fleet, and he has pointed out that it began on the day on which Krishna died, which the chronology of the Mahabharata places, as he shows, some twenty years after the great battle, and it was then that Yudhisthira abdicated and Parikshit began to reign." Purana Text of the Kali age by Pargiter—Introduction p. x.

খৃষ্টাব্দ হিসাবে, কলিযুগের সময়ই এক্ষণে নির্ণয় করিতে হইবে।

পঞ্জিকাতে সাধারণ ভাবে কল্যব্দের উল্লেখ করা হইয়া থাকে। তদনুসারে বর্ত্তমানে কলির ৫০২৬ বৎসর অতীত হইয়াছে। ইহার সহিত ঐতিহাসিক কালপরিগণনার ঐক্য হয় না। ঐতিহাসিকেরা মহাভারতের যুদ্ধের সময় খৃঃ পূঃ সহস্র বৎসর হইতে ৮০০ বৎসরের মধ্যে বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন (A Short History of India by E. B. Havell, p. 35)। ইহার সহিত কল্যব্দের অসম্ভব রূপে পার্থক্য হইয়া পড়ে। ইহাতে মনে হয় কল্যব্দের গণনায়ই কোথায়ও ভুল রহিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার ইতিহাসের খ্যাতনামা পাশ্চাত্য গ্রন্থকার চার্লস্ ষ্টুয়ার্ট (Stewart) এই কল্যব্দের ব্যতিক্রম তদীয় ইতিহাসের ভূমিকায় অতি সুন্দর ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেনঃ—

"As a proof of the uncertainty of Hindu chronology, it may be sufficient to state, that the commencement of the Calee Yoog, upon which all ancient Hindu history must depend, is calculated, by the Brahmans at 3100 years B. C. ; by the Jinas 1078 years ; by Mr. Wilford 1370 ; by Sir William Jones, 1305 ; and by Mr. Bentley

only 57 B. C. See Asiatic Researches vol iv pp 89, 319 and vol ix p 86, 87, 89, 8vo edit."

ষ্টুয়ার্টের লিখা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণদিগের গণনানুসারে কল্যব্দ খৃঃ পূঃ ৩১০০ বৎসর পূর্ব্বে আরব্ধ হইয়াছে, জৈনদিগের গণনায় ১০৭৮; উইলফোর্ডের মতে ১৩৭০; সারউইলিয়ম জোন্সের মতে ১৩০৫; এবং বেণ্টিুর মতে মাত্র ৫৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে আরব্ধ হইয়াছে।

ব্রাহ্মণদিগের পরে জৈনিদিগের মতই আমাদের দেশীয় মত। সুতরাং বিদেশীয় মতের তুলনায়, ইহাই অধিক গ্রাহ্য হওয়া উচিত।

যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের বিশ বৎসর পরে যখন কলিযুগের আরম্ভ হয় তখন এই বিশ বৎসর কল্যব্দের সহিত যোগ করিলে ১০৯৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল পাওয়া যায়। ১০০০ হইতে ৮০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের মধ্যে যে ঐতিহাসিকেরা, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল নির্দ্দেশ করেন উহার সহিত জৈন পরিগণিত কল্যব্দের পার্থক্য সামান্য বলিয়াই ধরিতে হইবে।

কল্যব্দ সম্বন্ধে পৌরাণিকমতের আলোচনাও এতৎ প্রসঙ্গে একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। পরীক্ষিতের রাজত্ব হইতে কলির আরম্ভ বলিয়া মহাভারতের প্রমাণে জানিতে পারা গিয়াছে। পুরাণে পরীক্ষিতের জন্ম হইতে কাল গণনার শ্লোক পাওয়া যায়:—

"যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এবং বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চাশদুত্তরম্॥" মৎস্যপুরাণ।

"পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত কাল এক সহস্র পঞ্চাশ বৎসর জানিবে।"

নন্দের সময় ঐতিহাসিক কালের মধ্যে পরিগণিত। তদনুসারে নন্দ অনুমান ৩৭২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন *। এই ৩৭২ বৎসর ১০৫০ বৎসরের সহিত যোগ করিলে ১৪২২ বৎসর হয়। ইহা হইতে পরীক্ষিতের রাজ্যারম্ভের পূর্ব্ববর্ত্তী ২০ বৎসর বাদ দিলে কলির আরম্ভ ১৪০২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ধরিতে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে উপরি উদ্ধৃত শ্লোকটীই কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত দেখিতে পাওয়া যায়:—

"যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এবং বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥"

ইহাতে পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দাভিষেকের সময় ১০৫০ বৎসরের পরিবর্ত্তে ১০১৫ বৎসর হয়। তাহাতে কলির আরম্ভ সময় আরও ৩৫ বৎসর কম হইয়া পড়ে অর্থাৎ ১৪০২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের স্থলে ১৩৬৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ হয়। ইহার সহিত ষ্টুয়ার্ট কথিত উইলফোর্ডের ১৩৭০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের ও সার উলিয়ম জোন্সের ১৩০৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের যথেষ্ট ঐক্যই হয় এবং জৈন দিগের ১০৭৮ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের সহিতও খুব বেশী পার্থক্য হয় না।

ত্রিলোচন যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক ইহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। ত্রিলোচন দৈত্য হইতে তৃতীয় পুরুষ। ত্রিলোচনের সময় যদি ১৩৬৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দই হয়, তবে ইহার সহিত তিন পুরুষে ১০০ শত বৎসর ধরিয়া, উহা যোগ করিলে ত্রিবেগে উপনিবেশের সময় ১৪৬৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দেই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়।

* Vincent A. Smith's Early History of India.

১২। কিরাতে প্রথম রাজত্ব ও তাহাতে দ্রুহ্যুর স্মৃতি।

কিরাতে যে দ্রুহ্যুবংশীয়গণ অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। রাজমালার একস্থলে দ্রুহ্যুস্বয়ংই কিরাতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে :—

"বৃষপর্ব্বার কন্যা যে শর্ম্মিষ্ঠাতনয়।
দ্রুহ্যুনাম রাজা হৈল কিরাত আলয়॥"

কিন্তু পুরাণে আমরা দ্রুহ্যুর কয়েক পুরুষ পরেই আদিস্থান পরিত্যাগের উল্লেখ প্রাপ্ত হই। সুতরাং দ্রুহ্যুর স্বয়ং কিরাতদেশে আসা নিতান্তই অসম্ভাব্য। রাজমালার অপর উক্তিতেও পূর্ব্বোক্ত উক্তির বিপরীত উক্তিই পাওয়া যায়। তথায় দৈত্যই কিরাতের রাজা হন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু দৈত্য দ্রুহ্যুর পুত্র বলিয়া বর্ণিত হন নাই, পরন্তু দ্রুহ্যু-বংশীয় বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন :—

"দ্রুহ্যুবংশে দৈত্যরাজা কিরাতনগর।
অনেক সহস্রবর্ষ হইল অমর॥"

বিশ্বকোষে এতৎসম্বন্ধে যে একটী প্রবাদের উল্লেখ দেখা যায়, তাহাতে আমাদের বক্তব্য বিশেষরূপেই সমর্থিত হয়। বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছেঃ—

"ত্রিপুরায় একটী প্রবাদ আছে যে, "ত্রিপুর দ্রুহ্যুর পুত্র নহেন, কেবল উত্তর পুরুষমাত্র। দ্রুহ্যু হইতে দ্বাবিংশ নৃপতির পর ত্রিপুর সিংহাসনে আরোহণ করেন।"

কিরাতে আগমনের পূর্ব্বে আমরা দ্রুহ্যুদিগের ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশের যে উল্লেখ করিয়াছি, এই প্রবাদ দ্বারা তাহা সুন্দররূপেই সমর্থিত হয়। কারণ আদিস্থান গান্ধারে দ্রুহ্যুগণ ৮ম পুরুষ পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। তথা হইতে সুদূর কিরাতে আসিতে যে অন্ততঃ ১৪।১৫ পুরুষ লাগিবে,

দৈত্য, দ্রুহ্যর নিজপুত্র না হইলেও, তাহাতে দ্রুহ্যর স্মৃতি বিশেষরূপেই প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। দ্রুহ্য আর্য্যপিতার পুত্র হইলেও দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার দৌহিত্র। 'দৈত্য' নামে সেই আদিপুরুষের দৈত্যসম্বন্ধ বিশেষরূপেই প্রকাশ পাইতেছে।

দৈত্যের পুত্র 'ত্রিপুর'। ত্রিপুরের নামে যেমন দৈত্য বা অসুর সম্বন্ধের পরিচয় রহিয়াছে, তাহার স্বভাবেও তেমনই দৈত্যভাবের প্রমাণ রহিয়াছে। সুতরাং রাজমালার 'ত্রিপুর' নামের ব্যাখ্যা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। রাজমালায় লিখিত হইয়াছে :—

"ত্রিবেগেতে জন্ম নাম ত্রিপুর রাখিল।"

ত্রিপুরের স্বভাবের বর্ণনায় রাজমালায় লিখিত হইয়াছে :—

"জন্মাবধি না দেখিল দ্বিজসাধু ধর্ম্ম,
সেই হেতু ত্রিপুর হইল ক্রূরকর্ম্ম।"

ত্রিপুর অসুর প্রকৃতি নরপতি হইলেও বিশেষ বিক্রমশালী ছিলেন। তিনি স্বকীয় পরাক্রমে বহু নৃপতিকে পরাভূত করিয়া যেমন কিরাত রাজ্যের বিস্তার সাধন করেন, তেমনই ইহাকে বিশেষ শক্তিশালীও করেন। রাজমালার বর্ণনা এই সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করিবে :—

"দৈত্যমৃত্যু পরে রাজা নামেতে ত্রিপুর।
অন্যত্র নৃপতি নাহি পারে যুদ্ধবলে।
সকলেরে জয় করে নিজ বাহুবলে॥
পর্ব্বতবাসীয় আছে যত নৃপগণ।
আপনার বশকৈল সে সব রাজন্॥"

এই ত্রিপুরে তামসিক আসুরী প্রকৃতি এতই উচ্চ সীমাপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তিনি মানুষের মধ্যে কাহাকেও সমান জ্ঞান করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত আপনাকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন

নাই। রাজমালায় তদীয় উচ্ছৃঙ্খল দাম্ভিকতার বিষয় এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

> "কাটমার বিনে শব্দ নাহিক তাহার।
> ক্রোধযুক্ত অভিমান বহু অহঙ্কার॥
> আপনাকে আপনে দেবতা করে জ্ঞান।
> মানা করে অন্যে যদি করে যজ্ঞ দান॥"

উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ত্রিপুর কেবল নিজের মনে মনে নিজেকে দেবতা জ্ঞান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; পরন্তু অন্য দেবতার পূজায় বাধা দিয়া তিনি লোকের মধ্যে আপনার পূজা প্রচার করিতেই সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

যাঁহার এরূপ অসম্ভব অহমিকা জন্মিয়াছিল, তিনি যে কিরাতদেশ ও কিরাতজাতিকে আপনার নামে পরিচিত করিবেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ আমরা মনে করি যে, ত্রিপুর হইতেই কিরাতাধিষ্ঠিত দ্রুহ্যুবংশীয়দিগের জাতীয় 'ত্রিপুর' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। তাহাতেই রাজমালায় আমরা ত্রিপুরের এক পুরুষ পরেই ত্রিলোচনের বারটী পুত্রের "বার ঘ'রে ত্রিপুর" খ্যাতির উল্লেখ প্রাপ্ত হই এবং ইহাদিগের রাজ্যাধিকার সম্বন্ধেও স্পষ্ট নির্দ্দেশ দেখিতে পাই।

ত্রিপুর-বিজিত রাজ্যের নাম যে কি হয়, তাহা কিন্তু রাজমালায় স্পষ্টরূপে লিখিত হয় নাই। আমাদের মনে হয় ত্রিপুরের নামানুসারে তদীয় দেশের বা রাজ্যের নাম 'ত্রৈপুর' হয়। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে আমরা 'ত্রৈপুর' নামেরই উল্লেখ দেখিতে পাই; ত্রিপুরা নামের উল্লেখ দেখিতে পাই না। ত্রিপুরা নামের উল্লেখ পরেই পাওয়া যায়। বিশেষতঃ ত্রিপুর হইতে যে নাম হইবে তাহা 'ত্রিপুর' বা 'ত্রৈপুর'ই হইতে পারে, কিন্তু 'ত্রিপুরা' হইতে পারে না। 'ত্রিপুরা' নাম সম্বন্ধে যথাস্থানে

ত্রিপুরের উচ্ছৃঙ্খলতা ও আত্মাভিমান কিন্তু ক্রমে এতই অতিমাত্রা আরোহণ করিতে লাগিল যে, ইহার দমন একান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িল। ধর্ম্মের একশেষ গ্লানি নিবারণের জন্য ও দুষ্টের দমনের নিমিত্ত ভগবান্ অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; ইহা যুগে যুগেই প্রত্যক্ষ হইয়া আসিতেছে। এই সময়েও শিব স্বয়ং ভীষণ ত্রিশূলপাণিরূপে ত্রিপুরকে দণ্ডপ্রদান করিতে আগমন করিলেন। তাঁহার ত্রিশূলাঘাতে ত্রিপুরের জীবনলীলার অবসান হইল। রাজমালা হইতে ইহার বর্ণনা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"অনেক বৎসর সে যে ছিল এই মতে।
দ্বাপর শেষেতে শিব আসিল দেখিতে॥
আপনা হইতে সে যে না জানিল বড়।
কালবশ হৈল রাজা না চিনে ঈশ্বর॥
তাহা দেখি কুপিত হইল পশুপতি।
সকল মঙ্গল শিব নাহি অব্যাহতি॥
বজ্র সম হৃদয়ে জগৎ করে ক্ষয়।
যত সৃষ্টি করিয়াছে করিছে প্রলয়॥
বজ্র তুল্য হৃদয়েতে বজ্র অস্ত্র দিয়া।
দুষ্ট মারি সাধু সবে রাখে বাঁচাইয়া॥
মারিলেক শূল অস্ত্র হৃদয় উপর।
শিব মুখ হেরি রাজা ত্যজে কলেবর॥"

শিবের ত্রিপুর বধ যে একটী রূপক বর্ণনা মাত্র তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। সম্ভবতঃ শৈবধর্ম্মের প্রচারক ও নেতা অসীম তেজস্বী কোন সাধু-মহাপুরুষ আসিয়া আপনার অলৌকিক তেজঃপ্রভাবে ত্রিপুরকে

দুরাচার দর্শনে সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া তাহাকে ত্রিশূলাঘাতে প্রাণেও সংহার করেন।

দ্বাপরের শেষে শিব-আগমনের কথায় ত্রিপুর যে মহাভারতেরই সমকালবর্ত্তী তাহাই প্রমাণিত হয়। ত্রিলোচন কলির আরম্ভে রাজা হন বলিয়া যে উল্লেখ আছে, তাহার সহিতও ইহার যথেষ্ট সুসঙ্গতিই হয়।

ত্রিপুরের রাণী হীরাবতী ও ত্রিপুর প্রজাগণ সকলেই এই সময় হইতে শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, যথাবিধি ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে লাগিল। প্রাগুক্ত শিবরূপী মহাপুরুষের আজ্ঞাতেই চতুর্দ্দশ দেবতা, সকলের প্রধান আরাধ্য হইল। এই চতুর্দ্দশ দেবতার মূর্ত্তি, মন্ত্র ও পূজা-প্রকরণ তিনিই দিয়া গেলেন। ত্রিপুররাণী তখন সম্ভবতঃ গর্ব্ভবতী ছিলেন। শৈবধর্ম্ম দীক্ষায় তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানের উপর বিশেষ পবিত্র প্রভাবই সংক্রামিত হইল। এই প্রভাবের বিশেষ আভাসই সংস্কৃত রাজমালায় পাওয়া যায় :—

"শিবলিঙ্গনতা ধ্যানাৎ সাবভূব সুগর্ভিণী ॥"

সংস্কৃত রাজমালা।

বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহের রাজমালায় উদ্ধৃত।

এই প্রভাবের ফলেই রাণী শিবতুল্য পুত্র প্রাপ্ত হইলেন। শিবের নামানুসারে তাঁহার নামও হইল ত্রিলোচন।

ত্রিলোচন হেড়ম্ব বা কাছাড় রাজ্যের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। এই পত্নীতে তাঁহার যে কয়টী সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদের বংশধরেরাই 'বার ঘর ত্রিপুর' নামে খ্যাতিলাভ করিয়া ত্রিপুর-দিগের মধ্যে বিশেষ সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

ত্রিলোচনের দ্বাদশ পুত্রের এক পুত্রের নাম 'ক্রুছ্য' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।* 'ক্রুছ্য' নাম যে ক্রুহ্য নামেরই স্পষ্ট অনুকরণে কল্পিত তাহাতে

কোনও সন্দেহই হইতে পারে না। ইহাকে ত্রিপুর রাজবংশীয়দিগের দ্রুহ্যু সম্পর্কের একটী বিশিষ্ট প্রমাণই বলিতে হইবে।

ত্রিলোচনের মাতাকে শিব যে চতুর্দ্দশ দেবতা, ইষ্টদেবরূপে প্রদান করেন, সেই চতুর্দ্দশ দেবতাই ত্রিপুর রাজবংশের কুলদেবতা হইয়াছেন। ত্রিলোচনের দ্বারাই চতুর্দ্দশ দেবতার ধাতুময় বিগ্রহ* নির্ম্মিত ও যথারীতি পূজা প্রবর্ত্তিত হয়। পূজার বিধানজ্ঞ ও অধিকারী লোক তখন কিরাত-রাজ্যে ছিল না; তাহাতেই সমুদ্রের দ্বীপ হইতে তাঁহাদিগকে আনাইবার জন্য শিব আজ্ঞা করিয়াছিলেন :—

"পূজা বিধি দেওড়াই সবে তাকে জানে।
সমুদ্রের দ্বীপে তারা রহিছে নির্জ্জনে॥
তাহাকে আনিবা যাইয়া রাজার সহিতে।
যেথানে পূজিবা আমি আসিব সাক্ষাতে॥"

চতুর্দ্দশ দেবতার নাম এইরূপ প্রচলিত আছে :—

"হরোমা হরিমা বাণী কুমারো গণপা বিধিঃ।
ক্ষ্মাব্ধির্গঙ্গা শিখী কামো হিমাদ্রিশ্চ চতুর্দ্দশ॥"

"হর, উমা, হরি, মা (লক্ষ্মী), সরস্বতী, কার্ত্তিকেয়, গণেশ, ব্রহ্মা, পৃথিবী, সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্নি, কামদেব, হিমালয় এই চতুর্দ্দশ।"

বলা বাহুল্য যে চতুর্দ্দশ দেবতার মধ্যে শিবই প্রধান, তাহাতেই শিবের নাম প্রথমেই স্থান পাইয়াছে। পূজার উপদেশ ও প্রচলনের উদ্যোগাদিও শিবের দ্বারাই হইয়াছে। ইহাতে চতুর্দ্দশ দেবতা যে শৈবধর্ম্মেরই অঙ্গ তাহাই বুঝিতে পারা যায়।

সমুদ্র দ্বীপের চতুর্দ্দশ দেবতার পূজকদিগের বিশেষরূপে স্থান নির্দ্দেশের দ্বারা তথায় যে তৎকালে শৈবধর্ম্মের একটী প্রধান কেন্দ্র ছিল তাহাই

অনুমিত হয়। সমুদ্রদ্বীপ বঙ্গোপসাগরস্থিত প্রসিদ্ধ সাগরদ্বীপকেই বুঝাইতেছে। মিশনারী লং সাহেব সমুদ্রদ্বীপের সহিত সাগরদ্বীপের অভিন্নতা বিশেষ পাণ্ডিত্যের সহিতই প্রতিপাদিত করিয়াছেন। আমরা তদীয় মূল্যবান্ মন্তব্য হইতে এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"The temple of Kapil Muni stood in Sagar Island since A. D. 430, but it was washed away by the sea in 1842. Mention is made of Sagar island in the Mahabharata 2600 years at least, which shows the antiquity of the shrine there ; at that period the Ganges probably disembogued itself into the sea in that direction, flowing near where Calcutta now stands. The point of confluence with the ocean would give a sanctity to Kapil Muni's shrine, which has been the resort of pilgrims probably before the Christian era. The Rajmala states that the Dandis or Sannyasis resided in the college of Siva in seclusion for their spiritual benefit, they bathed at day-break, dried their clothes by exposure to the air, cooked their own food and were acquainted with all the mantras." Analysis of Rajmala by James Long.

যে সাগরদ্বীপ হইতে চতুর্দ্দশ দেবতার পূজাপদ্ধতি ও পূজক আনীত হইয়াছিল, তাহা যে সুবিখ্যাত কপিলমুনিরও তপস্যাস্থান ছিল, তাহা হইতেই ইহা যে বিশেষ পুণ্যস্থান ও শৈবধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্রুহ্যবংশীয়দিগের অধিষ্ঠিত কপিলনদীর

কথা পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি ; এখানে তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণই পাওয়া যাইতেছে।

সাগরদ্বীপে কপিলাশ্রম ও শিবসম্প্রদায়ের কেন্দ্র, উভয়ের একত্রাবস্থান হইতে কপিল ও শিবোপাসক ছিলেন এবং শৈবসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ছিলেন, তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণই পাওয়া যায়।

মহাভারতে সাগরদ্বীপের উল্লেখের কথায়, এবং রাজমালায় ও ত্রিলোচনের সময়ে ইহার উল্লেখ থাকায়, ত্রিলোচন যে মহাভারতের সমকালীন ছিলেন, রাজমালার এই উক্তির যাথার্থ্য বিশেষরূপেই প্রতিপাদিত হয়।

লং এর মন্তব্য হইতে "চণ্ডাই" নাম যে তিনি "দণ্ডী" শব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহাই বোধ হয়। বস্তুতঃ রাজমালায় তাঁহাদের আচার-আচরণের বর্ণনা হইতে তাঁহাদিগকে যমনিয়মাদি পালনশীল সন্ন্যাসীসম্প্রদায় বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। ত্রিলোচন স্বয়ং তথায় গেলে পরেই, ইঁহারা আসিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে কেবল দূতের সংবাদে আসিতে সম্মত হন নাই। ইহাতে তাঁহাদের নির্লোভতা যেমন প্রমাণিত হয়, তাঁহারা যে এতদ্দ্বারা রাজার প্রকৃত ধর্ম্মভাব ও ঐকান্তিকতার পরীক্ষা করেন, তাহাও প্রমাণিত হয়।

মহারাজ ত্রিলোচনের দ্বারাই দ্রুহ্যদিগের নব সংস্কার বা পুনর্ব্বার আর্য্যদীক্ষা হয়।

আর্য্যদীক্ষা গ্রহণের ফলে ব্রাহ্মণদিগের সংসর্গলাভ করতঃ ত্রিলোচন বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া আপনাকে সুমার্জ্জিত করিবার বিশেষ সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। রাজমালায় তদীয় আর্য্যদীক্ষার প্রভাব এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

"সুখ্যাতি শুনিয়া আসে নানাদেশী দ্বিজ।

বৈষ্ণবচরিত্র সব সাধুর আচার।
নিপুণ হইল রাজা কালব্যবহার ॥”

ত্রিলোচন এই প্রকারে কেবল ধর্ম্ম ও শিক্ষার বিস্তারই সাধন করিলেন তাহা নহে, পরন্তু তৎপিতা ত্রিপুর অপেক্ষাও রাজ্যের বিস্তার সাধন করিলেন। রাজমালায় তদীয় রাজ্যবিস্তারের এইরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে :—

“এই মতে নরপতি বঞ্চে কতকাল।
নানান্ জাতীয় বহু ছিল মহীপাল ॥
কাইফেঙ্গ চাক্‌মা আর খুলঙ্গলাঙ্গাই।
তনাউ ক্লেয়ঙ্গ আর রয়াং আদি ঠাঁই ॥
থানাংছি প্রতাপসিংহ আছে যতদেশ।
নিকানামে আর রাজা রাঙ্গামাটী শেষ ॥
এই সব জিনিবারে ইচ্ছা মনে হৈল।
পাত্রমন্ত্রী সঙ্গে রাজা মন্ত্রণা করিল ॥
পাত্রাদির অনুমতি লৈয়া ত্রিলোচনে।
যুদ্ধসজ্জা করিয়া চলিল সেনাসনে ॥
রাজার আদেশ পাইয়া সকল সাজিয়া।
ক্রমে ক্রমে সব রাজা বিক্রমে জিনিয়া ॥
তার রাজা দূর করি যুদ্ধ ক্ষমা দিল ॥
ত্রিলোচনসেনামধ্যে সকলে আসিল।
এই মতে ত্রিলোচন গেল অগ্নিকোণে ॥”

এখানে স্বর্ণগ্রামের পূর্ব্বদিকে বর্ত্তমান শ্রীহট্ট ও পরে ত্রিপুরা পর্য্যন্ত ত্রিলোচনের রাজ্যপ্রসারের কথাই আমরা পাইতেছি। কারণ ত্রিপুরা স্বর্ণগ্রাম হইতে অগ্নিকোণেই অবস্থিত। বিশেষতঃ ‘নিকাও’ রাঙ্গামাটী শেষ জয়ের কথা যে লিখিত হইয়াছে, তাহাও ত্রিপুরার দক্ষিণেই

অবস্থিত ছিল এবং বর্ত্তমান ত্রিপুরার অন্তর্গত হইয়াছে, তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব।

ত্রিলোচন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞেও উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া রাজমালায় উল্লেখ আছে। এ বিষয়ে রাজবংশে কিম্বদন্তী এখনও প্রবলভাবেই প্রচলিত। ত্রিপুরের সময় যে দ্বাপরের শেষ বলিয়া রাজমালায় নির্দ্দেশিত হইয়াছে, তাহাতেও ত্রিলোচন যে যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক ছিলেন, তাহার সমর্থন পাওয়া যায়।

ত্রিলোচনের হেড়ম্ব রাজকন্যাতে যে বারটী পুত্র হয়, তাঁহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠটী, হেড়ম্বরাজ অপুত্রক ছিলেন বলিয়া তদীয় পুত্ররূপে প্রতিপালিত হন। ত্রিলোচনের লোকান্তর প্রাপ্তির পর, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র দাক্ষিণ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু হেড়ম্বরাজ্য হইতে তদীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা জ্যেষ্ঠত্বের দাবীতে সিংহাসন চাহিয়া পাঠাইলেন। দাক্ষিণ সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে রাজি হইলেন না। ইহাতে হেড়ম্বসৈন্যের সহিত দাক্ষিণসৈন্যের প্রবল সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া পড়িল এবং হেড়ম্বের বিপুল বাহিনী আসিয়া দাক্ষিণকে কপিল তীর হইতে বরবক্র তীরে বিতাড়িত করিল। রাজমালা হইতে এই বিবরণ উদ্ধৃত হইতেছে :—

"হস্তীঘোড়া বহু সৈন্য হেড়ম্বের ঠাট্।
সপ্তদিন যুদ্ধেলৈল ত্রিপুরার পাট্॥
কপিলা নদীর তীরে পাট ছাড়ি দিয়া।
একাদশ ভাই মিলি মন্ত্রণা করিয়া॥
সৈন্যসেনাসমে রাজা স্থানান্তরে গেল।
বরবক্র উজানেত থলংমা রহিল॥"

বরবক্র নদীই ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়া মেঘনা নাম ধারণ করিয়াছে।

পূর্ব্বক মেঘ্না বা বরবক্র প্রদেশে সন্নিবিষ্ট হইল। এইখানেই ত্রিপুর রাজগণের প্রথম কিরাত রাজ্য শেষ হইল ॥

১৩। কিরাতে দ্বিতীয় রাজত্ব।

(থলংমা ও ছাম্বুলে রাজত্ব)।

দাক্ষিণ, বরবক্রের উজানে থলংমা নদীর তীরে যাইয়া রাজ্য পাতিয়া বসিলেন :—

"বড়বক্র উজানেত থলংমা রহিল ॥
তার তীরে কৈল পাট দাক্ষিণ নৃপতি ॥"

এই স্থান হইতেও হেড়ম্বের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। পরিশেষে হেড়ম্বরাজ কপিল তীর অধিকার করিয়া রহিলেন, আর দাক্ষিণ থলংমাতে রাজ্য করিতে লাগিলেন। দাক্ষিণ, হেড়ম্বরাজ্যের সীমায় কুকিস্থানের পার্ব্বত্য অধিকার অনেকটা হেড়ম্বরাজকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন :—

"থলংমা করিল রাজ্য দাক্ষিণ নৃপতি।
কপিলা নদীর তীরে হেড়ম্ব বসতি ॥
লাঙ্গরোঙ্গ আদি প্রজা কুকি তথা বৈসে।
দিলেক হেড়ম্বেশ্বরে সীমানা যে শেষে ॥"

দাক্ষিণ, থলংমাতেও শান্তি না পাইয়া, আরও উজান যাইতে মনে ২ সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন :—

"মনস্থির করে যাইতে তাহার উজান ॥
অন্ত ফল্য যাইব মনে বাসনা না ত্যজে।
সেইস্থানে কালবশ কৈল মহারাজে ॥"

দাক্ষিণের পর তাঁহার ৫২ম পুরুষ পর্য্যন্ত খলংমাতেই রাজত্ব করেন। তৎপর তদীয় ত্রিপঞ্চাশত্তম (৫৩ম) পুরুষ মহারাজ কুমার, মনুনদীর তীরে ছাম্বুল নগরে যাইয়া রাজ্যের অধিষ্ঠান স্থাপন করেন।

মহারাজ কুমারের পর তদীয় ১৩ পুরুষ ছাম্বুল নগরে রাজত্ব করেন। ছাম্বুল নগরের শেষ রাজা সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ প্রতীত। এই নগরে একটী প্রাচীন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই শিব লিঙ্গের প্রতি ভক্তি বশতঃই কুমার ছম্বুলে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন :—

"কিরাত আলয়ে আছে ছম্বুল নগর।
সেই রাজ্যে গিয়াছিল শিবভক্তিতর॥"

এই শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, সত্যযুগে এইখানে নদীর তীরে মহারাজ মনু অতীব ভক্তিভরে এই শিবের আরাধনা করিয়াছিলেন। মনু, তীরে শিবারাধনা করিয়াছিলেন বলিয়াই নদী তাহা হইতে 'মনু'নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং মনুর সাধনার স্থল বলিয়া পবিত্র তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছিল। রাজমালায় এই সমস্ত বিবরণ এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে :—

"গুপ্তভাবে আছে তথা অখিলের পতি।
মনুরাজ সত্যযুগে পূজিছিল অতি॥
মনুনদী তীরে মনু বহু তপ কৈল।
তদবধি মনুনদী পুণ্য নদী হৈল॥"

সংস্কৃত রাজমালার বর্ণনাও ইহারই অনুরূপঃ—

"পুরাকৃত যুগে রাজন্ মনুনা পূজিতঃ শিবঃ।
অত্রৈব বিরলে স্থানে মনুনাম নদীতটে॥
গুপ্ত ভাবেন দেবেশঃ কিরাত নগরেহবসৎ।"

ছম্বুলে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত থাকার কথা হইতে "ছম্বুল" নামটী যে শিবের শম্ভু নামেরই অপভ্রংশ তাহা স্পষ্টই অনুমিত হয়।

মহারাজ প্রতীত ছাম্বুলে রাজত্ব করিবার কালে, তাঁহার সহিত হেড়ম্বরাজের যেমনই আশ্চর্য্য রূপে সন্ধিবন্ধন হয়, তেমনই আশ্চর্য্যরূপে সন্ধি ভঙ্গও হয়। হেড়ম্বরাজ যে ত্রিলোচনের জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই বংশধর, বোধ হয় সেই পুরাতন কথা স্মরণ করিয়াই তিনি ত্রিপুর মহারাজ প্রতীতকে কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে পরম সৌহার্দ্দভাবে আলিঙ্গন করতঃ, তাঁহার সহিত এইরূপ সন্ধিতে বদ্ধ হইলেন যে, তাঁহারা কেহই কাহারও রাজ্যসীমালঙ্ঘন করিবেন না। কৃষ্ণবর্ণ কাক যদিও শ্বেতবর্ণ হয়, তথাপি তাঁহাদের প্রতিজ্ঞার অন্যথা হইবে না :—

"সীমানা করিল রাজ্যের সত্য নির্ব্বন্ধিয়া।
রাজত্ব করিব ভোগ্য সুখেতে বসিয়া॥
দুই ভাই কহিলেক একত্র হইয়া।
কখন সীমা কার না লঙ্ঘিব গিয়া॥
দৈবে যদিও কাক ধবল বর্ণ হয়।
তথাপি প্রতিজ্ঞা দুইর না লঙ্ঘি নিশ্চয়॥
তোমা আমা দুজনের যদি সত্য টলে।
বংশনাশ হইবেক গ্রাসিবে যে কালে॥"

কিন্তু বিধির কি বিড়ম্বনা! শীঘ্রই এক অসামান্য সুন্দরী রমণীর প্রলোভনে পড়িয়া, উভয়ের সেই প্রগাঢ় ভ্রাতৃভাবে ঘোর বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। রমণী প্রতীতেরই প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকেই আত্মসমর্পণ করিল। ইহাতে হেড়ম্বরাজ ক্রোধান্ধ হইয়া, বলপূর্ব্বক প্রতীতের হস্ত হইতে রমণীকে গ্রহণ করিবার জন্য ভীষণ যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। তাহাতে ভীত হইয়া প্রতীত সেই রমণীরই পরামর্শে ছাম্বুলনগর পরিত্যাগ

পূর্ব্বক পলাইয়া পুনর্ব্বার থলংমাতেই আসিলেন। হেড়ম্বরাজ ছাম্বুলে আসিয়া তথায় প্রতীতকে দেখিতে না পাইয়া, অনুতপ্ত হওতঃ ত্রিপুর রাজের সীমানা অব্যাহত রাখিয়াই নিজরাজ্যে চলিয়া গেলেন :—

"ত্রিপুর রাজার থানা সে স্থানে রাখিয়া।
হেড়ম্ব ফিরিয়া গেল সেনাপতি লৈয়া ॥"

প্রতীত কিন্তু আর কিরাতরাজ্যে বাস করিলেন না। তিনি থলংমা হইতে বঙ্গে চলিয়া আসিলেন :—

"এইমত রঙ্গেতে* প্রতীত রাজা আসে।
শিবদুর্গা বিষ্ণুভক্তি হইল বিশেষে ॥"

"শিবদুর্গা বিষ্ণুভক্তি হইল বিশেষে" এই উক্তির দ্বারা আর্য্য দীক্ষা যে ক্রমে ত্রিপুর রাজবংশে কিরূপ বদ্ধমূল হইতেছিল, তাহারই আভাস আমরা প্রাপ্ত হই॥

এই খানেই দ্বিতীয় কিরাতরাজ্যের অবসান হইল॥

১৪। পুরাণে কাপিল রাজ্যের উল্লেখ।

দ্রুহ্যুবংশীয়গণ কিরাতদেশে কপিল নদীর তীরে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, রাজমালায় উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাতে দেশের সংস্থান সম্বন্ধে তেমন পরিষ্কার নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না এবং তথায় তাঁহাদের রাজ্য-

---

* 'রঙ্গেতে' স্থলে 'বঙ্গেতে' পাঠই অধিক সঙ্গত হয়, কারণ প্রতীত, হেড়ম্বরাজের ভয়েই থলংমা ত্যাগ করিয়া বঙ্গে আসিতে বাধ্য হন, ইহাতে "রঙ্গ" বা আনন্দের কোন বিষয় নাই। "রঙ্গেতে" পাঠ স্বীকার করিলে, "আসে" ক্রিয়ার কোন অধিকরণ থাকে না। প্রসঙ্গটী বঙ্গে আগমনেরই যে প্রসঙ্গ, রাজমালার বর্ণনার শিরোনামের দ্বারা ও সমাপ্ত বাক্যের দ্বারা তাহা স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে। 'বঙ্গেতে' পাঠদ্বারা উভয়েরই

কালের সম্বন্ধে কোনও নির্দ্দেশই পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং ক্রুদ্ধা-দিগের কপিলরাজ্য সম্বন্ধে যে নানা প্রকার সন্দেহের কারণ থাকিবে এবং তাহাতেই ইহা ঐতিহাসিক সত্যরূপে গৃহীত হওয়ার পক্ষে আপত্তি উত্থাপিত হইবে, তাহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। কিন্তু সাতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এতৎসম্বন্ধে যে পুরাণের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে উক্তরূপ সমস্ত সংশয় ও আপত্তিই নিরাকৃত হইবে।

উল্লিখিত প্রমাণ যে-সে প্রমাণ নহে এবং যে-সে পুরাণে পাওয়া যায় নাই, পরন্তু অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম ভবিষ্যপুরাণে পাওয়া গিয়াছে। ইহার দুই স্থানেই দুইটী প্রমাণ রহিয়াছে। প্রথমে আমরা প্রথম স্থানটীই উদ্ধৃত করিতেছি:—

ঋষয় উচুঃ।

"বিক্রমাখ্যান-কালোঽয়ং দ্বাপরেচ শিবাজ্ঞয়া।
বিনীতান্ ভগবন্ ভূমৌ তদা তান্ নৃপতীন্ বদ॥"

সূত উবাচ।

"স্বর্গতে বিক্রমাদিত্যে রাজানো বহুধাঽভবন্।
তদাষ্টাদশ রাজ্যানি তেষাং নামানি মে শৃণু॥
পশ্চিমে সিন্ধুনদ্যন্তে সেতুবন্ধে হি দক্ষিণে।
উত্তরে বদরীস্থানে পূর্ব্বেচ কপিলাস্তিকে॥
অষ্টাদশৈব রাষ্ট্রাণি তেষাং মধ্যে বভূবিরে।
ইন্দ্রপ্রস্থঞ্চ পাঞ্চালং কুরুক্ষেত্রঞ্চ কাপিলম্॥" ইত্যাদি।

"ঋষিগণ বলিলেন,—এইটী বিক্রমাখ্যাত কাল, দ্বাপরে শিবাজ্ঞাদ্বারা বিনয় প্রাপ্ত (শাসিত) যে সমস্ত নৃপতি তৎকালে পৃথিবীতে (ভারতবর্ষে) বর্ত্তমান ছিলেন, হে মহাভাগ। তাঁহাদের বিষয় বর্ণন করুন।"

"সূত কহিলেন,—বিক্রমাদিত্য স্বর্গগমন করিলে (লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে) অনেক রাজা হইয়াছিলেন। সেই সময়ের অষ্টাদশ রাজ্যের নাম আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। পশ্চিমে সিন্ধুনদের তীরে, দক্ষিণে সেতুবন্ধে, উত্তরে বদরীস্থানে, পূর্ব্বে কপিলতীরে, ইহাদের মধ্যে অষ্টাদশটী রাজ্যের সমুত্থান হইয়াছিল। এই সমস্ত রাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থ, পাঞ্চাল, কুরুক্ষেত্র, কাপিল ইত্যাদি।"

এখানে দ্বাপরযুগ হইতেই যে কাপিল রাজ্য, ইন্দ্রপ্রস্থ, পাঞ্চাল, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি রাজ্য এক সময়েই বর্ত্তমান ছিল, তাহাই জানিতে পারা যাইতেছে এবং এই সমস্তে যে সেই পুরাকালেই শৈবধর্ম্মের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল, তাহাও জানিতে পারা যাইতেছে। "মহাভারতে" শৈব-ধর্ম্মের প্রাধান্য সম্বন্ধে যথেষ্ট উল্লেখই রহিয়াছে। রাজমালায় শিবের ত্রিশূলাঘাতে ত্রিপুরের সংহারে শিবের রুদ্রশাসন যেমন সবিশেষ প্রকটিত হইয়াছে, শিববরে ত্রিলোচনের জন্মের আখ্যানে শিবের সকরুণ মাহাত্ম্যও তেমনি বিশেষরূপে প্রকটিত হইয়াছে। এইরূপে পুরাণেরদ্বারা রাজমালার আখ্যানের সত্যতা প্রমাণিত হওয়া অতীব বিস্ময়জনকই বলিতে হইবে।

"বিক্রমাখ্যান কাল" যে, বিক্রমাব্দ বা সম্বৎ তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অব্দের আরম্ভ ৫৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে হয়। বিক্রমাদিত্যের স্বর্গগমনের পর ইন্দ্রপ্রস্থ প্রভৃতির সহিত কাপিল রাজ্যও সবিশেষ পরাক্রান্ত হইয়া উঠে, পুরাণে তাহাই উক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দেও যে কাপিল রাজ্য ভারতের মধ্যে গণনীয় রাজ্যই ছিল, তাহার সুন্দর প্রমাণই আমরা প্রাপ্ত হইতেছি।

এক্ষণে ভবিষ্যপুরাণের অপর স্থানটী উদ্ধৃত হইতেছে :—

"স্বর্গতে ভোজরাজেতু সপ্তভূপাস্তদন্বয়ে।

অন্তর্ব্বেত্যাং কান্যকুব্জে জয়চন্দ্রোমহীপতিঃ।
ইন্দ্রপ্রস্থেঽনঙ্গপাল স্তোমরান্বয় সম্ভবঃ॥
অন্যেচ বহবোভূপা বভূবুর্গ্রাম রাষ্ট্রপাঃ॥
পূর্ব্বেতু কপিলস্থানে বাহ্লীকান্তেতু পশ্চিমে।
উত্তরে চীনদেশান্তে সেতুবন্ধে তু দক্ষিণে॥
ষষ্টিলক্ষাশ্চ ভূপালা গ্রামপা বলবত্তরাঃ।
অগ্নিহোত্রস্য কর্ত্তারো গোব্রাহ্মণ হিতৈষিণঃ॥
বভূবুর্দ্বাপরসমা ধর্ম্মকৃত্য বিশারদাঃ।
দ্বাপরাখ্যসমঃ কালঃ সর্ব্বত্র পরিবর্ত্ততে॥"

"ভোজরাজ স্বর্গগমন করিলে, তাঁহার বংশে সপ্তজন ভূপাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা অল্পায়ু ও অল্পবুদ্ধি ছিলেন। তিন শত বৎসর পরে তাঁহাদের বংশ শেষ হয়। মধ্যদেশে কান্যকুব্জে জয়চন্দ্র রাজা হইয়াছিলেন; ইন্দ্রপ্রস্থে তোমরবংশসম্ভূত অনঙ্গপাল রাজত্ব করেন। গ্রামরাজ্য পালক আরও বহু রাজা হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে কপিল প্রদেশে, পশ্চিমে বাহ্লীক সীমায়, উত্তরে চীন সীমায়, দক্ষিণে সেতুবন্ধে যাট্ লক্ষ বিশেষ বলশালী গ্রাম পালক ভূপতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা অগ্নিহোত্রকারী, গোব্রাহ্মণহিতৈষী হইয়া দ্বাপরকালের লোকেরই ন্যায়, ধর্ম্মকার্য্যে বিশারদ হইয়াছিলেন। দ্বাপরযুগের ন্যায় সময়ও সর্ব্বত্রই প্রবর্ত্তিত ছিল।"

ভোজের রাজ্যকাল অনুমান ৮৪০ হইতে ৮৯০ খৃষ্টাব্দ। জয়চন্দ্র ও অনঙ্গপালের কাল যথাক্রমে ৮০৪ খৃঃ ও ৭৯৭ খৃষ্টাব্দ। ইহা ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগ। এই সময়ও কাপিল রাজ্যের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু তখন কপিলতীরে ইহা অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ পূর্ব্বে যে স্থলে "কপিলান্তিকে" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে তৎস্থলে "কপিলস্থানে" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

ইহাতে ত্রিপুরার বর্ত্তমান স্থানের অবস্থানই যেন পাওয়া যায় অর্থাৎ ঐ সময়ে ত্রিপুররাজদিগের রাজ্য সরিয়া বর্ত্তমান স্থানে আসিলেও কপিল হইতে দূরে ছিল না, পরন্তু কপিল প্রদেশেই ছিল।

রাজমালার বর্ণনায়ও থলংমাও ছাম্বুলের দ্বিতীয় কিরাতরাজ্য কপিলতীরেও কপিল প্রদেশে ছিল বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। *

'অগ্নিহোত্রকারী' 'গোব্রাহ্মণে হিতৈষী' হইয়া দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম আচরণশীল বলিয়া রাজাদিগের উল্লেখ থাকায়, কাপিল রাজ্যের দ্রুহ্যু-বংশীয় রাজগণ যে তখনও আর্য্যধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, তাহা পরিষ্কারভাবেই প্রমাণিত হইতেছে। রাজমালায় কিরাত বা কপিলস্থান পরিত্যাগকালে ত্রিপুররাজ প্রতীত প্রসঙ্গে "শিব-দুর্গা-বিষ্ণু ভক্তি হইল বিশেষে" বলিয়া যে বর্ণনা আছে, পুরাণের বর্ণনার সঙ্গে তাহার আশ্চর্য্যরূপ ঐক্যই দৃষ্ট হয়।

ষাট্‌ লক্ষ ক্ষুদ্র রাজ্যের কথা সাধারণভাবে থাকিলেও কাপিল রাজ্যের কথা প্রধানভাবেই আছে। সুতরাং কাপিলরাজ্য যে তৎকালে বিশেষ বিক্রমসম্পন্ন ছিল, তাহাই অনুমিত হয়।

চীন সীমান্তে ক্ষত্রিয়রাজ্যের উল্লেখও এখানে রহিয়াছে। ইহাতে চীনের সীমান্তবর্ত্তী প্রাচীন 'গন্ধাররট্ঠ' যে অনুরূপ ক্ষত্রিয়রাজ্যই ছিল, তাহার যথেষ্ট পোষকতাই পাওয়া যায়।

বামনপুরাণে ভারতের পূর্ব্ব সীমায় কিরাতদিগের উল্লেখ করা হইয়াছে যথা :—

"পূর্ব্বে কিরাতা যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্মৃতাঃ॥"

---

* "বরবক্র উজানেতে থলংমা চলিল" বলিয়া রাজমালায় যে উল্লেখ আছে, কপিলনদী এই বরবক্রের উত্তর দিয়া প্রবাহিত হইয়াই যাইয়া ত্রিবেগে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে (আসামের মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

ভবিষ্যপুরাণের বর্ণনায় তৎস্থলে পূর্ব্ব দিকে "কাপিলরাজ্যের" উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে কিরাত স্থানেই যে কাপিল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাই বুঝিতে পারা যায়।

পুরাণে এইরূপে স্থানাদির পরিবর্ত্তন যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে পুরাণের প্রামাণ্য বিশেষরূপেই প্রতিপাদিত হয়। কারণ, পুরাণকারগণ যে কেবল নকলনবিশমাত্র ছিলেন না, পরন্তু পরবর্ত্তী অবস্থাও ঘটনাদির বিষয় স্বয়ং পরিজ্ঞাত হইয়া, তদনুসারে সময়োপযোগী করিয়া পুরাণ রচনা বা পুরাণের সংস্কার সাধন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, তাহারই প্রমাণ আমরা পরিবর্ত্তন সকলে প্রাপ্ত হই। ইহাতে পুরাণের ইতিহাসরূপে পরিগণিত হইবার একটী বিশিষ্ট দাবীই আমাদের নিকট উপস্থাপিত হইতেছে। ইহা কোন প্রকারেই উপেক্ষিত হইতে পারে না।

এখানে মহাভারত, পুরাণ, রাজমালা প্রভৃতির প্রমাণ অনুসারে ত্রিপুরা রাজবংশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাজত্বের যে একটী আনুমানিক তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে :—

	স্থান	সময়	পুরুষ সংখ্যা	মন্তব্য
১।	ত্রিবেগে রাজত্ব	১৪৬৭ খৃঃ পূঃ ১৩০০ খৃঃ পূঃ	৪ পুরুষ	দাক্ষিণেরও কিছু সময়
২।	খলংমাতে রাজত্ব	১৩০০ খৃঃ পূঃ ১৫০ খৃঃ পূঃ	৫২ পুরুষ	বিমার পর্য্যন্ত (৪পুরুষে শতাব্দী ধরিয়া কয়েকটী দীর্ঘ রাজত্বের জন্য ১৫০

৩। ছাম্বুলে রাজত্ব ১৫০ খৃঃ পূঃ ১৩ পুরুষ প্রতীত পর্য্যন্ত
৫৯০ খৃঃ পূঃ

৪। ত্রিপুরায় রাজত্ব ৫৯০ খৃঃ হইতে
বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত।

এখানে দেখা যাইবে যে ত্রিবেগের রাজত্বের কালের পরিমাণ কিছু অতিরিক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম দৈত্যরাজের কাল সম্বন্ধে রাজমালায় যে উক্ত হইয়াছে, "অনেক সহস্র বর্ষ রাজ্য করি ... ভোগ", তাহাতেই তাঁহার অসম্ভব দীর্ঘ রাজত্বের আভাস পাওয়া যায়। তারপর ত্রিপুর ও ত্রিলোচনের রাজত্বের যেরূপ ঘটনাবহুল বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে ঐ দুইটী রাজত্ব ও দীর্ঘ রাজত্ব ছিল বলিয়াই মনে করা যায়। ইহাতে এই তিনজনের মোট রাজ্যকালই বরঞ্চ আরও ২০।২৫ বৎসর অধিকই ধরা যাইতে পারে। বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর কপিলতীরের রাজ্যের অভ্যুত্থানের কথা যে আমরা ভবিষ্য পুরাণের বর্ণনায় পাইয়াছি, ছাম্বুলের রাজত্বকালের সহিতই তাহার ঐক্য হয়। তৎপর ভোজের মৃত্যুর পর কপিলপ্রদেশের রাজ্যের অভ্যুত্থানের যে বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে, ঐ সময়ের সহিত ত্রিপুরায় প্রথম রাজত্বকালের বিজয় ও রাজ্যবিস্তারের বিশেষ ঐক্যই হয়।

১৫। রাঙ্গামাটি জয়।

প্রতীতের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ হামতারফা কর্ত্তৃক রাঙ্গামাটি বিজিত হয়। রাঙ্গামাটি জয় ত্রিপুরার ইতিহাসের বিশেষ গৌরবজনক ঘটনা। লিকানামক জাতিই রাঙ্গামাটির অধিবাসী ছিল। হাম্‌তারফা ত্রিপুরাসৈন্য লইয়া রাঙ্গামাটির দিকে অগ্রসর হইলে, বনপ্রদেশের

তাঁহার সৈন্যের সম্মুখীন হইল। তখন তদীয় সৈন্য বিশেষ বীরত্বের সহিত তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পশ্চাদ্দিকে হঠাইয়া দিল :—

“অরণ্যের পুর্ব্বভাগে লিকা নামে ছড়া।
যত আছে ছড়াকূলে লিকাদফা পাড়া॥
ত্রিপুরার সৈন্য যুদ্ধ করে পরিপাটি।
ভঙ্গ দিয়া সব লিকা গেল রাঙ্গামাটি॥”

অতঃপর হামতারফা লিকাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, সৈন্যসহ রাঙ্গামাটির দিকেই অগ্রসর হইলেন। তথায় লিকারাজ গড় করিয়া তাঁহাকে বাধা দিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু লিকাসৈন্যের প্রবল প্রতিরোধ সত্বেও হামতারফার ত্রিপুরাসৈন্য জয়লাভ করিতে সমর্থ হইলেন :—

“দুই সৈন্যে মহাযুদ্ধ হইল বিস্তর।
অন্ধকার কেহ কার না হয়ে গোচর।
ভূমিকম্পমান হৈল রাঙ্গামাটি দেশে।
ত্রিপুরায়ে লৈল গড় লিকাভঙ্গ শেষে॥”

এখন হামতারফা বিজয়ী হইয়া রাঙ্গামাটিতেই আপনার রাজধানী স্থাপিত করিলেন :—

‘এই মতে রাঙ্গামাটি ত্রিপুরে লইল।
নৃপতি যুঝার পাট তথাতে করিল॥”

লিকাগণ তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিলে, তিনি তাহাদিগকে আপনার সৈন্যদলভুক্ত করতঃ আপনার বলবৃদ্ধি করিলেন :—

“লিকাজাতি করিলেক আপনার বল।

রাঙ্গামাটির বিজেতারূপে হামতারফা "যুঝার" এই গৌরবান্বিত নামে ভূষিত হইলেন :—

"হামতারফা নাম পরে যুঝার তখন।
রাঙ্গামাটি জিনি খ্যাতি যুঝারে আপন ॥"

'যুঝার' নাম 'যোদ্ধ' বা 'যোদ্ধা'রই অপভ্রংশ। রাঙ্গামাটি জয় করিয়া, অনন্য সাধারণ যুঝার (যোদ্ধা) নামই হামতারফার বিজয়টীকা হইল।

লিকা জাতির সম্বন্ধে রাজমালার বিবরণ পাঠ করিলে, ইহাদিগকে অর্দ্ধসভ্য আর্য্যপ্রভাবান্বিত আদিম অধিবাসী বলিয়াই মনে হয় :—

"রাঙ্গামাটি দেশেতে যে লিকা রাজা ছিল।
সহস্রদশেক সৈন্য তাহার আছিল ॥
ধামাই জাতি পুরোহিত আছিল তাহার।
অভক্ষ্য না খায়ে তারা সুভক্ষ্য ব্যভার ॥
ধর্ম্মেতে নিপুণতারা নামে লিকা জাতি।
রাঙ্গামাটি পূর্ব্বস্থান তাহার বসতি ॥"

ত্রিপুরার দক্ষিণপূর্ব্বাংশে 'খণ্ডল' নামে একটী পরগণা আছে। তাহা এখনও ত্রিপুরার মহারাজের রোস্‌নাবাদ জমিদারীর অন্তর্গত। আদিম অনার্য্য খণ্ড্ (খন্দ্) জাতির বাস হইতেই ইহার নাম 'খণ্ডল' হইয়াছে বলিয়া আমাদের নিকট বোধ হয় *। লিকাগণ এই খণ্ডদিগেরই কোন শ্রেণী বিশেষ হওয়াই বিশেষ সম্ভবপর। খণ্ডলের নীচ শ্রেণীর হিন্দু-দিগকে আমরা আর্য্যসমাজভুক্ত খণ্ড্ (খন্দ্) জাতির বংশধর বলিয়াই মনে করিতে পারি।

---

* বোম্বে প্রেসিডেন্সিতেও খোন্দ্ বা গোণ্ড্ জাতির নামাঙ্কিত 'খণ্ডল' নামক

রাঙ্গামাটি বর্ত্তমান উদয়পুরেরই যে প্রাচীন নাম ছিল, তাহা "রাজমালা" পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়। কিন্তু রাঙ্গামাটি কেবল একটী নগরের নাম ছিল না, একটী দেশের নামও ছিল। আমাদের উপরি উদ্ধৃত বিবরণেই দেশরূপে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। রাঙ্গামাটি যে একটী প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল, তাহা পুরাতত্ত্ববিৎদিগের আলোচনা হইতেই প্রকাশ পায়। এস্থলে আমরা বিশ্বকোষ হইতে সেই আলোচনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"মহাভাষ্যও পুরাণের মতে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বে আদর্শ ও কিরাত নামক জনপদ। গ্রীক্ ঐতিহাসিক টলেমি আদইসগ (Adeisaga) নামে একটী নগরের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা রডামর্কোট (Rhodamarkotta) নামক স্থানের একটী নগর*। [Ptolemy, Geogr. VII Cap 1,23] সেণ্টমার্টিন এই স্থানের বর্ত্তমান নাম রাঙ্গামাটি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। [V. St. Martin Etude sur la Geographic Gecque it Latine de l' Inde, p, 352.] এই স্থানের নিকটে আদইসগ নগর। এই আদইসগ মহাভাষ্যোক্ত আদর্শ বলিয়া বোধ হয়; উহা বর্ত্তমান চাটগাঁর সীমান্তে অবস্থিত ছিল।"

এই আলোচনা হইতে বর্ত্তমান ত্রিপুরার দক্ষিণাংশ, নওয়াখালী ও চট্টগ্রামের পশ্চিমাংশ লইয়াই যে রাঙ্গামাটি দেশ বিস্তৃত ছিল, তাহাই বুঝিতে পারা যায়।

---

* ইউলেলর মতে Rhodamarkotta = রঙ্গমৃত্তিকা (Smith's Historical Atlas of Ancient Geography দেখ।) রাজকীয় মানচিত্রে ইহার নাম Rangamatia."

যুঝার মৃত্যুর পর তৎপুত্রের রাজ্যাধিকারের যে বিবরণ রাজমালায় পাওয়া যায়, তাহা হইতেই যুঝার রাজ্যবিস্তারের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতে পারে :—

"জাঙ্গেফা নামেতে তার পুত্র হৈল রাজা।
নানাস্থানে গিয়া করে চৌদ্দ দেব পূজা॥
ফেণী নদীতীরে আর মোহরীর তীরে।
দেশের পশ্চিমে পূজে লক্ষ্মীপতি ধারে॥
পূর্ব্বদিকে পূজে আস্তে অমরপুরেতে।
চতুর্দ্দশদেব পূজে দৃঢ়ভক্তি মতে॥"

এইরূপে রাজ্যের বিশালতা সম্পাদন করিয়াই, যুঝার ত্রিপুরার ইতিহাসে "বীর" নামে চির যশস্বী হইয়া রহিয়াছেন।

১৬। রাঙ্গামাটিতে অবস্থানকালে দেশ জয় ও রাজ্য বিস্তার।

মহারাজ যুঝার রাঙ্গামাটি জয় করিয়া বঙ্গদেশ অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হন এবং সেই সময়েই বিশালগড় প্রভৃতি পার্ব্বত্যগ্রাম ত্রিপুরার অন্তর্ভূত করিয়া লন। রাজমালায় এই সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় :—

রহিল অনেক কাল সেস্থানে নৃপতি।
বঙ্গদেশ আমল করিতে হৈল মতি॥
বিশালগড় আদি করি পর্ব্বতীয় গ্রাম।
কালক্রমে সেই স্থান হৈল ত্রিপুর ধাম॥

অতঃপর বঙ্গবিজয় বা অন্যদেশ বিজয় কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, রাজমালায় তাহার কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু যুঝার পুত্র জাঙ্গেফার প্রসঙ্গে রাজ্যের নানাস্থানে চতুর্দ্দশ দেবতা পূজার যে বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে কেবল বঙ্গদেশ নহে, তদ্ব্যতিরিক্ত অন্যদেশ জয়ের আভাসও পাওয়া যাইতে পারে। সেই বিবরণে লিখিত হইয়াছে :—

"দেশের পশ্চিমে পুজে লক্ষ্মীপতি ধারে।
পূর্ব্বদিকে পুজে আদ্যে অমর পুরেতে ॥"

"পশ্চিমে লক্ষ্মীপতিধারে" যে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে "লক্ষ্মীপতি" একটি নদীর নাম বলিয়াই বোধ হয়। এই নামের দ্বারা কোন্ নদী বুঝাইতেছে, তাহা সহজে অনুমান হয় না। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে, ইহা বর্ত্তমান লাক্ষ্যা বা লক্ষ্যানদীর নাম বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। 'লাক্ষ্যা' বা 'লক্ষ্যা' নামের কোন অর্থই পাওয়া যায় না। কিন্তু 'লক্ষ্মীপতি' নামের সুন্দর অর্থই পাওয়া যায়। 'লক্ষ্মীপতি' নামটী সংক্ষেপ করিতে যাইয়া 'পতি' শব্দটী ছাড়িয়া দেওয়াতেই নামটী 'লক্ষ্মী' ও পরে 'লাক্ষ্যা' ও 'লক্ষ্যাতে' পরিণত হইয়া থাকিবে।

আমাদের অনুমানের সমর্থনে একটী প্রাচীন নিদর্শনের উল্লেখও এখানে করা যাইতে পারে। ব্রহ্মপুত্র প্রদেশের ময়মনসিংহ জিলায় ব্রহ্মপুত্রেরই অনতিদূরে কালিগঞ্জের বরাবর পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রেরই শাখার তীরে "রাঙ্গামাটি" নামে একটী প্রাচীন স্থান ছিল। ১৭৭৯খৃঃ অঙ্কিত সার্ভেয়ার জেনেরেল রেণেলের মেপে এই স্থানটী সন্নিবিষ্ট দেখা যায়, কিন্তু ময়মনসিংহের বর্ত্তমান মানচিত্রে ইহার নাম দৃষ্ট হয় না। বাবু কেদারনাথ মজুমদার তদীয় 'ময়মনসিংহের ইতিহাসে'

একটী স্থান ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত। রাঙ্গামাটির নিকট ব্রহ্মপুত্রও রাঙ্গামাটিয়া নদী বলিয়া পরিচিত"—৩২পৃঃ *

ত্রিপুরারাজ্যের তদানীন্তন রাজধানীর নামে ঐ নামটী গৌরবের চিহ্নস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়াই আমরা মনে করি।

"পূর্ব্বদিকে পূজে আদ্যে অমর পুরেতে।"

রাজমালার এই উক্তিতেও চমৎকার ঐতিহাসিক সত্যই নিহিত দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই অমরপুর ত্রিপুরারাজ্যের বর্ত্তমান অমর-পুর নহে; পরন্তু ব্রহ্মদেশের রাজধানী অমরপুর। মহারাজ অমর মাণিক্য অনেক পরবর্ত্তী রাজা। তাঁহার নামে স্থাপিত স্থানের যুঝার বা জাঙ্গেফার সময়ে কোন অস্তিত্ব থাকাই সম্ভবপর নহে। "আদ্যে অমর-পুরের" দ্বারাই প্রথম "অমরপুর" বলিয়া উহাকে পরবর্ত্তী অমরপুর হইতে বিশেষ করা হইয়াছে।

চট্টগ্রামে রাঙ্গামাটি প্রসিদ্ধ স্থান। এই রাঙ্গামাটিও ত্রিপুরার বিজয়ী রাজার রাঙ্গামাটি বিজয়ের স্মৃতিতে স্থাপিত বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ ত্রিপুরার রাজা যদি ব্রহ্মদেশই জয় করিয়া থাকিতে পারেন, তবে চট্টগ্রাম বিজয় তাঁহার পক্ষে কিছুই কঠিন নহে।†

মহারাজ হামতারফা বা যুঝারের বিজয় কাহিনী বিশ্বকোষকার কর্ত্তৃক যেরূপ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতে ব্রহ্মদেশ জয়ের কথা স্পষ্টরূপেই উল্লিখিত হইয়াছে :—

---

* "লক্ষ্মীপতি" নামটী ব্রহ্মপুত্রেরও নাম হইতে পারে। বর্ত্তমান লক্ষ্যার নাম যদি "লক্ষ্মী"ই হয় তবে ইহা ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হওয়ায়, ব্রহ্মপুত্রের "লক্ষ্মীপতি" নাম হওয়া সম্ভবপরই দেখা যায়।

† রাঙ্গামাটি রাজ্য যেরূপ প্রবল প্রতাপান্বিত ছিল, তাহাতে ইহার বিজয়-স্মৃতিতে মুর্সিদাবাদের গঙ্গাতীরস্থ প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগরী 'রাঙ্গামাটির' প্রতিষ্ঠাও হইয়া

"মহারাজ প্রতীতের পর আর চারিজন রাজা হন। ইঁহাদের সময়ের কোন ঘটনা প্রকাশ নাই।

তৎপরে মহারাজ জনকফা রাজা হন। ইনি বড় যুদ্ধকুশল ছিলেন। ইনি রাজ্যসীমা বর্দ্ধনাশায় দক্ষিণে অনেক দেশ জয় করেন। শেষে রাঙ্গামাটির অধীশ্বর নিক দশসহস্র সুশিক্ষিত কুকি সৈন্য লইয়া তাঁহার গতিরোধ করেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহাকে পলাইতে হয়। মহারাজ জনকফা রাঙ্গামাটিতে ত্রিপুরার রাজধানী স্থাপন করেন। ইঁহার সময় ব্রহ্মদেশের রাজধানী অমরপুর পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। অবশেষে তিনি বঙ্গদেশ জয় করিতে সঙ্কল্প করেন। কিন্তু বহুযুদ্ধে রাজকোষ শূন্য হওয়ায় সে উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। ইহার পর ২০ জন রাজা হন। তাঁহাদের নাম মাত্র ইতিহাসে আছে। তৎপরে সিংহতুঙ্গফা রাজা হন।"

এস্থলে বলা আবশ্যক যে হামতারফা বা যুঝারই জনকফা নামে অভিহিত হইয়াছে।

জনকফা বা যুঝার পুত্র জাঙ্গেফার পর যখন ২০ পুরুষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজার নাম পাওয়া যায় না, তখন জাঙ্গেফাকেই* প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্যের শেষ রাজা বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

যুঝার কর্ত্তৃক বিশালগড় আদি পার্ব্বত্য স্থান ত্রিপুরা রাজ্যভুক্ত হওয়ার কথা "রাজমালায়" আছে, কিন্তু কুমিল্লা, লালমাই, পাটিকারা ত্রিপুরা রাজ্যভুক্ত হওয়ার কথা নাই। তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই সমস্ত স্থান তখনও স্বতন্ত্র রাজ্যরূপেই বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং ইহাদের বিবরণ স্বতন্ত্র ইতিহাসের বিষয় হওয়াই উচিত।

---

* "ফা" কুকিভাষার শব্দ ("বিবিধার্থসংগ্রহ"—"কুকিজাতির বিবরণ")। ইহার অর্থ পিতা। কুকিদিগের তুষ্টিবিধানার্থই রাজগণ যে এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। রাজা রত্নফা বাঙ্গালার নবাব সুলতান তুগ্রলকে

১৭। ত্রিপুরার আদিনাম ও ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি।

রাজমালা বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে, দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কপিলপ্রদেশ, বরবক্রপ্রদেশ ও মনুপ্রদেশই 'কিরাত' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রদেশের সম্বন্ধে 'ত্রিপুরা' নাম কখনও প্রযুক্ত হয় নাই। ত্রিপুররাজ প্রতীত মনুপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া যে বঙ্গে আগমন করেন, ইহা রাজমালার প্রতীতখণ্ডের মধ্যভাগে ও উপসংহারে স্পষ্টাক্ষরেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই বঙ্গের সংস্থান যে মনুপ্রদেশ ও গোমতীপ্রদেশ বা রাঙ্গামাটির মধ্যবর্ত্তী ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। ইহাই ত্রিপুরার মূলস্থান বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি। পুরাণাদিতে ভারতবর্ষের পূর্ব্বদক্ষিণে 'প্রবঙ্গ' নামক একটী জনপদের উল্লেখ দেখা যায়। রাজমালায় এই "প্রবঙ্গ" নামটীই বঙ্গরূপে লিখিত হইয়াছে। বিশ্বকোষকার এই 'প্রবঙ্গকে' ত্রিপুরারই অংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা :—

"প্রবঙ্গ—(মার্ক ৫৭।৪৩, বামন ১৩।৪৪, মৎস্য ১১৩।৪৪) ত্রিপুরার কিয়দংশ॥"

আমরা ত্রিপুরার মূলস্থানরূপে যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহা বর্ত্তমান ত্রিপুরারই কিয়দংশমাত্র। এইরূপে প্রাচীন প্রবঙ্গ প্রাচীন ত্রিপুরারই সহিত অভিন্ন হইতেছে।

আমরা প্রাচীন ত্রিপুরার সংস্থান সম্বন্ধে যে অনুমান করিয়াছি, "পূর্ব্ববঙ্গের জিলা বিবরণ সংগ্রহ" নামক গ্রন্থাবলীর ত্রিপুরাখণ্ডে সিভিলিয়ান্ ওয়েবেষ্টার সাহেব সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্ সাঙের কমলাঙ্ক ও তৎসংলগ্ন রাজ্যের স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন,

---

ভেকমণি উপহার প্রদান করিলেই তাঁহা হইতে বর্ত্তমান "মাণিক্য" উপাধি লাভ হয়।

তাহা পাঠ করিলে, উহা বিশেষরূপে সমূলক বলিয়াই বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা সেই মন্তব্যটী এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"On a bay to the south-east, one finds the realm of Kiano-lanekia (Kamalanka), and furtheron still to the south is the kingdom of Tolo-poti (Darapati)* This Kamalanka is generally identified with Comillah the present capital of the district of Tipperah and perhaps Tolopoti may stand for Tippera, as it will be seen that at that time the country of Tipperas probably lay north and east of Comillah" Eastern Bengal District Gazetters "Tipperah" by J. E. Webster I. C. S. p. 11

ওয়েবেষ্টার প্রাচীন ত্রিপুরাকে কুমিল্লার পূর্ব্ব ও উত্তরবর্ত্তী বলিয়া যে সম্ভাবনা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে প্রাচীন ত্রিপুরার সংস্থান আমরা যে মনু ও গোমতীর মধ্যবর্ত্তী বলিয়া মনে করিয়াছি, তাহারই সহিত ঐক্য হয়।

বঙ্গে বা প্রবঙ্গে ত্রিপুররাজবংশীয়দিগের আগমনের পর হইতেই আমরা রাজমালায় দেশ ও লোক বুঝাইতে ত্রিপুরা শব্দের বহুল প্রয়োগই দেখিতে পাই। এস্থলে আমরা কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। বঙ্গে আগমনের পরই লিকা অভিযান হয়। সেই অভিযানের বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে—

"ধর্ম্মেতে নিপুণ তারা নামে লিকা জাতি।
রাঙ্গামাটি পূর্ব্বস্থান তাহার বসতি॥

*Life and Voyage of Hiuen Isang translated from Chinese into French by Stanislaus Julien. Book IV. p182

ত্রিপুরার চরগণ তাহাকে দেখিয়া।
যুদ্ধহেতু সৈন্য সেনা গেলেক সাজিয়া ॥”
“যার যেই সেনা লৈয়া ভ্রাতৃগণ রাজার।
সৈন্যমধ্যে চলিতেছে রাজা ত্রিপুরার।”
“ত্রিপুরার সৈন্য যুদ্ধকরে পরিপাটি ॥”
“ভূমিকম্পমান হৈল রাঙ্গামাটি দেশে।
ত্রিপুরায়ে লৈল গড় লিকা ভঙ্গশেষে ॥” যুঝার খণ্ড।

ইহা হইতে বঙ্গে বা প্রবঙ্গে ত্রিপুররাজবংশীয়দিগের আগমনের পূর্ব্বেই যে ‘ত্রিপুরা’ নামটী প্রচলিত ছিল তাহাই বুঝিতে পারা যায়। বরঞ্চ বঙ্গ বা প্রবঙ্গ নামটি একপ্রকার লুপ্ত হইয়া ‘ত্রিপুরা’ নামটীই যে বিশেষভাবে প্রচারলাভ করিয়াছিল, তাহাই অনুমিত হয়।* তাহাতেই বঙ্গনামের একবার মাত্র উল্লেখের স্থলে ‘ত্রিপুরা’ নামের ভূরি ভূরি উল্লেখই আমরা প্রাপ্ত হই।

রাজমালার ‘ত্রিপুরখণ্ডে’ ‘ত্রিপুরা’ নাম সম্বন্ধে পীঠমালা তন্ত্রের যে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা আমাদের নিকট কেবল অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হয়, তাহা নহে, কিন্তু অসম্যক্‌ও বোধ হয়। উদ্ধৃত প্রমাণটী এই :—

“ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদোদেবী ত্রিপুরসুন্দরী।
ভৈরব স্ত্রিপুরেশশ্চ সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়কঃ ॥”

---

* পরেশ বাবু ‘বাঙ্গালার পুরাবৃত্তে’ লিখিয়াছেন :—“খৃষ্ট পঞ্চম শতাব্দীতে পৌণ্ড্র, তাম্রলিপ্তি, বর্দ্ধমান, বঙ্গ এবং উপবঙ্গের উল্লেখ আছে” (১০৩ পৃঃ)। বিশ্বকোষকারের “প্রবঙ্গ” স্থলে পরেশবাবু “উপবঙ্গ” লিখিয়াছেন। প্রতীত ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে (৫৯০ খৃঃ) ত্রিপুরায় আগমন করেন। ইহার মধ্যে “প্রবঙ্গ” নামের পরিবর্ত্তে সম্ভবতঃ ত্রিপুরা নামই অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

দেবীর নাম 'ত্রিপুর সুন্দরী' হইলে, সেই নামে দেশের নাম 'ত্রিপুরা' না হইয়া 'ত্রিপুরা' হওয়াই বরঞ্চ অধিক স্বাভাবিক হয়। অথচ শ্লোকে 'ত্রিপুরায়াং' বলিয়া উল্লেখ থাকায় ত্রিপুরা নামই যে প্রসিদ্ধ, তাহা শাস্ত্রকারের দ্বারাও স্বীকৃত হইতেছে। আমরা শব্দকল্পদ্রুম হইতে ত্রিপুরার পীঠস্থান সম্বন্ধে শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করিব :—

"ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবতা ত্রিপুরামতা।
ভৈরবস্ত্রিপুরেশশ্চ সর্ব্বাভীষ্ট ফলপ্রদঃ॥"

উদ্ধৃত শ্লোক "তন্ত্রচূড়ামণি" নামক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। অথচ পীঠমালাতন্ত্রের কোন উল্লেখ শব্দকল্পদ্রুমে করা হয় নাই। ইহাতে "তন্ত্রচূড়ামণি"ই যে অধিক প্রামাণ্য তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

তন্ত্রচূড়ামণিতে দেবীর ত্রিপুর সুন্দরী নামের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরা নামের উল্লেখদ্বারা, এই 'ত্রিপুরা' নামের অনুসারেই যে দেশের নাম 'ত্রিপুরা' হইয়াছে, তাহা বুঝিতে আর কোন কষ্টই হয় না। কোষ গ্রন্থাদিতেও ত্রিপুরা নামই পাওয়া যায়, ত্রিপুর সুন্দরী নাম পাওয়া যায় না। পূজাপদ্ধতিও ত্রিপুরা নামেই উক্ত হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে 'ত্রিপুর সুন্দরী' নামটীর উল্লেখ আছে যথা :—

"অত এষা ব্রহ্মসং-বিত্তির্ভাবাভাবকলা বিনির্ম্মুক্তা চিদ্বিদ্যাদ্বিতীয় ব্রহ্মসং-বিত্তিঃ সচ্চিদানন্দলহরী মহাত্রিপুরসুন্দরী বহিরন্তরনুপ্রবিশ্য স্বয়মেকৈব বিভাতি।"

বহ্বৃচোপনিষৎ।

এখানে তিনি তান্ত্রিকদেবী নহেন, কিন্তু ব্রহ্মচৈতন্যরূপিণী মহাপ্রজ্ঞা। সম্ভবতঃ বিশেষ মাহাত্ম্য প্রকাশার্থই তান্ত্রিকদেবতা ত্রিপুরাদেবী, বৈদান্তিক 'ত্রিপুর সুন্দরী' নামে পরিচিতা হইয়া থাকিবেন।

রাজমালায় এইরূপে 'ত্রিপুরা' নাম সম্বন্ধে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা থাকিলেও মহাভারত উদ্ধার করিয়া 'ত্রিপুর' সম্বন্ধে উল্লেখের যে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়াই আমাদের মনে হয়। তথায় সভাপর্ব্ব হইতে একটী ও ভীষ্ম-পর্ব্ব হইতে একটী এই দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা নিম্নে রাজমালায় শ্লোক দুইটী যেরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে, সেইরূপেই উদ্ধৃত করিতেছি :—

"ত্রিপুরং স্ববশেকৃত্বা রাজানমমিতৌজসম্।
নিজগ্রাহ মহাবাহুস্তরসা পৌরবেশ্বরঃ ॥"
"প্রাগ্‌জ্যোতিষাদনু নৃপঃ কোশলোঽর্থী বৃহদ্বলঃ।
মেখলৈস্ত্রৈপুরশ্চৈব বর্ব্বরৈশ্চ সমন্বিতঃ ॥"

এই দুইটী শ্লোকেরই পাঠে অশুদ্ধি আছে বলিয়া আমরা মনে করি। প্রথমটীতে 'ত্রিপুরং' স্থলে 'ত্রৈপুরং' * হইবে এবং দ্বিতীয়টীতে 'ত্রৈপুরশ্চৈব' স্থলে 'ত্রৈপুরৈশ্চৈব' হইবে। প্রথম স্থলে 'ত্রৈপুর' ত্রিপুরের দেশকে বুঝাইতেছে এবং দ্বিতীয় স্থলে 'ত্রৈপুর' ত্রিপুরের বংশীয় ও লোকদিগকে বুঝাইতেছে। প্রথমটী সহদেবের দক্ষিণ দিগ্বিজয়ের বর্ণনা। ত্রিপুরের রাজ্যও দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে বা অগ্নিকোণেই অধিষ্ঠিত ছিল। দ্বিতীয় শ্লোকে প্রাগ্‌জ্যোতিষও কোশলের সহিত 'ত্রৈপুরে'র উল্লেখ দ্বারা, ত্রৈপুরগণ যে কিরাত রাজ্যের ত্রিপুরেরই বংশীয় ছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। যাহা হউক ত্রিপুরের বংশধরগণ তাঁহার নামানুসারে যে 'ত্রিপুর' বা 'ত্রৈপুর' নামে আখ্যাত হইত এবং তাহাদের রাজ্য বা দেশ 'ত্রৈপুর' নামে পরিচিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণই আমরা এখানে পাইতেছি। বিশেষতঃ মহাভারতের সময়েও

যে ক্রুহ্যবংশীয়গণ ত্রিপুরায় সমাগত না হইয়া, কিরাত বা ত্রৈপুর দেশেই অবস্থিত ছিলেন, ইহার প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে কিরাত বা ত্রৈপুর রাজ্যের রাজা ত্রিপুরপুত্র ত্রিলোচনের পক্ষে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত হওয়া যে, অসম্ভব ছিল না, তাহারও প্রমাণ আমরা পাইতেছি।

পুরাণেও যে ত্রৈপুর নামেরই উল্লেখ আছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বচন হইতেই জানিতে পারা যায় :—

"বরেন্দ্র তাম্রলিপ্তঞ্চ হেড়ম্ব মণিপুরকং।
লৌহিত্যত্রৈপুরঞ্চৈব জয়ন্তাখ্যং সুসঙ্গকম্ ॥"

বিশ্বকোষধৃত ভবিষ্যপুরাণীয় ব্রহ্মখণ্ড।

তন্ত্রের বর্ণনায়ও ত্রৈপুর নামেরই উল্লেখ রহিয়াছে :—

"শ্বেতগিরিং ত্রৈপুরং নীলপর্ব্বতম্।
কামরূপাভিধোদেশো গণেশগিরিমূর্দ্ধনি ॥"

শব্দকল্পদ্রুমধৃত শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে ৭ম পটল।

ভবিষ্যপুরাণে "লৌহিত্য, জয়ন্ত, সুসঙ্গ" প্রভৃতির সহিত একত্র উল্লেখের দ্বারা এবং শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে কামরূপের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণনাদ্বারা কপিলতীরবর্ত্তী স্বর্ণগ্রামের স্থানে অধিষ্ঠিত কিরাতরাজ্যই ত্রৈপুর নামে কথিত হইত তাহাই বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

রাজমালার গ্রন্থকার, কিরাতরাজ ত্রিপুর ও পীঠেশ্বরী ত্রিপুরা দেবীর মধ্যে একটী অযথাযোগ কল্পনা করিয়া ইতিহাসকে বিশেষ জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। এই দুইটীকে পৃথক্ রাখিলে, ইতিহাসের কিরূপ সরলতা সম্পাদিত হয়, তাহা আমাদের আলোচনা হইতে অবশ্যই প্রকাশ পাইবে। রাজা ত্রিপুর কিরাতদেশকে "ত্রৈপুর" নাম

প্রদান করিয়াছিলেন, আর ত্রিপুরা দেবী প্রবঙ্গদেশকে ত্রিপুরা নাম প্রদান করিয়াছিলেন, ইহাই আমাদের দ্বারা স্থূলতঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

রাজমালায় পীঠস্থানের যে প্রমাণ উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আমরা অযথাযোগ বলিয়া যে মন্তব্য করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ রাজমালায়ই রহিয়াছে। রাজমালার 'গোবিন্দমাণিক্য খণ্ডে' লিখিত হইয়াছে যে পুরাতন রাজমালা সংশোধনক্রমেই ত্রিপুরা নামের প্রমাণ যোজিত হইয়াছে :—

"পুরাতন রাজমালা আছিল রচিত।
ত্রিপুরা রাজ্যের নাম ত্রিপুর যে মতে।
ত্রিপুর রাজার প্রমাণ না লিখিছে তাতে॥"

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ঐ স্থানের পক্ষে অসংলগ্ন হইবে বলিয়াই, পুরাতন রাজমালায় পীঠমালার প্রমাণটী উদ্ধৃত করা হয় নাই। পীঠমালার প্রমাণটী পুরাতন রাজমালাসঙ্কলন কর্ত্তাদিগের অপরিজ্ঞাত ছিল, এরূপ কথনই মনে করা যাইতে পারে না।

পীঠস্থান আমাদের নিকট শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মের সম্মিলনক্ষেত্র বলিয়াই বোধ হয়। পুর্ব্বে ত্রিপুরায় শৈবধর্ম্মেরই প্রাধান্য ছিল। যে ত্রিপুরাপর্ব্বতে আমরা 'বেতলিঙ্গ শিব' নামে চূড়ায় নাম প্রাপ্ত হই, তথায়ই ত্রিপুরা দেবীর পীঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়া শিব ও শক্তি দেবীর সম্মিলনই প্রমাণিত করিতেছে। তাহাতেই ত্রিপুরাদেবীর সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরেশ ভৈরবও একত্রই সন্নিবিষ্ট হইয়াছেন। প্রত্যেক পীঠস্থানেই এইরূপে শিব ও শক্তি সম্মিলিত হইয়া শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মের সমন্বয়ের প্রমাণ প্রদান করিতেছেন। ত্রিপুরা দেবীর পীঠস্থান গোমতীনদীতেই

তীরে অবস্থিত। এই প্রকারেই গোমতী প্রদেশ ত্রিপুরা নামে খ্যাত হইয়াছে।

পীঠস্থানের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত "যশোহর ও খুলনার ইতিহাসে" অতীব সারবান্ মন্তব্য প্রাপ্ত হই। তাহা আমরা আমাদের বক্তব্যের সমর্থনকল্পে এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"হিন্দু-তান্ত্রিকতা বৌদ্ধধর্ম্মে এমনভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পড়িল যে, দেবদেবীর সংখ্যা যেন হিন্দুধর্ম্মের অপেক্ষাও বৌদ্ধধর্ম্মে অধিক হইবার উপক্রম হইল। ইহাই দেখিয়া হিন্দুদের প্রাচীন আগম শাস্ত্রের পুনঃ সংস্কার আরম্ভ হইল। হিন্দুর তান্ত্রিকতা আবার জাগিয়া উঠিল। নানাস্থানে তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত হইল। গুপ্ত সম্রাট্‌গণ এই হিন্দু-তান্ত্রিকতার পুনরুত্থানযুগে তদীয় প্রবল পৃষ্ঠপোষক হইলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন সতীর ছিন্নদেহ হইতে যে সকল পীঠমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা এই যুগেই হয়। আমাদের মনে হয়, সে সকল পীঠমূর্ত্তি ইহা অপেক্ষাও প্রাচীন। তবে সেই পীঠস্থানগুলিতে এই যুগে মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়া রীতিমত পূজাপদ্ধতি প্রচলিত হওয়া বিশেষ সম্ভবপর।" ১৭৯ পৃঃ।

গুপ্ত সম্রাট্‌গণ চতুর্থ শতাব্দী হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং পীঠস্থানের উৎপত্তি ইহার মধ্যে বা ইহারও পুর্ব্বে হয়, তাহাই আমরা উদ্ধৃত মন্তব্য হইতে জানিতে পারিতেছি।

ত্রিপুরা নামের আরও দুইটী ব্যাখা আমরা দুই জন ঐতিহাসিকের গ্রন্থে প্রাপ্ত হই। আমরা এস্থলে সেই ব্যাখ্যা দুইটীর উল্লেখ করা কর্ত্তব্য বোধ করি।

"কমলাঙ্ক (কুমিল্লা) চট্টল এবং বর্দ্মণক (বা বুসাং) এই তিনটী পুর হইতে ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি।" ৩০৭ পৃঃ।

প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার তদীয় "প্রাচীন সভ্যতা" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"ভারতবর্ষের পূর্ব্বভাগে কমিলা (কমিল্লা), চট্টল (চট্টগ্রাম), এবং আরাকান লইয়া দ্রবিড়দিগের ত্রিকলিঙ্গ রাজ্যের একটী উপরিভাগ সৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তখনও কমিলার পার্ব্বত্য প্রদেশ, শিলাচট্টল (শ্রীহট্ট বা সিলেট) এবং মণিপুর প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে কিরাতদিগের অধিকারে ছিল। ত্রিপুরার 'রাজমালা' গ্রন্থে পাওয়া যায় যে ত্রিপুরাদেশ প্রথমে কিরাত রাজ্য ছিল। আলোসন্ধ (শিলং) দেশও সম্ভবতঃ কিরাত-জাতির অধিকৃত ছিল*। যখন ঐ ভুভাগের অধিকাংশ স্থল আর্য্যের অধিকারে আসিয়াছিল, তখন প্রাচীন ত্রিরাজ্যের নামের ঐতিহ্যে চট্টগ্রাম, কমিলা এবং ত্রিপুরা লইয়া নূতন ত্রিপুরারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল॥" ৮৪পৃঃ।

উদ্ধৃত মতদ্বয়ে ত্রিপুরা নামের প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া না গেলেও আমরা এই ঐতিহাসিক তথ্য তাহা হইতে লাভ করিতে পারি যে, ত্রিপুরা এক সময়ে কিরাত ও কমিলা বা কমলাঙ্ক হইতে স্বতন্ত্র প্রদেশ ছিল, কালে ইহার পরিসর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া একদিকে শ্রীহট্ট, অপর দিকে কমলাঙ্ক, চট্টগ্রাম ও আরাকান ইহার অঙ্গীভূত হইয়া সমস্তই এক ত্রিপুরারাজ্য নামেই পরিচিত হয়। এইরূপে প্রাচীন ভারতের প্রায় সমগ্র পূর্ব্ব সীমাই যে, ত্রিপুরারাজ্য দ্বারাই ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়।

ত্রিপুররাজগণ রাজ্যবিস্তারক্রমে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তত্তৎরাজ্যের নাম পরিবর্ত্তন বিশেষরূপে লক্ষণীয়। প্রথমে তাঁহারা ত্রিবেগে কিরাতরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই কিরাতরাজ্য তাঁহাদের আদিপুরুষ ত্রিপুরের নামে খ্যাত হয়। ত্রিবেগের পর তাঁহারা থলংমা ও ছাম্বুলে রাজ্যস্থাপন করেন। তাঁহাদের রাজ্য, কপিলনদীর নামে কাপিল রাজ্য নামে খ্যাতি লাভ করে। সেই রাজ্যের 'সুহ্ম' নামের পরিচয়ও জানা যায়।* তাঁহারা সর্ব্বশেষ ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠিত হন। ত্রিপুরা 'প্রবঙ্গ'নামেও অভিহিত হইত। তাঁহাদের অধিষ্ঠান হইতে ত্রিপুরা নামই বিশেষরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। ত্রিপুরারাজ্যের পূর্ব্বতন তিনটী রাজ্যই যে বিশেষ অসভ্য রাজ্য ছিল, তাহাদের নামেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। ত্রিপুর রাজগণের সংস্রব হেতুই পুরাণাদিতে সভ্যনামে ইহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতে ত্রিপুররাজগণের আর্য্যপ্রভাবের বিশেষ প্রমাণই পাওয়া যায়।

১৮। ত্রিপুরাব্দ।

ত্রিপুরায় একটী অব্দ প্রচলিত আছে। প্রচলিত বাঙ্গালা সনের সহিত ত্রিপুরাব্দের ৩ বৎসর মাত্র অন্তর। অর্থাৎ ত্রিপুরাসন বাঙ্গালা সন অপেক্ষা তিন বৎসর বেশী। সুতরাং বাঙ্গালা সন হইতে ত্রিপুরা সনের প্রাচীনত্ব সূচনার্থ বাঙ্গালা সনেরই তিন বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী করিয়া ত্রিপুরাসনটী কল্পিত হইয়াছে, কেহ কেহ এরূপ মনে করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে।

এতৎ সম্বন্ধে যে ঐতিহাসিক মত প্রচলিত আছে, প্রথমে আমরা তাহাই উদ্ধৃত করিব। বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ তদীয় রাজমালায় এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

---

* [illegible]

"প্রবাদ অনুসারেই জনৈক প্রাচীন ত্রিপুর নরপতি দিগ্বিজয় উপলক্ষে গঙ্গার পশ্চিম তীরে বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া, সেই ঘটনা চির-স্মরণীয় করিবার জন্য একটী অব্দ প্রবর্ত্তিত করেন। ইহাই অধুনা ত্রিপুরাব্দ নামে পরিচিত।"

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক Sir Roper Lethbridge তদীয় "The Golden Book of India" নামক গ্রন্থে এই বিষয়ে এইরূপ লিখিয়া-ছেন :—

"Eighty eighth in descent from Chandra was Raja Birraj, who introduced the Tipperah Era, used in the Rajmala or Chronicles of the kings of Tipperah."

উপরি উদ্ধৃত স্থল হইতে কৈলাস বাবুর উল্লিখিত প্রবাদের ত্রিপুরা রাজার নাম "বীররাজ" বলিয়াই বোধ হয়।

বিশ্বকোষকার ত্রিপুরার সন সম্বন্ধে একটী বিচার করিয়াছেন। সেই বিচারটী আমরা এখানে উদ্ধৃত করা কর্ত্তব্য বোধ করি :—

"এই ত্রিপুরাব্দ ত্রিপুরার রাজাদিগের নিজ প্রতিষ্ঠিত অব্দ। ইহা কাহাকর্ত্তৃক কোন্ সময় প্রতিষ্ঠিত হয়, কিছুই জানা যায় না। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যু হয়, তখন ত্রিপুরাব্দ ১২৭২। সুতরাং খৃষ্টাব্দে ও ত্রিপুরাব্দে ৫৯০ বৎসরের অন্তর। অতএব খৃষ্টীয় ৬৮২ অব্দে প্রথম ত্রিপুরাব্দ প্রচলিত হয়। তাহা হইলে ঈশানচন্দ্রের মৃত্যুকাল হইতে ১১৮০ বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরাব্দ প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল। ১১৮০ বৎসরে ৩৫।৩৬ পুরুষ ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলে, মহারাজ শিবরাজ বা দেবরাজের সময় ত্রিপুরাব্দ প্রচলিত হইয়া থাকিবে।"

উল্লিখিত কোন মতই আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

সুতরাং তদনুসারে কোন অব্দ পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে না।

লেথ্‌ব্রিজ সাহেব বীররাজের সময় ত্রিপুরাব্দ প্রচলন হয়, মত প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে ত্রিপুর রাজবংশের ৮৮ম পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু রাজমালার বংশ পরিগণনায় বা বিশ্বকোষ প্রদত্ত বংশ তালিকায় ৮৮ম স্থলে কোন বীররাজেরই উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। রাজমালায় আমরা ৪৪শ পুরুষে এক বীররাজ এবং ২১শ পুরুষে এক বীররাজের নাম প্রাপ্ত হই। বিশ্বকোষেও ৪০শ পুরুষ ও ২০শ পুরুষে বীররাজের নাম পাওয়া যায়। রাজমালার সহিত বিশ্বকোষ বংশাবলীর একরূপ মিলই দেখা যায়।

বিশ্বকোষকার যে দেবরাজকে বা শিবরাজকে ত্রিপুরাব্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহারা বংশ তালিকায় যথাক্রমে ৭৫ ও ৭৬ স্থানীয়রূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছেন। রাজমালায় ও আমরা উভয়কেই যথা ক্রমে ৭৫ ও ৭৬ স্থানীয় রূপেই সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাই। কিন্তু ইহাদের কাহারও সম্বন্ধেই কোন স্মরণীয় ঘটনারই উল্লেখ রাজমালায় পাওয়া যায় না। অব্দ প্রচলনের জন্য যে স্মরণীয় কোন অভূত পূর্ব্ব ঘটনার প্রয়োজন হইবে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বিশেষ স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ দূরের কথা, সাধারণ স্মরণীয় ঘটনা ও যখন বিশ্বকোষকার অনুমিত অব্দ প্রবর্ত্তক রাজদ্বয়ের সম্বন্ধে উল্লিখিত হয় নাই, তখন তাঁহাদিগকে কিরূপে অব্দ প্রবর্ত্তক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে? বিশ্বকোষকার এ সম্বন্ধে তুষ্ণীম্ভাব প্রদর্শন করিয়া প্রকারান্তরে আপনার প্রচলিত মতের অদৃঢ়তাই স্বীকার করিয়াছেন।

আমরা এস্থলে ত্রিপুরাব্দ সম্বন্ধে একটী অভিনব মত প্রচারেই সাহসী হইতেছি। আমরা মনে করি যে, কপিল প্রদেশের দ্বিতীয়

প্রতিষ্ঠা হইতেই ত্রিপুরাব্দের প্রচলন আরম্ভ হয়। ইহা বলা বোধ হয় কখনই অত্যুক্তি হইবে না যে, ত্রিপুর রাজবংশের এতদপেক্ষা অধিক স্মরণীয় ঘটনা আর কিছুই সম্ভবপর হইতে পারে না। মহারাজ প্রতীতের সময়ই ত্রিপুর রাজগণ কপিল প্রদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্রিপুরায় আসিয়া অধিষ্ঠিত হন। ত্রিপুরাব্দ ত্রিপুরায় প্রথমাধিষ্ঠানেরই সময় জ্ঞাপন করিতেছে।

গৌড়ের ইতিহাস লেখক প্রথিতনামা ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীও ত্রিপুরারাজ্যস্থাপনের সময়কেই ত্রিপুরাব্দপ্রবর্ত্তনের সময় বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "৬৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ত্রিপুরাব্দ গণিত হয়। সম্ভবতঃ উক্ত খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ্য স্থাপিত হয়।" গৌড়ের ইতিহাস ২২পৃঃ।

রজনী বাবু এখানে খৃষ্টাব্দে ভুল করিয়াছেন। উহা ৫৯০ হইবে। কারণ খৃষ্টাব্দ হইতে ত্রিপুরাব্দ বাদ দিলেই উহা পাওয়া যাইতে পারে। বিশ্বকোষকারও এই ভুলই করিয়াছেন।

বিশেষতঃ আমাদের নির্দ্ধারিত সময়ের সহিত সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনার যেরূপ সামঞ্জস্য হইতে পারে, বিশ্বকোষকার বা গৌড়ের ইতিহাস লেখকের সময়ের সহিত সেরূপ সামঞ্জস্য হইতে পারে না।

সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হুয়েন্ সিয়াং ৭মশতাব্দীর প্রারম্ভে কমলাঙ্ক বা কুমিল্লা প্রদেশকে একটী স্বতন্ত্র রাজ্য দেখিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া তদীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে ত্রিপুরার অধিকারের কোন উল্লেখ নাই। বস্তুতঃ আমরা ত্রিপুরাব্দের প্রমাণ হইতে ৬ষ্ঠশতাব্দীতে ত্রিপুর রাজগণ যে প্রবঙ্গ বা বর্ত্তমান ত্রিপুরার উত্তরাংশে অধিষ্ঠিত হন, তাহাই বুঝিতে পারি, তাঁহারা যে তদ্দক্ষিণে অগ্রসর হন এরূপ বুঝিতে পারি না। প্রতীতের পরবর্ত্তী চতুর্থ

জয় করেন বলিয়া রাজমালায় বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইলে প্রতীতের পর অর্থাৎ ত্রিপুরাব্দ প্রবর্ত্তনের অন্যূন ১০০ বৎসর পরই রাঙ্গামাটিদেশে যুঝার অভিযান করেন। ইহাতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষে রাঙ্গামাটি অধিকৃত হয় বলিয়াই বুঝা যায়। সুতরাং কমলাঙ্ক যে সপ্তম শতাব্দীতে স্বাধীন রাজ্যরূপে বর্ত্তমান থাকিবে, তাহা ঐতিহাসিক সত্যরূপেই প্রমাণিত হইতেছে।

প্রতীত শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ বিখ্যাত। অব্দ প্রবর্ত্তনের অনন্যসাধারণ খ্যাতি হইতেই, তাঁহার এই নামটী পরে কল্পিত হওয়া অসম্ভব বোধ হয় না। তাঁহার নামে যে 'রাজমালায়' এক খণ্ডের 'প্রতীত খণ্ড' নাম করণ হইয়াছে, তাহাও তদীয় খ্যাতির পরিচায়ক।

ত্রিপুরাব্দ সম্বন্ধে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী নিম্নোদ্ধৃত রূপ মন্তব্য করিয়াছেন :—

"প্রতীতের পুত্র মিরিছিম, তৎপুত্র গগণ, তাঁহার পুত্র নওরায় বা নবরায়, তৎপুত্র জুজারুফা (যুদ্ধজয়রাজ বা হিমতিছ)। ইনি রাঙ্গামাটি জয় করতঃ, তথায় এক নূতন রাজবাটী স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি নবদেশবিজয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে আদিপুরুষের নামানুসারে ত্রিপুরাব্দের প্রচলন করেন। সম্ভবতঃ এই সময় হইতে তদীয় নবজিতরাজ্য ত্রিপুরা অভিধা প্রাপ্ত হয়।" ৪৯পৃঃ।

জুজারুফা প্রতাতেরই চতুর্থ পুরুষ। আমরা যে স্থলে চারি পুরুষ পূর্ব্বে প্রতীত হইতে ত্রিপুরাব্দপ্রচলনের অনুমান করিয়াছি, তৎস্থলে অচ্যুতবাবু চারিপুরুষ পরে, জুজারু হইতে উহা প্রচলনের অনুমান করিতেছেন। কিন্তু তিনি ত্রিপুরাব্দ ও ত্রিপুরা প্রদেশের নাম প্রচলন সম্বন্ধে যে অনুমান করিয়াছেন, তাহা তাহা যেন ঐতিহাসিক প্রণালীতে না করিয়া অনেকটা [illegible]

আদিপুরুষ ত্রিপুরের নামে কেন অব্দ প্রচলিত হইবে, কেনই বা রাঙ্গামাটি ত্রিপুরা আখ্যা প্রাপ্ত হইবে, তদীয় বক্তব্যে তাহার সন্তোষ জনক কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাহা হউক তদীয় অব্দ সম্বন্ধে অনুমান আমরাঐতিহাসিক সত্যের নিকটবর্ত্তী বলিয়াই মনে করি।

বাবু পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তদীয় "বাঙ্গালার পুরাবৃত্তে" ত্রিপুরাব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে, একটী মত প্রচার করিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করা কর্ত্তব্য মনে করি :—

"৫৯০ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরাব্দ আরম্ভ হয়। সম্ভবতঃ, কাম্বোজগণ ত্রিপুরা আক্রমণ ও জয় করিয়া ঐ অব্দ প্রচলিত করে।" এই মতটীকে আমরা আমাদের মতের বিশেষরূপ পরিপোষক বলিয়া মনে করি। কাম্বোজ আমাদের নিকট কিরাতেরই নামান্তর বলিয়া বোধ হয়। বিশ্বকোষকার কাম্বোজের শিলালিপিতে কাম্বোজের স্থলে 'কিরাত' নামের উল্লেখ পাইয়াছেন। তাহা হইলে কিরাত কর্ত্তৃক ত্রিপুরা জয়ই কাম্বোজ কর্ত্তৃক ত্রিপুরা জয় বলা হইতে পারে। বিশেষতঃ রাজমালায় কাম্বোজজয়ের কোন কথাই নাই, কিরাত জয়ের কথাই আছে। সুতরাং কিরাতকর্ত্তৃক ত্রিপুরা জয় হইতেই ত্রিপুরাব্দের প্রথম প্রবর্ত্তন হইয়াছে, আমাদের এই মতের আশ্চর্য্য সমর্থনই এখানে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। *

---

* কাম্বোজাদগের জয় সম্বন্ধে ভিন্সেণ্ট সিমথ তদীয় ইতিহাসে দশম শতাব্দীর শেষ ভাগই সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত পরেশ বাবুর প্রভূত পার্থক্যই দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্সেণ্ট স্মিথ দেখিয়াছেন :—

"During the latter part of the tenth century the rule of the Pala kings was interrupted by the intrusin of hill men, known as Kambojas,

পুরাণের সহিত ঐক্য করিয়া দেখিলেও ত্রিপুরাব্দ সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্তের সঙ্গতিই দেখিতে পাওয়া যাইবে। আমরা "পুরাণে কপিল রাজ্যের উল্লেখ" নামক প্রসঙ্গে দেখিতে পাইয়াছি যে, ভোজ রাজ্য হীনবল হইয়া পড়িলে, ইন্দ্রপ্রস্থে অনঙ্গপাল ও কান্যকুব্জে জয়চন্দ্রের অভ্যুদয় ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে কপিলরাজ্যেরও অভ্যুত্থান হয়। অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে ও নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে অনঙ্গপাল ও জয়চন্দ্র বর্ত্তমান ছিলেন। ত্রিপুরাব্দ ৫৯০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে প্রতীতের সময় আরম্ভ হয়। তখন হইতেই ত্রিপুরা রাজ্যের সমৃদ্ধির সময়। যুঝারের সময় সেই সমৃদ্ধি চরম সীমা আরোহণ করে। যুঝার প্রতীতের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। সুতরাং প্রতীত ও যুঝারের মধ্যে প্রচলিত ঐতিহাসিক গণনায় অন্ততঃ ১৩৩ বৎসরের ব্যবধান হয়। তাহাতে যুঝারের সময় অষ্টম শতাব্দীরই মধ্যে যাইয়া পড়ে। তাহা হইলে যুঝার, অনঙ্গপাল ও জয়চন্দ্রের সমসাময়িকই হন। ইহা হইতে পুরাণ বর্ণনা আশ্চর্য্যরূপেই সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হয়।

পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক ঘটনার প্রমাণ দ্বারাও ত্রিপুরাব্দ সম্বন্ধে মীমাংসার যাথার্থ্য নির্ণীত হইতে পারে। সিংহতুঙ্গফার (ছেংথুম্ফার) সময় গৌড়ের সহিত যে ত্রিপুরার প্রবল বিরোধ উপস্থিত হয়, তৎকালে গৌড়েশ্বর কে ছিলেন, বাঙ্গালার পুরাবৃত্তে শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এইরূপে তাহার তথ্য নির্ণয় করিয়াছেন :—

"রাজমালাগ্রন্থে গৌড়রাজের নামোল্লেখ নাই বটে, কিন্তু উক্ত গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, সিংহতুঙ্গফার প্রপৌত্র রত্নফা তোঘ্রেল

---

by an inscribed pillar at Dinajpur, erected apparently in A. D. 966" "Early History of India" 4th Edition p 414.

খাঁর সমসাময়িক। সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, লক্ষ্মণসেনের সময়ই গৌড়ও ত্রিপুরসৈন্যের সঙ্ঘর্ষ ঘটে।" ২৮৬পৃ

পরেশবাবু লক্ষ্মণসেনের রাজ্য কাল ১১৬৯ খৃঃ হইতে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রতীতের পর চতুর্ব্বিংশ (২৪শ) পুরুষপরে সিংতুঙ্গফা রাজ্যপ্রাপ্ত হন। এই ২৪ জন রাজার মধ্যে এক জনকফা ব্যতীত আর কাহারও সম্বন্ধেই কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা জানা যায় না। বিশ্বকোষকার লিখিয়াছেন :—

"মহারাজ প্রতীরের পর আর চারিজন রাজা হন। ইহাদের সময়ের কোন ঘটনা প্রকাশ নাই। তৎপর মহারাজ জনকফা রাজা হন। ইনি বড় যুদ্ধকুশল ছিলেন। ইহার পর বিশজন রাজা হন। তাঁহাদের নাম মাত্র ইতিহাসে আছে।" ইহাঁদের এই স্বল্পকাল রাজত্ব হেতু ইহাঁদের কাল গণনায় ৩ পুরুষে এক শতাব্দীর পরিবর্ত্তে ৪ পুরুষে এক শতাব্দী অনায়াসেই ধরা যায়। তাহা হইলে ২৪ পুরুষে মোটামুটি ৬০০ বৎসর হয়। ইহার সহিত প্রতীতের সময় ৫৯০ খৃষ্টাব্দ যোগ করিলেই সিংহতুঙ্গফার সময় পাওয়া যাইতে পারে। এই যোগফল ১১৯০ খৃষ্টাব্দ হয়। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালের খৃষ্টাব্দের সহিত ইহার সুন্দর সামঞ্জস্যই সঙ্ঘটিত দেখিতে পাওয়া যায়।

ত্রিপুরাব্দের উৎপত্তির সহিত ভাগরথীর পশ্চিমতীরে ত্রিপুরার বিজয়ের ও বীররাজের সহিত যোগের যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে কি সমাধান করা যায়, তাহাই আমরা এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিব। 'বীররাজ' আমাদের নিকট 'যুঝারের' নামান্তর বলিয়াই বোধ হয়। যুঝার যে 'যোদ্ধৃ' বা 'যোদ্ধারই' অপভ্রংশ তাহা আমরা বলিয়াছি। সুতরাং গৌরবখ্যাপনের জন্য তিনি 'বীররাজ' নামে অভিহিত হইবেন ইহা সম্পূর্ণই সম্ভবপর। তাঁহার সহিত

ত্রিপুরাব্দের যোগ, তাঁহার অধিক প্রসিদ্ধি হেতুই হইয়া থাকিবে। বস্তুতঃ ত্রিপুরাব্দ তৎপূর্ব্বেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাঁহার সময়ে ইহার সমধিক প্রচলন হয়, ইহাই মনে করা যাইতে পারে।

রাঙ্গামাটিদেশের বিজেতা বলিয়াই যুঝার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যশস্বী হইয়াছিলেন। গঙ্গার পশ্চিমতীরে মুর্শিবাদের নিকটে রাঙ্গামাটি নামে একটী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানের কথাই জানা যায়। আমরা মনে করি যুঝার বা বীররাজ কর্ত্তৃক বিজয়ের দ্বারাই তাঁহার পূর্ব্ববিজয়ের স্মৃতিতে বিজিত স্থানের নাম রাঙ্গামাটি রাখা হইয়াছিল।

যখন ত্রিপুররাজ বীররাজ কর্ত্তৃক ভাগীরথীর পশ্চিমতীর জয়ের কথা আছে এবং তথায় তাঁহার পূর্ব্ববিজিত রাঙ্গামাটিদেশের নামে রাঙ্গামাটি স্থানও পাওয়া যাইতেছে, তখন তাঁহার সহিত ইহার কোনরূপ যোগ থাকিতে পারে, ইহা সহজেই মনে হয়।

শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রাঙ্গামাটি নামে একটী প্রদেশেরই উল্লেখ করিয়াছেন :—

"মুর্শিদাবাদ হইতে রঙ্গপুর এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ এই সমস্ত প্রদেশ একসময়ে রাঙ্গামাটি বলিয়া কথিত হইত।" বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত ১৪৫ পৃঃ

পূর্ব্বে * আমরা ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্রেরতীরে রাঙ্গামাটির সহিত ত্রিপুর রাজদিগের রাঙ্গামাটির যোগের বিষয় আলোচনা করিয়াছি।

উপরে গঙ্গার পশ্চিমতীরের সহিত যোগের কিম্বদন্তী ও পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে উল্লিখিত সমগ্র রাঙ্গামাটি প্রদেশটীরই ত্রিপুররাজ-গণের সহিত যোগ মনে করা যাইতে পারে কিনা, তাহা ঐতিহাসিক-গণই বিচার করিবেন।

---

* "রাঙ্গামাটিতে অবস্থানকালে দেশ জয়ও রাজ্য বিস্তার"।

১৯। ত্রিপুরার রাজচিহ্ন।

রাজমালা পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ত্রিপুরার রাজচিহ্নেরও একটী ইতিহাস আছে। রাজমালামতে মহারাজ ত্রিলোচনের সিংহাসনারোহণেই রাজচিহ্নের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। আমরা এস্থলে সেই বর্ণনাটী উদ্ধৃত করিতেছি :—

"ধরাইল নবদণ্ডছত্র শিরোপরে ॥
বসাইল সিহাংসনে মোহর মারিল ॥
শিবআজ্ঞা অনুসারে দ্বিধ্বজ করিল ॥
চন্দ্রেরবংশেতে জন্ম চন্দ্রের নিশান।
শিবৌরসে জন্ম ত্রিশূলধ্বজতান ॥
সেহেতু ত্রিপুররাজা হয়ে দুই ধ্বজ ॥"

এখানে রাজদণ্ড, রাজছত্র, চন্দ্রও ত্রিশূলধ্বজের উল্লেখ যেমন দেখা যাইতেছে; তেমনই সিংহাসনের উল্লেখও মুদ্রাঅঙ্কনের উল্লেখও দেখা ইতেছে। চন্দ্রও ত্রিশূলধ্বজের পরিষ্কার ব্যখ্যাই প্রদত্ত হইয়াছে। ত্রিলোচন হইতেই রাজচিহ্নের প্রচলন আরম্ভ হয়, বিশ্বকোষকার স্পষ্টাক্ষরে ইহাই মত প্রকাশ করিয়াছেন :—

"দশমবর্ষ বয়সে ত্রিলোচন রাজা হন। ইনিই ত্রিপুরপতিগণের মধ্যে রাজচিহ্ন, ধবলছত্র, ও আরঙ্গী প্রথম ব্যবহার করেন। তদবধি আজ পর্য্যন্ত উহা চলিয়া আসিতেছে।"

অভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিত চিহ্নসকল যে রাজার সম্মান ও সম্পদেরও সাধারণ চিহ্নরূপে পরিণত হয়, তাহাও আমরা ত্রিলোচনের হেড়ম্ব রাজ্যে বররূপে গমনের সজ্জার বর্ণনায় দেখিতে পাই :—

"তৃষিত চাতক যেন মেঘ জল পাইল।
ত্রিলোচন দেখিয়া হেড়ম্ব তুষ্ট হৈল॥
চন্দ্রধ্বজ ত্রিশূলধ্বজ অগ্রেতে নিশানা॥
সঙ্গে যত লোক চলে নাহিক গণনা॥
নবদণ্ড শ্বেতছত্র আরঙ্গী গাওল।
পাত্র মন্ত্রী সঙ্গে গেল আনন্দ বহুল॥"

বর্ত্তমান রাজচিহ্নসকলের সহিত তুলনা করিলে, কিন্তু একটী প্রধান চিহ্নের অভাব বিশেষরূপেই লক্ষিত হয়। বর্ত্তমান রাজচিহ্নসকলের মধ্যে 'মীন-মনুষ্য' একটী প্রাচীন চিহ্ন। প্রাচীনচিহ্নসকলের মধ্যে ইহার কোন উল্লেখই দৃষ্ট হয় না। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক সার্ রোপার্ লেথ্ব্রিজ এই চিহ্নটিকে ত্রিপুররাজকুলের বিশিষ্ট বংশচিহ্ন বলিয়াই মনে করিয়াছেন। আমরা তদীয় মন্তব্য এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"The family cognisance is the device of a figure half-man, half-fish, said to be derived from the figure of fish very widely borne on their flags by ancient Rajput chiefs." The Golden Book of India.

লেথ্ব্রিজ মহোদয় যে, মীন-মনুষ্য চিহ্নটীকে ত্রিপুররাজাদিগের বিশেষ বংশচিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপেই গ্রহণ করি। কিন্তু তিনি যে, ইহা রাজপুতরাজাদিগের চিহ্ন হইতে অনুকৃত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। তিনি রাজপুতদিগের এই চিহ্নটীকে স্থানান্তরে "Gangetic dolphin or sacred fish of the Hindus" এই বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। Dolphin শুশুক বা শিশুমৎস্যকেই বুঝায়। কিন্তু ইহার যে প্রতিকৃতি

তিনি প্রদান করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া ইহাকে শুশুক বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং তন্নির্দ্দেশিত Gengetic dolphin আমাদের নিকট 'মকর' বলিয়াই বোধ হয়। কারণ মকরই গঙ্গার বাহনরূপে প্রসিদ্ধ। সুতরাং দেবীগঙ্গার বাহন বলিয়া ইহাই পবিত্র বলিয়া কথিত হইতে পারে। কিন্তু মকর আর মীন-মনুষ্য এক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। যেহেতু মকরের সহিত মনুষ্যাকৃতির কোন সাদৃশ্যই নাই।* আমাদের মতে শিশু বা শৌ মৎস্যই প্রকৃত মীন-মনুষ্য এবং গঙ্গার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ না থাকিয়া বরঞ্চ ব্রহ্মপুত্রের সহিতই ইহার সম্বন্ধ আছে। যাহারা শিশুমাছ দেখিয়াছেন, তাহারাই ইহার মনুষ্য সাদৃশ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট সাক্ষ্য দিতে পারিবেন। যাহারা মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের সম্মিলিত জলপ্রবাহে নৌকাযোগে গমনাগমন করিয়াছেন, তাহারাই তাহাতে শিশুমৎসকে পুনঃ ২ উন্মজ্জিত ও নিমজ্জিত হইতে দেখিয়াছেন।

শিশুমৎস্যেরই নাম শিশুমার; ব্রহ্মপুত্রের সহিত শিশুমারের ঘনিষ্ঠযোগ আছে বলিয়াই, ব্রহ্মপুত্রের রূপ বর্ণনায়, শিশুমার তদীয় বাহনরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে আমরা সেই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"তস্যাং কালেতু সম্প্রাপ্তে সঞ্জাতোজলসঞ্চয়ঃ।
তন্মধ্যে তনয়শ্চাপি নীলবাসাঃ কিরীটধৃক্॥
রত্নমালাসমাযুক্তো রক্তগৌরশ্চ ব্রহ্মবৎ।
চতুর্ভুজঃ পদ্মবিদ্যাধ্বজ শক্তিধর স্তথা॥

---

* দাক্ষিণাত্যের পাণ্ডারাজাদিগের মৎস্যরূপ রাজ চিহ্নের উল্লেখ পাওয়া যায়— "The tiger-mark was the ensign of the Chola, just as the fish mark was that of the Pandya.", Dravidian India Vol. 1 by T. R. Seshu Jyengar p. 220.

শিশুমারশিরস্থশ্চ তুল্যকায়ো জলোৎকরৈঃ।
তজ্জাতঞ্চ তথাভূতং শান্তনুর্লোকশান্তনুঃ॥
চতুর্ণাং পর্ব্বাতানাং মধ্যদেশে স্থবীবিশৎ॥"

কালিকাপুরাণ ৮২ম অধ্যায়।

এখানে ব্রহ্মপুত্র শিশুমারের মস্তকারূঢ় বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন।

ব্রহ্মপুত্রের বাহন শিশুমারকে বিশেষ রাজচিহ্নরূপে গ্রহণ করিয়া ত্রিপুররাজগণ তাঁহাদের প্রথম ব্রহ্মপুত্রতীরে উপনিবেশ স্থাপনেরই ঐতিহাসিক নিদর্শন ধারণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মপুত্রতীরে অবস্থানকালে ত্রিপুররাজগণ সম্ভবতঃ এই চিহ্নটীর তেমন আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। কারণ ব্রহ্মপুত্রের সহিত সম্বন্ধ তখন সাক্ষাদ্ভাবেই বর্ত্তমান ছিল বলিয়া, চিহ্নদ্বারা তাহা সূচিত হওয়া সম্পূর্ণরূপেই নিষ্প্রয়োজন ছিল। ব্রহ্মপুত্র হইতে সরিয়া আসিলেই পূর্ব্ব স্থানের স্মৃতির নিদর্শনের প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহাতেই সম্ভবতঃ ত্রিলোচনের রাজচিহ্ন সকলের মধ্যে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার "প্রাচীনবঙ্গ ও তদধিবাসী" (Old Bengal and its peoples) বিষয়ে যে প্রবন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ত্রিপুরার মৎস্য চিহ্নটী প্রাচীন রাজচিহ্ন বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইহা ত্রিপুরার প্রাচীন বিজেতা দ্রাবিড়জাতীয় কলিঙ্গদিগের অনুকরণ বলিয়াই মনে করিয়াছেন। আমরা এস্থলে তাঁহার মতটী উদ্ধৃত করিতেছি :—

"The Tripura country or the Chittagong Division was once under the sway of the Telugus of Kalinga. It is highly interesting that not knowing them to be relics of

by-gone days, the present ruling chiefs of Tipperah use the ensigns of those old Rulers who are now almost forgotten in history. The ensign bearing the representation of a fish and the pan or betel-leaf shaped ensign are used among other ensigns on ceremonial occasions. Let me mention that fish has always been a subject of veneration and an emblem on the Royal Banner of a powerful section of the Dravidians."—'Dacca Reviw—April 1919.

এস্থলে শ্রীযুক্ত বিজয় বাবু দ্রাবিড়ীয়দিগের কেবল মৎস্য চিহ্নের কথাই বলিতেছেন, কিন্তু ত্রিপুরার চিহ্নটী কেবল মীন চিহ্ন নহে, ইহা মীন মনুষ্য চিহ্ন অর্থাৎ অর্দ্ধমীন অর্দ্ধমনুষ্য চিহ্ন। বিজয় বাবুর মন্তব্যে এই বিশিষ্ট চিহ্নের যখন পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, তখন ত্রিপুররাজদিগের আদি ব্রহ্মপুত্রতীরাধিষ্ঠানের স্মৃতিতে স্বতন্ত্রভাবে এই রাজচিহ্নটীর উৎপত্তি কল্পনা হইতেই যেন, আমরা ইহার অধিক সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হই।

শ্রীযুক্ত বিজয় বাবুর পুরাতত্ত্বানুসন্ধান হইতে আমরা অপর একটী রাজচিহ্ন সম্বন্ধে মূল্যবান্ তথ্যলাভ করিতে পারি। মীনচিহ্নের সঙ্গে ২ তিনি পান চিহ্নটীকেও ত্রিপুরার একটী প্রাচীন রাজচিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই চিহ্নটী এখনও রাজচিহ্নরূপে প্রচলিত দেখা যায়। বিজয় বাবু এইটীকে কিরাতদিগের জাতীয় চিহ্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—"A broad leaf is the emblem of the Kiratas, who now reside in the wild tracts of Kachar." Ibid.

প্রাচীন ত্রিপুর রাজদিগের কিরাতদিগের মধ্যে অধিষ্ঠান হইতে

বলিয়াই মনে হয়। পান চিহ্নটী যখন কিরাতদিগের চিহ্ন হইতেছে, তখন মীনমনুষ্য চিহ্নটীও কিরাতদেশের ব্রহ্মপুত্রের চিহ্ন হওয়াই অধিক স্বভাবিক হয়।

২০। ত্রিপুরা জাতি।

ত্রিপুরার পার্ব্বত্য একজাতি 'ত্রিপুরা' নামে পরিচিত। এই জাতির নামের দ্বারাই এই জাতির সহিত ত্রিপুরার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এই জাতি ত্রিপুরা রাজ্যের সহিত যেমন ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ, তেমনই ত্রিপুরার রাজবংশের সহিত ও ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ। সুতরাং ইহাদের এই সম্বন্ধের প্রকৃততথ্যের অনুসন্ধান ত্রিপুরারাজ্যের ইতিহাসের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়াই বিবেচিত হয়।

ত্রিপুরা নামটি জনপদ অর্থাৎ স্থানবাচক বলিয়া, লোকও বুঝাইতে পারে। সংস্কৃতভাষায় দেশের নামে লোকের নাম বুঝায়, ইহা বহুলরূপেই দেখা যায় যেমন—"অঙ্গাঃ বঙ্গাঃ কলিঙ্গাঃ" বলিলে 'অঙ্গদেশের লোক,' 'বঙ্গদেশের লোক', কলিঙ্গদেশের লোক', ইহাই বুঝিতে হয়। আমাদের কথিত ভাষায় ও এরূপ প্রচলন দেখা যায়, যেমন 'সিলেটি', 'বরিশালী' বলিলে, 'সিলেটের লোক', 'বরিশালের লোক', ইহাই সকলে বুঝিয়া থাকে। সিলেটে, বরিশালে বহু জাতিরই বাস, একজাতির বাস নহে। সুতরাং সিলেটি, বরিশালী কথাদ্বারা কোন জাতি অর্থেরই উপলব্ধি হইতে পারেনা। তদ্রূপ ত্রিপুরাশব্দের দ্বারাও ত্রিপুরার লোকের অর্থই উপলব্ধি হইতে পারে, কোন জাতির অর্থ উপলব্ধি হইতে পারেনা। সুতরাং ত্রিপুরা শব্দে জাতি অর্থের যোগ অন্য কিরূপে হইতে পারে, তাহাই এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

এইজন্য আমাদিগকে ত্রিপুররাজবংশেতিহাসের আদিযুগে যাইতে

পুত্র ত্রিলোচন। ত্রিলোচনের বারটি পুত্র জন্মে। এই বারটি পুত্র,—পূর্ব্বপুরুষ ত্রিপুরের নামে 'ত্রিপুর' বলিয়া খ্যাত হন। রাজমালায় তাহাদের সম্বন্ধে এরূপ লিখিত হইয়াছে :—

"ত্রিলোচন ঘরে বার পুত্র উপজিল।
বার ঘর ত্রিপুর নাম তার খ্যাতি হৈল।"

ইহা হইতে 'বারঘরিয়া' বলিয়া প্রবাদ এখনও চলিয়া আসিতেছে এবং "বার ঘরিয়া" বলিয়া এখনও ঠাকুর লোকদিগের মধ্যে সম্মানের দাবী করা হইয়া থাকে।

উদ্ধৃত বৃত্তান্ত হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, 'ত্রিপুর' নামটিই কালে বংশ নামে পরিচিত হয়। আদিপুরুষের নামে বংশের পরিচয় বিশেষরূপেই প্রচলিত। গোত্রনাম সকল এইরূপ বংশ নাম ব্যতীত আর কিছুই নহে। ত্রিপুর, প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তাঁহার বংশ বলিয়া পরিচয় দিলে জাতিরও পরিচয় তাহাতেই হইয়া যায়। তাই 'ত্রিপুর' নামই জাতিরও পরিচায়ক হইয়াছিল। * এই জন্যই ধর্ম্মমাণিক্য কাশীধামে সন্ন্যাসীর নিকট আত্মপরিচয় দিতে যাইয়া ত্রিপুর বলিয়াই জাতির পরিচয় দিয়াছিলেন :—

"আমি জাতিয়ে ত্রিপুর।
অগ্নিকোণে রাজ্য আমা হয় বহুদূর॥"

ত্রিপুররাজবংশ, যতদিন তাঁহাদের প্রথম উপনিবেশের কিরাত রাজ্যে ছিলেন, ততদিন তাঁহারা "ত্রৈপুর" বা "ত্রিপুর" নামেই অভিহিত

---

* রাজপুত নামটী প্রথম যেমন 'রাজপুত্র' বুঝাইত (বাঙ্গালা ভাষায় অভিধান) এবং পরে তাহা হইতেই ক্ষত্রিয়বাচী হইয়াছে; 'ত্রিপুর' নামটী ও তেমনই প্রথমে রাজপুত্র দিগকেই বুঝাইত, এবং পরে রাজবংশীয়দিগকেই বুঝাইয়াছে এবং তাহা হইতেই ক্ষত্রিয়

হইতেন। মহাভারতের যে দুইটি শ্লোক রাজমালায় উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেই উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহারা কিরাত হইতে যখন প্রবঙ্গ বা ত্রিপুরায় অধিকার বিস্তার করিলেন, তখন হইতেই রাজমালায় ত্রিপুরা শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়, ত্রিপুর শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। আমরা দুইটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি :—

"তিন পথে ভঙ্গ দিয়া যায়ে গৌড়গণ।
ত্রিপুরায়ে তিন পথে কাটে অনুক্ষণ॥"
চতুর্দ্দশ দেবতায়ে আগে চলি যায়।
সেনাপতি জানিয়া ত্রিপুরা পিছে ধায়॥"

এখানে ত্রিপুরায় আসাতেই যে 'ত্রিপুরা' নাম পাওয়া যাইতেছে, তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণই দেখা যাইতেছে।

ত্রিপুরাদেশের পার্ব্বত্য লোকসকল ত্রিপুরা নামে পরিচিত ছিল, তাহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। তাহারা আপনাদিগের শৌর্য্য বীর্য্যদ্বারা ত্রিপুর রাজগণের প্রধান সহায় মধ্যে পরিগণিত হইল। ত্রিপুররাজগণের রাজ্যজয় তাহারাই করিয়াছিল। এইরূপে তাহাদিগের সহিত ত্রিপুর রাজগণের একটি দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধই সঙ্ঘটিত হইল। তাহারা ত্রিপুররাজগণের নিত্যসহচর অনুচর ও পরিচররূপে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিল। তাহাদের ছাড়া ত্রিপুররাজগণের চলিত না, তাহাদেরও ত্রিপুর রাজগণকে ছাড়িয়া চলিত না। এইরূপে তাহাদের মধ্যে একটী সামাজিক বন্ধনেরই সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রথমে তাহারা ত্রিপুর রাজগণের আপন লোক বলিয়াই পরিচয় দিত। তাহা হইতে তাহারা ত্রিপুর রাজার জাতি বলিয়াই যে আপনাদিগের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা অসম্ভব নহে। ইহাতে ত্রিপুররাজগণ বাধা দিয়াছিলেন বলিয়া

তাহাদের জাতীয় উন্নতিতে এই বিষয়ে বরঞ্চ সুবিধাই হইয়াছিল। এই প্রকারে "ত্রিপুর" নামের সংস্রবেই যে, ত্রিপুরা শব্দটী জাতি অর্থ লাভ করিয়াছে, তাহা এক্ষণে উপলব্ধি করিতে পারা যাইতেছে। পার্ব্বত্য লোকদিগের জাতিনাম হওয়াতেই, এই জাতিনামের প্রকৃত গৌরব ম্লান হইয়া রহিয়াছে। যাহা হউক, ত্রিপুরা জাতির মধ্যে যে "রাজবংশী" বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিতে দেখা যায়, তাহাতে মূলে রাজবংশের যোগ থাকার প্রমাণই পাওয়া যায়।

ত্রিপুরাদিগের সংস্রবে ত্রিপুররাজগণের প্রকৃত বংশ নামটী অনুজ্জ্বল ও অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু রাজবংশের ইতিহাস রাজমালায় উহা এখনও স্বর্ণাক্ষরে জ্বলন্ত হইয়া রহিয়াছে :—

"দ্বাদশ ঘরেতে যেন পুত্র জন্ম হয়।
রাজবংশ ত্রিপুর তাহাকে লোকে কয়॥"

ইহা হইতে 'ত্রিপুর' নামই যে আদি বংশ নাম * এবং ত্রিপুরা নাম যে ইহারই অর্থানুগামী জাতিনাম তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। ত্রিপুরা নামটীতে একটী বন্য, অমার্জ্জিতভাব দ্যোতিত করিতে পারে; কিন্তু 'ত্রিপুর' নামে তাহার লেশমাত্রও নাই। তাহাতে বরঞ্চ আর্য্যোচিত, ক্ষত্রিয়োচিত, রাজোচিত ভাবেরই সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।† ইহাতে 'ত্রিপুর' নামই যে ত্রিপুর রাজবংশের মূলকুলনাম তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। 'ত্রিপুর' নামটীকে ব্রাহ্মণদিগেরই গোত্র নামের মত মনে করা যাইতে পারে। তাঁহাদের

---

* 'ত্রিপুর' নামটী যে কেবল রাজবংশ নাম নহে, পরন্তু সেই বংশটীকে চন্দ্রবংশ তাহাও রাজমালায় ধর্ম্মমাণিক্যের কথায়ই স্পষ্টাক্ষরে স্বীকৃত হইয়াছে "মহন্ত ত্রিপুর-জাতি চন্দ্রবংশোদ্ভব॥"

যজমানেরা যেমন তাঁহাদের গোত্রের দ্বারাই আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকে; ত্রিপুরার পার্ব্বত্য লোকেরাও ত্রিপুররাজদিগের আশ্রিত বলিয়া তাঁহাদের বংশ নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ইতিহাসের অসম্যক্ জ্ঞান বশতঃই ত্রিপুর রাজগণের বংশনামটী অনাদৃত হইতেছে। ব্রাহ্মণেরা আপনাদের গোত্র নাম বা বংশ নাম স্মরণ করিতে সর্ব্বদাই শ্লাঘাবোধ করিয়া থাকেন। ত্রিপুর রাজগণের বংশনামস্মরণ করিতে শ্লাঘা বোধ না করিবার কারণ নাই। ধর্ম্ম মাণিক্য "জাতিস্মে ত্রিপুর" বলিয়া পরিচয় দিয়া আপনার বংশমর্য্যাদা ও ইতিহাসের মর্য্যাদা উভয়ই রক্ষা করিয়াছেন, বলিয়াই বলা যায়, ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন, বলিয়া কখনও বলা যায় না। পরিশেষে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ত্রিপুরার সহিত সংস্রবের প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে "ত্রিপুরের বংশধর" বলিয়া 'ত্রিপুর' নামের উৎপত্তি ও প্রচলন হয়। সুতরাং "ত্রিপুরা" নামের অর্থের লাঘব যাহাই হউক "ত্রিপুর" নামের আদি অর্থগৌরব কখনই নষ্ট হইতে পারে না।*

২১। দ্রুহ্যু বংশীয়দিগের ভিন্নজাতীয়সংস্রব সম্বন্ধে ইতিহাসে কি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়?

পুরাণের বর্ণনায়ই পাওয়া যায়, দ্রুহ্যুবংশীয়গণ ম্লেচ্ছাদি জাতির আধিপত্যলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে যে অনার্য্য সংস্রব অপরিহার্য্য হইয়াছিল, তাহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায়

---

* বাঙ্গালার পুরাবৃত্তে ত্রিপুরাজাতি কিরাত জাতিরই শাখা বলিয়া অনুমিত হইয়াছে:—"ত্রিপুরা অঞ্চলে যে ত্রিপুরাজাতি আছে, তাহারা প্রাচীন কিরাত জাতির শাখা বলিয়া বোধ হয়।" ...

না। তাহা বলিয়া তাহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীতে সন্দেহ করিতে হইলে, তাহা নিতান্তই ভ্রমের কার্য্য হইবে।

ঘটনাচক্রে ভারতের মধ্যেই যে প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশের সহিত অনার্য্য সংমিশ্রণ সঙ্ঘটিত হইয়াছে, তৎ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব নাই। আমরা এস্থলে তদ্রূপ কয়েকটী ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তই প্রদান করিব।

সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ এই দুই আর্য্যবংশই ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে। ইঁহাদের মধ্যে সূর্য্যবংশ প্রথম ভারতে অধিকার স্থাপন করেন এবং চন্দ্রবংশ তারপর অধিকার স্থাপন করেন। এই দ্বিতীয় দল আর্য্যদিগের ভারতে অধিকার বিস্তার সম্বন্ধে ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে :—

"The second race of Aryans which was broad headed and mixed with the Dravidian original population of the country is now found in the large tract from Ambala in the north, to Kathiwar in the south-west and Jubbulpur in the south and Nepal in the north-east." History of Mediaeval Hindu India Vol. II by C. V. Vaidya, M. A. L.L.B. p. 295.

"গোল মস্তক বিশিষ্ট দ্বিতীয় আর্য্যজাতি দেশের আদিম দ্রাবিড়ীয় জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া এক্ষণে উত্তরে আম্বালা হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে কাঠিওয়াড়, দক্ষিণপূর্ব্বে জব্বলপুর ও উত্তরপূর্ব্বে নেপাল এই বৃহৎ ভূখণ্ডে দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥"

চন্দ্রবংশীয়েরা আরও দক্ষিণে বিস্তৃত হইলে, তথায়ও দ্রাবিড় জাতির সহিতই মিশ্রিত হইতে থাকে :—

"The Aryans in this tract intermarried to a large

grew up that mixtue of Aryan and Dravidian which characterises the population of the present United and Central provinces (as noted by Sir H. Risley) Ibid vol. 1 p. 390.

এই ভূভাগের আর্য্যগণ, নিম্নদ্রাবিড়ীয় লোকদিগের সহিত বহুলরূপে পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়াছিল। ইহা হইতেই আর্য্য ও দ্রাবিড় মিশ্রণের উৎপত্তি হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশের ও মধ্যদেশের লোক সকল এই মিশ্রণেরই লক্ষণান্বিত ॥”

মহারাষ্ট্র দেশে প্রবেশ করিয়াও চন্দ্রবংশীয় আর্য্যগণ দ্রাবিড় জাতির সহিত বিবাহসম্বন্ধ বন্ধনেই আগ্রহ প্রকাশ করেন :—

"But into the Maharastra the Indo-Aryans went in large numbers. These were of course Aryans of the second horde of invaders Viz, the lunar race and with their peculiar tendency they intermarried with the local Dravidian population." Ibid p. 391.

“কিন্তু মহারাষ্ট্রে ভারতীয় আর্য্যগণ অধিকতর সংখ্যায়ই গমন করিয়াছিলেন। ইহাঁরা অবশ্যই দ্বিতীয় অভিযানকারী আর্য্যদল ছিলেন অর্থাৎ চন্দ্রবংশীয় ছিলেন। তাঁহাদের বিশেষ প্রবণতাসহকারে তাঁহারা স্থানীয় দ্রাবিড় লোকদিগের সহিত পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধ করিয়াছিলেন।”

এখানে ভিন্ন জাতির সহিত আদানপ্রদানমূলক সম্বন্ধ চন্দ্রবংশীয়দিগের বিশেষ রুচিরূপেই উল্লিখিত হইয়াছে।

নেপালের গোর্খাজাতিও, আর্য্য জাতির সহিত অনার্য্য জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়াই জানিতে পারা যায় :—

"The Indo-Aryans have immigrated into Nepal within

Gurkhas who claim descent from the Sisodias of Chitore, whence after its fall before Alla-uddin some Rajputs migrated into a valley to the west of Nepal. There they appear to have mixed with the Himalayan people of the Mongolian race and formed the present Gurkha (Gorkha) people. Their Aryan characteristcs, are, however still apparent." Ibid p 366.

"ভারতীয় আর্য্যজাতি ঐতিহাসিক সময়েই নেপালে উপনিবেশের জন্য আগত হইয়াছিল। গুর্খাদিগের অভিযান সর্ব্বশেষে হয়। তাঁহারা চিতোরের শিশুদীয়দিগের বংশধর বলিয়া প্রকাশ করে। আলাউদ্দিনের দ্বারা চিতোর ধ্বংসের পর তথা হইতে কতকগুলি রাজপুত নেপালের পশ্চিমের উপত্যকায় উপনিবেশার্থ চলিয়া আসে। এখানে তাঁহারা হিমালয়ের মঙ্গোলীয় জাতীয় লোকের সহিত মিশিয়া বর্ত্তমান গুর্খাজাতি সংগঠিত করিয়াছে। যাহা হউক, তাঁহাদের আর্য্য লক্ষণ সকল কিন্তু এখনও সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।"

ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে, একমাত্র মধ্যদেশই জাতীয় সংমিশ্রণ হইতে অপেক্ষাকৃত মুক্ত ছিল। জাতীয় সংমিশ্রণের অন্যতর প্রধান কারণ বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব বলিয়াই বোধ হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বারা জাতিভেদ প্রথার শিথিলতা সাধিত হওয়াতেই ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে জাতীয় সংমিশ্রণ সহজ হইয়া পড়িয়াছিল। অযোধ্যা ও বাঙ্গালা দেশের ক্ষত্রিয়গণও এই সংমিশ্রণে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মধ্যদেশের শুদ্ধ-ক্ষত্রিয়গণ এই সমস্ত মিশ্র ক্ষত্রিয়গণের সহিত এই হেতুই বিবাহসংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন :—

"Buddhism prevailed far more extensively in these

land. The Kshatriyas in these parts had also contracted marriage relations with the non-aryan local tribes more extensively than those in the middle land. The Kshatriyas of the south, the Marathas, consequently lost communion with the Kshatriyas of Rajputana when caste became rigid, as also the Kshatriyas of the east and the north. The Khatriyas of Bengal and Oudh had contrcted marriage relations with the Khasas and other Mongolion races of the north. The orthodox Kshatriyas, therefore, of the middle country excluded these Kshatriyas of the east and the south from their fold ; and to this day they still adhere to their unwillingness to form marriage-relations with Kshatriya families of the south and the east." I bid vol. II, p. 46.

"বৌদ্ধধর্ম্ম এই সমস্ত অংশে (দক্ষিণে) এবং এমন কি উত্তরে পর্য্যন্ত মধ্যদেশ অপেক্ষা অধিক ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এতদঞ্চলের ক্ষত্রিয়গণও মধ্যদেশের ক্ষত্রিয়গণের অপেক্ষা স্থানীয় অনার্য্য জাতি সকলের সহিত অধিক বিস্তৃতভাবে বিবাহ্ সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। তাহাতেই দক্ষিণের মারাঠা ক্ষত্রিয়গণ, জাতিভেদের আটাআটি হইলে, রাজপুত ক্ষত্রিয়দিগের সহিত সংস্রব হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তদ্রূপ পূর্ব্ব ও উত্তরের ক্ষত্রিয়গণও রাজপুতদিগের সংস্রব হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন। বঙ্গ ও অযোধ্যার ক্ষত্রিয়গণ খাশিয়া ও অপর উদীচ্য মঙ্গোলীয় জাতির সহিত বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন। এই জন্য মধ্য-দেশের গোঁড়া ক্ষত্রিয়গণ পূর্ব্ব ও দক্ষিণের ক্ষত্রিয়দিগকে আপনাদের

ক্ষত্রিয়দিগের সহিত বিবাহ সম্বন্ধের অনিচ্ছা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে নাই।"

উপরের সমস্ত আলোচনা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, যেস্থলে অন্য ক্ষত্রিয়গণ দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির সহিত সংমিশ্রিত হইয়াছিলেন; তৎস্থলে বঙ্গের ক্ষত্রিয়গণ মঙ্গোলীয় জাতির সহিতই সংমিশ্রিত হইয়াছিলেন। ত্রিপুরার দ্রুহ্যবংশীয়গণ যে বঙ্গ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে পরিগণিত তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা হইলে বঙ্গের দ্রুহ্যবংশীয়গণ অন্য মিশ্র ক্ষত্রিয় হইতে কখনই হেয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন না। বিশেষতঃ যে মণিপুর ও কাছাড়ের সহিত ত্রিপুরার রাজাদিগের সম্বন্ধ আবহমানকাল হইতে প্রচলিত, সেই দুই ক্ষত্রিয় বংশই পাণ্ডব মহাবীর অর্জ্জুন ও ভীমের সহিত সম্পর্কে মহাভারত-সমরের পূর্ব্বেই আর্য্যত্বে ও ক্ষত্রিয়ত্বে পরিণত হইয়াছিল এবং ব্যাসদেব কর্ত্তৃকও তাহা মহাভারতেই স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং ত্রিপুরার দ্রুহ্যবংশীয়গণ প্রকারান্তরে মধ্যদেশের ক্ষত্রিয়গণের সহিতই সম্পর্ক হেতু অন্য মিশ্র ক্ষত্রিয়গণ অপেক্ষা বরঞ্চ অধিক সম্মানাস্পদ ও গৌরবাস্পদই হইতে পারেন।

উপসংহারে রাজমালায় এই জাতীয় মিশ্রণের সম্বন্ধে যে স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় তাহা উদ্ধৃত করা আমরা একান্তই কর্ত্তব্য মনে করি ঃ—

"বর্ণশঙ্কর হইলেক রাজা ত্রিলোচন।
কলিযুগে ক্ষত্রীজাতি না রবে কারণ॥"

এই উক্তিতে রাজমালার বিশেষ ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নহে, ক্ষত্রিয়দিগের ভিন্ন জাতীয় সংমিশ্রণের প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যেরও সুন্দর নির্দ্দেশই পাওয়া যায়॥

১ম ভাগ ১ম খণ্ডের পরিশিষ্ট

১। আর্য্যসভ্যতাবিস্তারকারী ঋষিত্রয়।

(৭নং প্রবন্ধের প্রসঙ্গ)।

কপিলও ব্রহ্মপুত্র নদীর সহিত ভারতের পুরাতত্ত্বের যোগ বিশেষ ভাবেই উল্লেখ যোগ্য। ভারতীয় ঋষিদিগের মধ্যে তিনটী ঋষিকেই আমরা ভারতের ভিতরে ও বাহিরে আর্য্যসভ্যতা বিস্তারে ও আর্য্যাধিষ্ঠান স্থাপনে প্রধান উদ্যোগী দেখিতে পাই। একজন অগস্ত্য ঋষি। তিনি দক্ষিণাপথে তামিলদিগের মধ্যে প্রথম আর্য্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে তিনি বহির্ভারত ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অগ্রসর হইয়া তথায়ও আর্য্য সভ্যতার সূত্রপাত করেন। আর একজন পরশুরাম। তিনি মলবার উপকূলে আর্য্যসভ্যতার পত্তন করেন ও আর্যসমাজের বিস্তার সাধন করেন। অপর জন কপিল ঋষি। তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে পূর্ব্বোল্লিখিত দুইজন ঋষির মত নিদর্শন পাওয়া না গেলেও * তাঁহার কৃতকার্য্যতা তাঁহাদের অপেক্ষা কম ছিল, তাহা মনে হয় না। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে রাবণের দিগ্বিজয়ের বর্ণনায়, রাবণ পশ্চিম সমুদ্রের দ্বীপে কপিলঋষির সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে। পরে তিনি রসাতল পর্য্যন্ত ঋষির অনুসরণ করিয়াছিলেন। রসাতল বা পাতাল আমেরিকারই নাম। পশ্চিম সমুদ্র সুতরাং আট্‌ল্যাণ্টিক মহাসাগরই হয়। তাহা হইলে, মহর্ষি কপিল আট্‌ল্যাণ্টিক

---

* ত্রিপুরার উনকোটি পাহাড় ও তীর্থে কপিলের স্মৃতি সম্বন্ধে 'উনকোটী তীর্থ মাহাত্ম্যের' শ্লোক (৩নং প্রবন্ধে) দ্রষ্টব্য। সাগর-দ্বীপে কপিলাশ্রম সম্বন্ধে লংসাহেবের

ও আমেরিকা পর্য্যন্ত ভারতীয় আর্য্যসভ্যতার আদর্শ লইয়া গিয়াছিলেন, তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। অগস্ত্য ঋষি বিন্ধ্য পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাপথে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পরশুরাম ও কপিলের প্রথম যাত্রার পথ, ব্রহ্মপুত্রও কপিল নদীর দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছিল, তাহাই বলিতে হইবে। দ্রুহ্যুসন্তানগণ এই পূর্ব্বপথ বিশেষ সুবিধা-জনক মনে করিয়া, তাহাই ধরিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়।

২। ত্রিপুররাজগণের কুলদেবতা চতুর্দ্দশ দেবতা সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা।

(১২নং প্রবন্ধের প্রসঙ্গ)।

চতুর্দ্দশ দেবতা সম্বন্ধে একটি বিশিষ্টতা বিশেষ লক্ষণীয়। ইহাকে আমরা চতুর্দ্দশ দেবতার প্রধান ঐতিহাসিক বিশিষ্টতা বলিয়াই মনে করি। এই বিশিষ্টতা চতুর্দ্দশ দেবতাদিগের মস্তকের শৃঙ্গ চিহ্ন (ছবির জন্য 'রবি' আশ্বিন ১৩৩৬ ত্রিং ১৩৩৩ বাং দ্রষ্টব্য)। এতৎ সম্বন্ধে রাজমালায় কোন ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয় নাই। সুতরাং আমাদিগকে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই, এই ব্যাখ্যা প্রদান করিতে হইবে। আমরা তিনটী ব্যাখ্যাই এখানে উপস্থিত করিতেছি :—

১ম ব্যাখ্যা—শৃঙ্গ চিহ্নটী চন্দ্রের নবকলার চিহ্ন হইতে পারে। ইংরেজীতে শৃঙ্গের সাদৃশ্য হইতে নবকলাকে Horned moon (শৃঙ্গাকার চন্দ্র) বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। শিব ও দুর্গা উভয়েই অর্দ্ধচন্দ্র লাঞ্ছন ধারণ করেন, তাঁহারা তাহাতেই যথাক্রমে 'অর্দ্ধেন্দুশেখর', 'অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহাদের অর্দ্ধচন্দ্রের শৃঙ্গাকার হইতেই মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্রের শৃঙ্গচিহ্ন স্থাপিত হইয়া থাকিবে।

তাঁহারা চতুর্দ্দশ দেবতাদের মধ্যে প্রথমোল্লিখিত ও প্রধান দেবতা বলিয়াই, তাঁহাদের অনুকরণে অপর সকল দেবতারও শৃঙ্গ কল্পিত হইয়াছে, অনুমান করা যায়।

২য় ব্যাখ্যা—চতুর্দ্দশ দেবতাকে চন্দ্রবংশীয় দ্রুহ্যু সন্তানগণ আপনাদের কুলদেবতা রূপে গ্রহণ করায়, আপনাদের বংশের চন্দ্রচিহ্ন দ্বারাই তাঁহাদিগকে বিশেষ প্রকারে চিহ্নিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজচিহ্নের মধ্যে এখনও চন্দ্রচিহ্ন অঙ্কিত আছে।

৩য় ব্যাখ্যা—মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন অধিবাসী সুমেরিয়ানের তাঁহাদের দেবতা 'ইন্দুরু' অথবা 'ইন্দারের' ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ দেবগণের শিরোভূষণ শৃঙ্গদ্বারা সজ্জিত করিতেন। সুমেরিয়ানেরা নিজে এবং গথ, প্রাচীন ব্রীটন ও এংলো সেকসন্ প্রভৃতি প্রাচীন আর্য্যগণ নিজেরাও শিরোভূষণে শৃঙ্গ পরিতেন। এতৎ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ওয়াডেলের অতীত সারবান্ মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত হইতেছে :—

"Thus we find the latter (Induru or Indara) even on the Archaic Sumerian seals represented as wearing Bull's horns on his hat 1, and pictured as attended by a bull 2 and in the Early Sumerian hymns Induru is called the Bull of Heaven, just as Indra is called in the Vedic hymns. Similarly, too, Indara's archangel and his Sun pictured in human form also wear Bulls horns on their

---

1. W. P. O. B. (Phœncian origin of the Britons, Scots and Anglo-Saxons) by L. A. Waddell, 1924 Fig 33, 239, Fig 35, 245 etc etc.

hat and his votaries or chosen people as "The Sons of Heaven" also are pictured therein as wearing these Bull's horns and at times Goat's horns which latter Indara also wears sometimes. And this is the Sumerian origin, as I have shown, of the horned head dress worn by our Aryan ancestors, the Goths, Ancient Britons and Anglo-Saxons" 3. The Indo-Sumerian Seals Deciphered by L. A. Waddell. L. L. D. p. 22.

বৃষভ, ভারতীয় দেবতাদিগের মধ্যে শিবের অনন্যসাধারণ বাহন। অথচ শিব চতুর্দ্দশ দেবতাদিগেরই অগ্রণী। সুতরাং বৃষের সম্পর্কে সুমেরিয়ান্ ইন্দ্রদেবেরই যখন শৃঙ্গ কল্পিত হইয়াছিল, তখন বৃষবাহন বলিয়া শিবের শৃঙ্গ কল্পিত হওয়া অধিক সম্ভবপর ও স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। ইন্দ্র প্রধান দেবতা বলিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেবতাদেরও শৃঙ্গ কল্পিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা জানিতে পারিতেছি। শিবও সেরূপ প্রধান দেব, তাই তাঁহার নাম 'মহাদেব'। সুতরাং ইন্দ্রেরই ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেবতারও যে, শৃঙ্গ কল্পিত হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সুমেরিয়ানেরা তিনসহস্র বৎসরেরও অধিক প্রাচীন। সুতরাং তাঁহাদের শৃঙ্গ চিহ্নটী যে বিশেষ প্রাচীনতার সূচক তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতীয় দেবতাদের শৃঙ্গ চিহ্ন না থাকায়, চতুর্দ্দশ দেবতাদের শৃঙ্গচিহ্ন পুরাতত্ত্বে অতীব মূল্যবান্ সুপ্রাচীন নিদর্শন, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না।

---

3 Ib. 229f : 245 : 250f : 83 ff

৩। চীনের ইতিহাসে কপিল রাজ্যের উল্লেখ

(১৪নং প্রবন্ধের প্রসঙ্গ)।

আমরা কপিল রাজ্য সম্বন্ধে ইতিহাসের একটী মূল্যবান্ প্রমাণই উদ্ধৃত করিতেছি :—

"The only definitely dated political event of Kumar Gupta's reign which I can specify is the arrival in China in the year A.d. 428, of an embassy sent by a Raja named Yue-ai, moon-loved (Chandrapriya ?) who was lord of the Kapili Country, which may be identified as proposed by Lient Col, A Wilson, with the Khasia Hills region to the west of the Kapili river in Assam." The Early History of India by Vincent A. Smith p316 foot-note (2)—New Edition

উদ্ধৃত বিবরণের কুমার গুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যেরই পুত্র। তাঁহার সময়ে ৪২৮ খৃঃ কপিল রাজ্য হইতে চীনে রাজদূত প্রেরিত হইয়াছিল। কপিল দেশের তদানীন্তন রাজার নাম 'য়ুই' ছিল এবং উহা 'চন্দ্রপ্রিয়' এই অর্থের বাচক ছিল। "চন্দ্রপ্রিয়" আমরা দ্রুহ্য বংশীয়দিগের চন্দ্রবংশীয়ত্বের পরিচায়ক বলিয়াই মনে করি এবং কপিল দেশ দ্রুহ্যবংশীয়দিগের কপিল রাজ্য বলিয়াই অনুমান করি। কপিল রাজ্য খাসিয়া হওয়া কোন মতেই সম্ভবপর নহে; কারণ খাসিয়ার কপিল রাজ্য বলিয়া কোনও প্রসিদ্ধির কথাই জানা যায় না, বরঞ্চ "কপিল নদীর তীরে রাজ্যপাট ছিল" বলিয়া দ্রুহ্যবংশীয়দিগের কপিল

সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ চলিতে পারে* ক্রুহ্যদিগের কপিল রাজ্যই যে এরূপ পরাক্রান্ত ছিল তাহারই প্রমাণ পুরাণাদি হইতে পাওয়া যায়, খাসিয়া সম্বন্ধে এরূপ কোন প্রমাণের কথা জানা যায় না। ইতিহাসে যে সময়ের উল্লেখ আছে, ঐ সময়টী যে কাপিল রাজ্যের ছাম্বুলের রাজত্বের সময় ‡ ও বিশেষ সমৃদ্ধির সময়, তাহার বিশেষ প্রমাণই পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং এখানেও ইতিহাসের সহিত ঐক্যই হইতেছে।

৪। ত্রিবেণীতে ত্রিপুররাজ।

(১৬নং প্রবন্ধের প্রসঙ্গ)

বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ তদীয় রাজমালায় একটী প্রবাদের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন :—"প্রবাদ অনুসারে জনৈক প্রাচীন ত্রিপুর নরপতি

---

* কুকিদেশ চীন পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকার স্পষ্ট প্রমাণই তারানাথের বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে রহিয়াছে :—"It appears", he (Yule) says, "from Taranath's history of Buddhism (Ch. xxxix) that the Indo Chinese countries were in old times known collectively as Koki." Ptolemy's Ancient India. কুকিদেশ দ্রুহ্যবংশীয়দিগেরই অধিকারে ছিল, এখনও আছে।

‡ থলংমা ও ছাম্বুল যথাক্রমে বরবক্র ও মনু নদীর তীরে। ইহাদের উপরের প্রদেশ দিয়া কপিল নদী প্রবাহিত। থলংমায় রাজত্ব কালে কপিল তীরের সীমানা হেড়ম্বরাজকে ছাড়িয়া দেওয়ার যে কথা পাওয়া যায় তাহাতে কপিল প্রদেশ দ্রুহ্য বংশীয়দিগের রাজ্যভুক্ত ছিল বলিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়—

"থলংমা করিল রাজ্য দাক্ষিণ নৃপতি।
কপিলা নদীর তীরে হেড়ম্ব বসতি॥
লাঙ্গয়োঙ্গ আদি প্রজা কুকি তথা বৈসে।

দিগ্বিজয় উপলক্ষে গঙ্গার পশ্চিমতীরে বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া সেই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য একটী অব্দ প্রবর্ত্তিত করেন। ইহাই অধুনা "ত্রিপুরাব্দ" নামে পরিচিত।"

সম্প্রতি হুগলির পুরাতত্ত্বের আলোচনা উপলক্ষে ত্রিবেণীতে ত্রিপুররাজের অধিষ্ঠান সম্বন্ধে অতীব কৌতুকাবহ আখ্যানের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে—ত্রিবেণীর ত্রিপুরারাজপুত্র হুগলির মহানাদের রাজার জামাতা ছিলেন। জামাতার আসা যাওয়ার জন্য তিনি যে উচ্চপথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা এখনও "জামাই জাঙ্গাল" নামে পরিচিত রহিয়াছে। এক সময় জামাতা শ্বশুরের কোপে পতিত হন। তখন শ্বশুর জামাতাকে বধ করিতেই উদ্যত হন। কিন্তু পাত্রমিত্রের অনুরোধে ইহা স্থির হয় যে, জামাতাকে স্বস্থানে যাওয়ার জন্য অশ্ব দেওয়া হইবে; জামাতা স্বস্থানে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হইলে, শ্বশুর তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিবেন। যদি শ্বশুর জামাইকে ধরিতে পারেন, তবে বধ করিবেন। এই পলায়নে একই অশ্বপৃষ্ঠে রাজকন্যাও রাজজামাতার অনুগামিনী হইলেন। অশ্ব পূরা-বেগে দৌড়িয়া শীঘ্রই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন প্রাণপণে দৌড়িয়া অতীব অবসন্না হইয়া পড়ায় রাজকন্যা যাইতে অসমর্থা হইলেন। রাজপুত্র এমতা-বস্থায় পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহিলেন না। এদিকে পশ্চাদ্দিক হইতে রাজার অশ্বখুড়ের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। তখন উভয়েই নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ভগবানের নিকট একান্ত আকুল প্রার্থনা জানাইলেন। তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিল দামোদরের বন্যা সফেন স্রোত-বেগে আসিয়া তাঁহাদের পশ্চাতের জাঙ্গাল ভাঙ্গিয়া দিল। সেই স্থানটী "আকৃনা"। ইহা এখনও পূর্ব্বোক্ত ঘটনা হইতে "ছিন্ন আকৃনা" নামে

"The high and broad embankment with shady trees on either side from Tribeni to Mahanad used now for cart traffic known as Jamai jangal is another place of considerable interest. It is said to have been constructed by the Raja of Mahanad for the convenience of his son-in-law, the son of Tripura Raja of Tribeni.

Another legendary tale is attached to this embankment. It is said that the Raja got annoyed with his son-in-law and one day in a sudden gust of anger went so far as to behead him. However the councillors intervened and it was settled that the son-in-law would be allowed to go to Tribeni on horse-back and after a few minutes would be followed by the Raja with his swords unsheathed and if he succeeded in overtaking the Prince, he would instantly be killed. The young princess would not allow her husband to go alone. She also mounted on the same horse with him. The horse started. It was a bid for life. It proceeded at full gallop for about 3 miles when it fainted and fell on the ground. The distant sound of the hoofs of Raja's horse became more and more distinct. He would over-take them in no time. Not a moment could be lost. It was a question of life and death. They ran fast for their lives, but the princess unaccustomed to run became

crisis. In their distress they implored the Almighty Father to save them. Their earnest solicitations to Heaven did not go in vain. White foams of water were seen at a distance, on and on it approached and lo and behold ! it rushed forth in tremendous violence and broke the embankment at their back. The Damodar was in floods. It had risen high and flooded the countryside. The Raja had to go back disappointed. By the mercy of Heaven, the princely couple was saved. The portion of the embarkment swept away by the floods is still visible. It lies in village Akna and is known since then as "Chinna" or broken Akna as referred to in the Government Catalogue just mentioned." Paper on the researches into the antiquities of Hoogly District by Manindra Deb Rai read betore the Hoogly District Historical Association reported in "Forward" April 10, 1927.

ত্রিবেণীতে সুদূর অতীত কালেই ত্রিপুর রাজবংশের স্থায়ী অধিষ্ঠানের প্রমাণই পাওয়া যাইতেছে, তখন মুর্শিদাবাদে রাজ্যবিস্তার ও রাঙ্গামাটীতে অধিষ্ঠান-স্থাপন কখনই অসম্ভাব্য নহে। পরবর্ত্তীকালে মহারাজ বিজয় মাণিক্য ত্রিবেণী পর্য্যন্ত জয় করেন বলিয়া বর্ণনা রাজমালায় পাওয়া যায় :—

"লোহিত্য পশ্চিমভাগে বসতি জাহ্নবী।
পূর্ব্বভাগে যমুনা যে সরস্বতী দেবী॥" *

ত্রিবেণী সম্বন্ধে পরেশবাবু "বাঙ্গালার পুরাবৃত্তে" লিখিয়াছেন, ত্রিবেণীর নিকট সরস্বতী, ভাগীরথী ও যমুনা মিলিত হইয়াছিল।"

ত্রিবেণীর পূর্ব্বাধিকার উদ্ধারই সম্ভবতঃ ত্রিবেণীতে বিজয়াভিযানের উদ্দেশ্য ছিল।

৫। ত্রিপুররাজগণের "ফা" ও মাণিক্য উপাধি।

(১৬শ প্রবন্ধের প্রসঙ্গ)।

মহারাজ দৈত্যের ২৯শ পুরুষে ঈশ্বর নামক ত্রিপুররাজের নামের সহিত "ফা" উপাধিটী প্রথমযুক্ত দেখা যায়। বিশ্বকোষকার এই উপাধি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"রাজমালায় ত্রিলোচন হইতে অধস্তন ২৭শ পুরুষ মহারাজ ঈশ্বরকে 'ফা' উপাধিযুক্ত দেখা যায়। ত্রিপুর ভাষায় 'ফা' অর্থে "পিতা"। কোন কোন নৃপতি গৌরবার্থ এই উপাধি গ্রহণ করিতেন।"

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী এ সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"ফা" শব্দ অনার্য্যভাষা সমুদ্ভূত বলিয়া কথিত হয়। কেহ কেহ বলেন, শ্যানও ব্রহ্মদেশীয় নরপতিগণ "ফ্রা" উপাধি ধারণ করিতেন। ফ্রা হইতেই ফার উদ্ভব। ফ্রা প্রভুবাচক, ফা অর্থে পিতা। আসামের অজহাম নৃপতিগণও ফা উপাধি ধারণ করিতেন। কিন্তু ত্রৈপুর রাজবংশীয়গণ তৎপূর্ব্ব হইতেই এই উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন।" ২য় ভাগ ১ম খণ্ড ৪র্থ অধ্যায় ৫৫ পৃঃ।

অচ্যুতবাবু ত্রিপুরার "ফা" উপাধিটীর প্রাচীনত্ব ও মৌলিকত্ব সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আমরা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বলিয়াই বিবেচনা করি।

মহারাজ ডুঙ্গুর (দানকুরু) ফার পুত্র মহারাজ রত্নফা হইতে ত্রিপুর রাজগণ বর্ত্তমান "মাণিক্য" উপাধি ধারণ করিতেছেন। তদ্বিবরণ বিশেষ কৌতুকাবহ। মহারাজ রত্নফা তদানীন্তন বাঙ্গালার নবাব সুলতান মোঘিস্‌উদ্দিন্ তুগ্রলকে একশত হস্তীর সহিত একটী অত্যুজ্জ্বল ভেকমণি উপহার প্রদান করিলে, তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "মাণিক্য" উপাধি প্রদান করেন। তদবধি ত্রিপুর রাজগণ "ফা" উপাধি পরিত্যাগ করতঃ "মাণিক্য" উপাধিই গ্রহণ করিয়াছেন। রাজমালায় এই উপাধি প্রাপ্তি সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় :—

"রত্নফা নাম তার পিতায়ে রাখি ছিল।
রত্নমাণিক্য খ্যাতি গৌড়েশ্বরে দিল॥
তদবধি মাণিক্য উপাধি ত্রিপুরেশে॥"

"বারভূঞা" নামক পুস্তক প্রণেতা ঐতিহাসিক আনন্দনাথ রায় "মাণিক্য" উপাধি সম্বন্ধে তদীয় পুস্তকে একটি নূতন তথ্যের সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা একান্তই কর্ত্তব্য বোধ করি :—

এই মাণিক্য উপাধি সম্বন্ধে ডাক্তার ওয়াইজ লিখিয়াছেন "প্রবাদ অনুসারে এক সময়ে ত্রিপুরার রাজা দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া বাদ্‌সাকে কতকগুলি (রত্ন) উপহার প্রদান করায়, বাদসাহ তাহাকে "লাল" এই উপাধি প্রদান করেন। কারণ পারস্য ভাষায় মাণিক্যকে "লাল" বলিয়া থাকে। রাজারা এই "লাল" উপাধি পারস্য শব্দ বলিয়া তৎপরিবর্ত্তে সংস্কৃতমূলক মাণিক্য উপাধিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছেন।"

ত্রিপুর রাজগণ পূর্ব্বোক্তরূপে 'ফা' উপাধি পরিত্যাগ করিলেও রাজ-পরিবারে ইহার ব্যবহার চলিতে লাগিল। কল্যাণ মাণিক্যের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহা এইরূপে প্রচলিত ছিল। কৈলাসবাবু তদীয় রাজমালায় লিখিয়াছেন :—

"অদ্যাবধি ত্রিপুরেশ্বরগণ ফার পরিবর্ত্তে সেই "মাণিক্য" উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কল্যাণ মাণিক্যের রাজ্যাধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজপুত্র ও রাজপরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ "ফা" উপাধি গ্রহণ করিতেন।" ৩১ পৃঃ।

রাজকুমার ও অন্যান্য কুমারগণ যে "কর্ত্তা" উপাধিতে অভিহিত হইয়া থাকেন, তাহা প্রভু অর্থে "ফা" শব্দেরই অনুবাদ বলিতে পারা যায়।

৬। চতুর্দ্দশ দেবতা সম্বন্ধে বিশেষগবেষণার অনুবৃত্তি।*

(বাইবেলের আদিযুগে দৈবশৃঙ্গচিহ্নের নিদর্শন)

চতুর্দ্দশ দেবতাদিগের শৃঙ্গচিহ্ন, সুমেরিয়ান্‌দিগের দেবগণের শৃঙ্গচিহ্নের সহিত তুলনাদ্বারা অতীব প্রাচীন বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। পরন্তু য়িহুদিদিগের আদিযুগের যজ্ঞানুষ্ঠানে শৃঙ্গচিহ্নের যে নিদর্শনের বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে শৃঙ্গচিহ্ন, সুমেরিয়ান্‌দের শৃঙ্গচিহ্ন অপেক্ষাও প্রাচীন এবং দেবতাদিগের পরিবর্ত্তে স্বয়ং ঈশ্বরের বিশিষ্ট চিহ্ন বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। নিম্নে আমরা এই শৃঙ্গনিদর্শনের বর্ণনা একখানা খ্রীষ্টধর্ম্মবিষয়ক, সাহেবের লিখিত বাঙ্গালা পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

(১) "যজ্ঞ-বেদির চারিকোণে পিত্তলমোড়া এক এক কাষ্ঠের শৃঙ্গ ছিল, শৃঙ্গ, শক্তির নিদর্শন। সেই চারিটী রক্তমাখা শৃঙ্গ যেন বলিত যে, চারিদিকে যত পাপী আছে, তাহাদের পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের যথেষ্ট শক্তি আছে (যাত্রা (Exodus) ২৭,২।২৯;১২। লেবীয় (Leviticus) ৪;২৫)।"

(২) "যজ্ঞবেদির চারিশৃঙ্গ ঈশ্বরের শক্তির নিদর্শন। সেই চারি পিত্তল মোড়ান শৃঙ্গে পাপার্থক বলির রক্ত অতি যত্ন সহকারে দেওয়া হইত।" লেবীয় ৪;২৫,৩০,৩৪।" মোশি-নির্ম্মিত-ধর্ম্মধাম, এজুসন প্রণীত ৪৯ ও ৭৮ পৃঃ। এখানে ঈশ্বরের শক্তির রূপক বলিয়া য়িহুদিদিগের শৃঙ্গ-নিদর্শনের যে ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে চতুর্দ্দশ দেবতা দিগের শৃঙ্গচিহ্নের মুল নিগূঢ়রহস্যই আমাদিগের নিকট সুপরিস্ফুট হইতেছে। দেবতাদিগের শৃঙ্গ, তাঁহাদের শক্তিরই রূপক এবং ঈশ্বরই সেই শক্তির মুলীভূত, তাহাই আমরা এখানে জ্ঞাত হইতেছি।

এই প্রকারে চতুর্দ্দশ দেবতার শৃঙ্গচিহ্নের মূলানুসন্ধানে আমরা য়িহুদিদিগের প্রথম যুগের সহিতই যোগ দেখিতে পাইতেছি। এক্ষণে ঐতিহাসিক প্রণালীতে এই যোগের প্রকৃত তথ্যের সমুদ্ধরণ হইলে, ইতিহাসের অতীব রহস্যপূর্ণ সূত্র আমাদের হস্তগত হইবে। আমরা নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে বিশেষজ্ঞদিগের বিশেষদৃষ্টি এই নূতন গবেষণা-ক্ষেত্রের দিকে আকৃষ্ট করিতেছি।

১ম ভাগ দ্বিতীয় খণ্ড

পরবর্ত্তী বিবরণে ত্রিপুরার ঐতিহাসিক রহস্য।

২২। ত্রিপুরা সম্বন্ধে প্রাচীন ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক নির্দ্দেশ।

ত্রিপুররাজদিগের প্রথম অধিষ্ঠান 'কিরাত' নামে যে অভিহিত ছিল তাহা আমরা 'রাজমালা' হইতেই জানিতে পারি। পুরাণাদিতে এই কিরাতদেশই ভারতবর্ষের পূর্ব্বসীমা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্ ভৌগোলিক টলেমীর বিবরণে এবং প্রসিদ্ধ ভারত-বাণিজ্য বিষয়ক "Periplus of Erythrean Sea" নামক গ্রীক্ ভৌগোলিক গ্রন্থে, এই কিরাত দেশ "কিরাদিয়া" নামে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু অচ্যুতচরণ চৌধুরী তদীয় "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" নামক গ্রন্থে উল্লিখিত পুরাতত্ত্বের এইরূপ সার সঙ্কলন করিয়াছেন :—

"মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের অনেক কথা গ্রীক্‌দূত মিগেস্থিনিস্ কথিত বিবরণ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপরবর্ত্তী টলেমী ভারতবর্ষের অনেক সংবাদ দিয়াছেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে একজন গ্রীক্ বণিক সামুদ্রিক বাণিজ্য বিস্তার বিষয়ক একখানি গ্রন্থ লিখেন। মেক্ ক্রিণ্ডেল্ সাহেব, টলেমীও উক্ত গ্রীক্ বণিকের পুস্তক অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে "কিরাদিয়া" নামক দেশের উল্লেখ আছে। এই কিরাদিয়া বিষ্ণুপুরাণ বর্ণিত পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী "কিরাত ভূমি"। কিরাতভুমির অবস্থান পূর্ব্বকালে 'কোপন' * নদীর তীরে ছিল, পরে ত্রিপুরা আখ্যা প্রাপ্ত

* কোপন যে 'কপিল' নামেরই অপভ্রংশ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হয়। অতএব মেক্ ক্রিণ্ডেল শ্রীহট্টের পার্শ্ববর্ত্তী কিরাদিয়া সংজ্ঞক উক্ত দেশেরই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে কিরাদিয়া দেশের সীমাস্থানে একটী মেলা হইত, ঐ মেলায় উত্তর দেশের তেজপত্র আমদানী হইত। চীনদেশবাসীরা রেশমী বস্ত্রের পরিবর্ত্তে তেজপত্র ক্রয় করিত। আরও বর্ণিত আছে যে, তাহারা নুতন দ্রাক্ষা-পত্রের ন্যায় পাটি বিস্তার করিয়া দ্রব্যাদি তাহাতে রক্ষা করিত"।*

উদ্ধৃত বিবরণ হইতে খৃষ্টপূর্ব্ব পুরাকালেই যে কিরাত প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান ছিল, তাহা জানিতে পারা যাইতেছে এবং বৈদেশিক চীনাদিজাতিও এই স্থানের সহিত বাণিজ্য করিত তাহাও জানিতে পারা যাইতেছে।

সোণার গাঁ যে ত্রিপুররাজদিগের প্রথম কিরাতাধিষ্ঠান ছিল, তাহা আমরা যথাস্থানে প্রদর্শন করিয়াছি। ঐ সোণার্গায় "বন্দর" নামক স্থানে রাজবাড়ীর যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাও আমরা উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের মতে ঐ বন্দরটীই মেক্রিণ্ডেল উল্লিখিত কিরাত দেশের সীমান্তবর্ত্তী মেলা স্থান ছিল। 'বন্দর' নামটী সেই বাণিজ্যের স্মৃতিতেই কল্পিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।†

বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ তদীয় রাজমালায় ত্রিপুরা সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপির প্রমাণের উল্লেখ করিয়া তাহা হইতে ত্রিপুরার প্রাচীনত্ব এইরূপে নির্ণীত করিয়াছেন :—

---

* M. C. Crindle's Periplus of the Erythrean—pp 148, 149.

† প্রাচীন সুবর্ণ গ্রাম যে গুপ্ত সম্রাটদিগের সময়ে ও মধ্যযুগে পুর্ব্ববঙ্গের প্রধানতম

"গুপ্তসম্রাট্‌দিগের ভারত শাসনকালে ত্রিপুরা গণনীয় রাজ্য-শ্রেণীতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের লাট্‌ প্রস্তর লিপির দ্বাবিংশ পংক্তিতে লিখিত আছে যে, সমতট (বঙ্গ), কামরূপ, নেপালক এবং তৃপুরা প্রভৃতি প্রত্যন্তরাজ্যের অধিপতিগণ কর দান করিয়াছিলেন। সমতট ও কামরূপের নিকটবর্ত্তী প্রত্যন্ত রাজ্য 'তৃপুরা' আমাদের এই ত্রিপুরা ব্যতীত অন্য কোন রাজ্য হইতে পারে না। সমুদ্রগুপ্ত শকাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতি। সুতরাং 'তৃপুরা' তদপেক্ষা প্রাচীন নির্ণীত হইতেছে।" ৮—৯পৃঃ

কিন্তু প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ রমেশচন্দ্র দত্ত, সমুদ্রগুপ্তের শিলা লিপির যে পাঠ তদীয় 'প্রাচীন ভারত' (Ancient India) নামক গ্রন্থে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে 'ত্রিপুরার'স্থলে 'কর্ত্তৃপুরার' উল্লেখই দেখিতে পাওয়া যায়। সিভিলিয়ান্ ওয়েবেষ্টার সাহেব "পূর্ব্ববঙ্গ জিলা বিবরণ সংগ্রহ" নামক পুস্তকাবলীর "ত্রিপুরা" খণ্ডে কৈলাসবাবুও রমেশবাবু উভয়ের মতেরই উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন :—

Bubu Kailas Chandra Sinha * says that Tripura is one of the countries of which the names are given in the famous rock—inscription of Samudra Gupta in the fourth Century, but from the Version given in Mr. R. C. Dutt's Ancient India † it appears that the country referred to, is Kartripura". Eastern Bengal District Gazetteers—Tippera by J. E. Webster I. C. S. p 11

"The ancient Suvarnagram the chief port of Easten Bengal under the Gupta Empire and in the middle ages." The Periplus of Erythrean Sea. Ed by W. H. Schoff. p. 253.

আমাদের নিকট রমেশবাবুর মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। ত্রিপুরার পাটিকারারাজ্য পাটির জন্য, পাটির সংস্কৃত 'কট' নাম হইতে 'কট্‌ত্রিপুরা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। কর্ত্তৃপুর প্রকৃতপক্ষে কট্‌ত্রিপুর নামেরই অপভ্রংশ। এই পাটিকারা রাজ্যই সমুদ্রগুপ্তের অধীন হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভবপর। ত্রিপুররাজদিগের রাজ্য চিরদিনই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, কখনও সামন্ত রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। কট্‌ত্রিপুরা বা পাটিকারা সমুদ্রগুপ্তের করপ্রদ সামন্ত রাজ্য ছিল বলিয়াও ইহা করদ ত্রিপুরা বলিয়া করত্রিপুরা নামে অভিহিত হওয়া অসম্ভাবিত নহে। করত্রিপুরাই রূপান্তরিত হইয়া কর্ত্তৃপুরা হইয়া থাকিবে।

ত্রিপুর রাজাদিগের দ্বিতীয় কিরাত রাজ্য শ্রীহট্টে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, আমরা প্রমাণ পাইয়াছি। এই কিরাত রাজ্যই পুরাণাদিতে সুহ্মদেশ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে বাবু অচ্যুতচরণ চৌধুরী এতৎসম্বন্ধে এইরূপ বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

"মহাভারতে সুহ্মদেশের উল্লেখ আছে; এই সুহ্মদেশই প্রাচীন কিরাতরাজ্য। রঘুবংশে কালিদাস এইদেশকে "তালীবন শ্যাম উপকণ্ঠ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাও সমুদ্রেরই উপকণ্ঠছিল এবং শ্রীহট্টের পার্শ্বেই ইহার অবস্থান নির্ণীত হইয়াছে। এইদেশ বহুকালাবধি ত্রৈপুর রাজবংশের শাসনাধীনে ছিল। পরে ঐবংশীয় বিভিন্ন রাজগণের সময়ে রাজ্যবৃদ্ধির সহিত সেই রাজ্যই ত্রিপুরা নামে খ্যাত হয়।" * শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত হয় ভাগ ১মখণ্ড ৪র্থ অধ্যায় ৪৭পৃঃ।

---

* পরেশ বাবু তদীয় বাঙ্গালার পুরাবৃত্তে লিখিয়াছেন, "খৃষ্ট সপ্তম শতাব্দী হইতে সুহ্ম নামের বিলোপ হয়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে প্রতীত ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়া অধিষ্ঠিত হন। সুতরাং সপ্তম শতাব্দীতে সমস্ত রাজ্যই যে, 'ত্রিপুরা' নাম প্রাপ্ত হইবে ইহা সম্পূর্ণ ই সম্ভবপর।

দ্বিতীয় কিরাত রাজ্যের পরই প্রবঙ্গে ত্রিপুররাজদিগের রাজ্য স্থাপিত হয় আমরা বলিয়াছি এবং ইহাই যে আদি ত্রিপুরার স্থান, তাহাও আমরা বলিয়াছি। এই প্রবঙ্গ বা ত্রিপুরা লইয়া একটী প্রদেশ 'সমতট' নামে পরিচিত ছিল। যশোহর খুলনার ইতিহাসে এসম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।

"যাহাকে আমরা উপবঙ্গ বলিয়াছি, বৌদ্ধযুগে তাহারই নাম হয় সমতট। ইহা সমুদ্র হইতে পদ্মা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভাগীরথী হইতে পূর্ব্বমুখে সমতট কমলাঙ্ক (কুমিল্লা) ও চট্টল (চট্টগ্রাম) রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া জানাযায়।* ৯৭৩ পৃঃ †

'উপবঙ্গ' অগ্নিকোণে বর্ত্তমান ছিল বলিয়া বৃহৎসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে।

"আগ্নেয্যাং দিশি কোশলকলিঙ্গ বঙ্গোপবঙ্গ জঠরাঙ্গাঃ ॥"

বাঙ্গালার পুরাবৃত্তে উদ্ধৃত বরাহ মিহিরের বৃহৎ সংহিতা। ১৪।৭।৮

রাজমালায় ত্রিপুরাও অগ্নিকোণবর্ত্তী দেশ বলিয়াই কথিত হইয়াছে। ইহাতে উপবঙ্গ যেমন বিশেষ রূপে ত্রিপুরাকে বুঝায়, তেমনই সমতটও বিশেষরূপে ত্রিপুরাকে বুঝায় বলিয়াই আমরা মনে করি। ত্রিপুরাকে, ব্রহ্মপুত্র তীরবর্ত্তী বলিয়া ব্রহ্মপুত্র প্রদেশ বলাই সঙ্গত হয়। বস্তুতঃ সমতট নামের মূলানুসন্ধান করিলে ইহা যে 'সমতট' না হইয়া 'সমাতট' হওয়া উচিত তাহাই বুঝিতে পারা যায়। ব্রহ্মপুত্রের একনাম সমা, † সুতরাং

---

*"Samatala Kingdom seems to have included the Districts of Tipperah, Noakhali, Barisal, Faridpur and the eastern half of the Dacca District."

Vincent Smith's Early. History of India

—4th Edition. p 415.—note.

† Vide Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India by

সমার তটবর্ত্তী বলিয়াই সমাতট' নাম হইয়াছিল, ইহাই সমতট নামের প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া অনুমিত হয়। * প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হিয়ুয়েন্ সাঙ্ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন সমতট নামে রাজ্য দেখিতে পাইয়াছিলেন, তখন কমলাঙ্কের উত্তরে 'তলোপতি' নামে স্বতন্ত্র রাজ্য বর্ত্তমান ছিল। ইহা ত্রিপুরা বলিয়াই অবধারিত হইয়াছে †। এইরূপে প্রাচীন ত্রিপুরার বিস্তার বর্ত্তমান ত্রিপুরা অপেক্ষা বরঞ্চ ব্রহ্মপুত্রের দিকেই অধিক ছিল। টলেমী প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রীক্ ভৌগোলিক। তিনি ভারতবর্ষের ও সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশেরও ভৌগোলিক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত বঙ্গদেশের মানচিত্রে ‡ "ত্রিগ্লিফন রেজিয়া" (Triglyphon Regia) নামে একটী স্থান চিহ্নিত হইয়াছে। ইহার সংস্থান হইতে ইহাকে 'ত্রিপুরা' বলিয়াই অনুমান করা যায়। 'ত্রিগ্লিফন' নামটীতেও ত্রিপুরা নামেরই বিকৃতি যেন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারই নিম্নে সমুদ্রোপকূলে 'Baracura Emporium' নামে একটী বাণিজ্যস্থান নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ইহা ত্রিপুরারই বাণিজ্যস্থান বলিয়া বোধ হয়। পরবর্ত্তী পাশ্চাত্য ভ্রমণকারী বার্থেমা (২৩নং প্রবন্ধ) যে স্থানটীকে City of Banghella বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন Baracura সেই Banghellaরই বিকৃতরূপ হইতে পারে। 'বাঙ্গেলা' ত্রিপুরাতেই সংস্থিত হইয়াছে।

---

* সুপ্রসিদ্ধ প্রামাণিক ঐতিহাসিক Vincent A. Smith সমতটকে ব্রহ্মপুত্রের দ্বীপ বলিয়াই লিখিয়াছেন "Samatala the delta of the Brahmaputra. pp 166, (New Edition).

† ওয়েবেষ্টারের Tippera District Gazetter দ্রষ্টব্য।

‡ The Early History of Bengal by F.J. Monahan pp 8—9

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের রাজত্বকালে করমণ্ডল উপকূলের ওলন্দাজ গবর্ণর বান্‌ডিন্ ব্রোকে কর্ত্তৃক ত্রিপুরার উল্লেখ পাওয়া যায়।

"The Countries of Oedepur and Tipera are sometimes independent" (Vanden Brouche)—বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহের রাজমালায় উদ্ধৃত—৭৯ পৃঃ

কৈলাসবাবু ব্রোকের কৃত ত্রিপুরার মানচিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন :—

"বান্‌ডিন্ ব্রোকের মানচিত্রে পর্ব্বত ও অরণ্যময় ত্রিপুরারাজ্য স্বতন্ত্রভাবে বিশেষরূপে চিত্রিত রহিয়াছে॥" *

ভারতবর্ষের একটী পর্টুগীজ মানচিত্র সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশ-চন্দ্র মিত্র তদীয় "যশোহরও খুলনার ইতিহাসে" বিশেষ কৌতুকাবহ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় এসিয়াটীক সোসাইটীর এক অধিবেশন হয়। উহাতে খুলনার রেণীসাহেবের মধ্যম পুত্র (H. J. Rainey) সুন্দরবন ও প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তদনন্তর সভাপতি ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে সকলের মতামত জিজ্ঞাসা করিলে, রেভারেণ্ড্ লং (Rev. J. Long) সাহেব বলিয়াছেন যে, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন প্যারিস সহরে গিয়াছিলেন, তখন তথাকার বিখ্যাত রাজকীয় অনুসন্ধান পরিষদের এক প্রধান পণ্ডিত তাঁহাকে ভারতবর্ষের একখানি পর্টুগীজ মানচিত্র প্রদর্শন করেন। উহা তখন হইতে ২০০বর্ষ পূর্ব্ব অর্থাৎ মোগল রাজত্বের মধ্যভাগে প্রস্তুত। ঐ মানচিত্রে সুন্দর বন সমুর্ব্বরদেশ ও তাহাতে পাঁচটী নগরী প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যারোস (De

* T Ryk Van Tipera, রাজমালা ৮০পৃঃ

Barrows) প্রণীত এসিয়ার ইতিবৃত্তে সংলগ্ন ম্যাপ এবং ভ্যান্‌ডেন ব্রুকের ম্যাপ হইতেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়। এই সকল ম্যাপ্ হইতে জানা যায় যে সুন্দর বনের সমুদ্র উপকূলে প্যাকাকুলি (Paccaculi) কুইপিটাভাজ (Cuipitavoz) নলদী (Noldy), ডাপারা (Dapara) এবং টিপারিয়া (Tiparia) নামক পাঁচটী প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল, তাহা এক্ষণে নাই।" ৮৩ পৃঃ

সুন্দর বনের উপরি উল্লিখিত শেষ বন্দরটীর নাম 'ত্রিপুরা' নামেরই অপভ্রংশ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অধ্যাপক সতীশবাবুও তাহাই মনে করিয়াছেন :—

"টিপুরিয়া সহর ত্রিপুরার বিকৃত নাম বলিয়া বোধ হয়। সুন্দর বন পদ্মা মেঘ্‌না পার হইয়া চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল॥" ৮৩পৃঃ

পর্ট্টুগীজ ম্যাপটী ওলন্দাজ গবর্ণর ভ্যান্‌ডেন ব্রুকের ম্যাপ্ হইতেও প্রাচীন। সুতরাং পর্ত্তুগীজ ম্যাপ্ লিখিত ত্রিপুরার টিপারিয়া (Tiparia) নাম হইতেই যে পাশ্চাত্য টিপারা (Tipera) নামের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাই অনুমান করা যাইতে পারে।

ত্রিপুরার চাঁদপুর প্রাচীনকালে যে একটী প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল, বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন। তিনি তদীয় রাজমালায় লিখিয়াছেন :—

"তৎকালে চাঁদপুর একটী বৃহৎ বন্দর ছিল। দিগ্দেশীয় বণিক্‌গণ এস্থানে বাণিজ্যার্থ সম্মিলিত হইতেন। সেই চাঁদপুর এক্ষণে মেঘনাদের গর্ভে শায়িত রহিয়াছে।" ৪২৫ পৃঃ।

কৈলাসবাবুর উল্লিখিত চাঁদপুরই পর্ত্তুগীজ লিখিত 'টিপারিয়া' বন্দর হওয়া অসম্ভব নহে। অধ্যাপক সতীশবাবু সুন্দর বনের সংস্থান যে মেঘনার অপর পার পর্য্যন্ত নির্দ্দেশিত করিয়াছেন, চাঁদপুরের সংস্থানও

সেই মেঘনার পারেই ছিল *। ত্রিপুরার বন্দর বলিয়া ইহা ত্রিপুরারই নামে "টিপারিয়া" লিখিত হইয়াছে, ইহাই আমরা অনুমান করি।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মোগলরাজত্বের সময় ইংরাজ ভ্রমণকারী মিশনরী রাল্ফ্ ফিচ্ ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যদিয়া চট্টগ্রাম যাওয়ার বিবরণে লিখিয়াছেন :—

"From Satagram I travelled by the country of King of Tippera with whom the Mogen have almost continual wares". (Ralph Fitch). কৈলাসবাবুর রাজমালায় উদ্ধৃত ৬২ পৃঃ

কৈলাসবাবু এই ভ্রমণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"রাজা তুডলমল্ল যে বৎসর ওয়াশীল তোমরজমা প্রস্তুত করেন, সেই বৎসর সুবিখ্যাত ইংরাজ ভ্রমণকারী রাল্ফ ফিচ্ বাঙ্গলায় উপস্থিত ছিলেন। মহারাজ বিজয় মাণিক্য যে বৎসর মানবলীলা সংবরণ করেন, সেই বৎসর রাল্ফ ফিচ্ চট্টগ্রাম গমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন—"সাতগাঁ হইতে আমি ত্রিপুরেশ্বরের রাজ্যের মধ্যদিয়া চট্টগ্রামে গমন করিয়াছিলাম। রাক্ষিয়াং ও রামুবাসী মগদিগের সহিত ত্রিপুরেশ্বর অবিরত যুদ্ধ লিপ্ত ছিলেন॥"

রাজমালা ৬১-৬২ পৃঃ

আমরা দেখিতে পাইতেছি ফিচের লিখায় ত্রিপুরা "টিপ্পারা" নামেই উল্লিখিত হইয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী দেশীয় প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী বাণিজ্য ব্যবসায়ী টেবার্ণিয়ার ভারতবর্ষের নানাস্থানে পরিভ্রমণ

---

* প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী টেবার্ণিয়ার তদীয় ভ্রমণবিষয়ক পুস্তকে যে ম্যাপ্ সংযোজিত করিয়াছেন্ তাহাতে সুন্দরবনেই ব্রহ্মপুত্রের মোহানা প্রদর্শিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে মেঘনা ব্রহ্মপুত্রেরই সহিত মিলিত হওয়াতে মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র একই হইয়াছে।

করিয়াছিলেন। তদীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে ত্রিপুরার নাম আছে ও ত্রিপুরার বাণিজ্য সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ তদীয় রাজমালায় টেবার্ণিয়ায়ের ত্রিপুরা সম্বন্ধে বিবরণের বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"আমরা টেবার্ণিয়ায়ের ভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রন্থে ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ছত্র মাণিক্যের নাম ও ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ণনাপ্রাপ্ত হইয়াছি। টেবার্ণিয়ার বলেন যে, মোগল সাম্রাজ্যের পূর্ব্বসীমা আসাম, ত্রিপুরা ও আরাকান নামক তিনটী স্বতন্ত্র রাজ্যের সহিত সংযুক্ত। টেবার্ণিয়ার স্থানান্তরে লিখিয়াছেন যে, ত্রিপুরা রাজ্য হইতে স্বর্ণ ও তসর বাণিজ্যার্থে বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। কিন্তু ত্রিপুরারাজ্য উৎপন্ন স্বর্ণ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নহে।" *

রাজমালা ৮৬ পৃঃ

এইরূপে ত্রিপুরা যে একটী প্রসিদ্ধ স্বাধীনরাজ্য ও বাণিজ্যস্থানরূপে পাশ্চাত্যদিগের নিকট প্রথম পরিচিত ছিল তাহার অবিসংবাদিত বিশেষ প্রমাণই পাওয়া যাইতেছে।

২৩। ত্রিপুরার প্রাচীন সমৃদ্ধি।

অনুসন্ধানের অভাবে ত্রিপুরার ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান বিস্মৃতির অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন গহ্বরে শায়িত রহিয়াছে। আমরা এতৎ প্রসঙ্গে এরূপ দুইটী উপাদানের সন্ধান প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছি। একটী ত্রিপুরার বাণিজ্য সমৃদ্ধি সম্বন্ধে, অন্যটী রাজ্য সমৃদ্ধি সম্বন্ধে সবিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই দুইটীর সন্ধানই আমরা নির্ভরযোগ্য বৈদেশিকের বিবরণ হইতে প্রাপ্ত হই।

* Taverier's Travels in India p156

রালফ ফিচ্ (Ralph Fitch) একজন ইংরেজ রাজদূত। ইংলণ্ডের সম্রাজ্ঞী এলিজ্যাবাথের রাজ্যকালে তিনি চীন সম্রাটের নিকট ইংরেজ দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তথায় যাইবার সময় তিনি বঙ্গদেশ হইয়া, তথা হইতে জাহাজে গিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের তদানীন্তন জলপথের যথাযথ বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা তদীয় বিবরণের সেই স্থলটী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"I went from Sreepur the eight and twentieth of November, 1586, for Pegu in a small ship or foist of one Albert Caranallo and so passing down Ganges and passing by the island of Sundip, Port Sorande or the country of Tipperah, the Kingdom of Recon and Mogen, bearing them on left-side with a fair wind at north west our course was by south and by east which brought us to the Barre of Negrais to Pegu." Pioneers in India by Sir Harry Johnstone G. C. M. G, K. C. B. (Blackie & son)

এখানে ত্রিপুরাকে সোরেণ্ডি বন্দর (Port Sorande) বলা হইয়াছে। সুতরাং রালফ ফিচ্ ত্রিপুরাকে যে একটী বাণিজ্য কেন্দ্র দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। কিন্তু তথায় কিসের বাণিজ্য ছিল, না লিখাতে ত্রিপুরার বাণিজ্যের অবস্থা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে না। ত্রিপুরার নাম কেন Sorande লিখিয়াছে, তাহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা জানি যে সিংহলের নাম আরবীয়েরা স্বর্ণদ্বীপের অপভ্রংশে 'সরণ্‌দীব্' দিয়াছিল। পাশ্চাত্যেরা তাহাই অনুকরণ করিয়া 'Sarandib' এই নাম লিখিয়া থাকে। Sorande এই Sarandib নামেরই অনুকরণ বলিয়া বোধ হয়। স্বর্ণদ্বীপের অর্থ-যাহাতে স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ত্রিপুরাতে তখন সোণার বাণিজ্য প্রচলিত ছিল বলিয়াই

সম্ভবতঃ স্বর্ণদ্বীপ এই অর্থে Sarandib এর স্থলে ইহার প্রতি Sarande এই নামটী প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। ত্রিপুরায় স্বর্ণবাণিজ্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের সাক্ষ্যই পাওয়া যায় :—

"Gold was brought into India through the Tipperah country about 60 miles east of the Ganges delta, coming chiefly from the river-washing of Assam and Northern Burma."

The Periplus of the Erythrean Sea, Edited by Wilfred H. Schoff A. M. p. 259.

"আসাম ও উত্তর ব্রহ্মের নদী সকলের দ্বারা ধৌত মৃত্তিকা হইতে সংগৃহীত স্বর্ণ ত্রিপুরায় আনীত হইত।"

ফিচের বর্ণনা হইতে Sorande বন্দরের সংস্থান, সন্দ্বীপের সম্মুখবর্ত্তী বঙ্গোপসাগরের উপকূল বলিয়াই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ইহাতে তৎকালে বর্ত্তমান নোয়াখালী জিলা যে ত্রিপুরা জিলারই অংশমাত্র ছিল, তাহা নিঃসন্দেহরূপেই বলা যাইতে পারে। কারণ নোয়াখালী জিলার অস্তিত্ব থাকিলে, তিনি অবশ্যই তাহার উল্লেখ করিতেন। ফিচ ১৫৮৩ খৃঃ বঙ্গদেশে আসেন, তৎকর্ত্তৃক ত্রিপুরার পরিবর্ত্তে Tipperah লিখিত হওয়ায় পাশ্চাত্যদিগের দ্বারা কতকাল ত্রিপুরার নাম পরিবর্ত্তন চলিয়া আসিতেছে, তাহার একটী সুনির্দ্ধারিত প্রমাণ পাওয়া যায়।

ফিচ্-উল্লিখিত ত্রিপুরার বন্দরের বর্ত্তমান কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই বন্দরের আমাদের দেশীয় নাম কি ছিল? এবং ইহার বাণিজ্য ব্যাপারই বা কিরূপ ছিল? এই সকল প্রশ্ন স্বতঃই উত্থিত হইতে পারে। ইহার উত্তর আমরা অপর একজন পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীর বিবরণ হইতেই পাইতে পারি। এই ভ্রমণকারী ইটালীদেশীয় এবং

আসিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ সিংহল হইতে বর্ম্মায় যান, তথা হইতে ফিরিবার সময় তিনি বাঙ্গালাদেশের সমুদ্রোপকূলে অবতরণ করেন। এতৎসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

"These large ships were called 'Junki" (what we now know by the Malay term, Junk). Some of these Junks, according to Varthema, were as much as 1000 tons in capacity. In some such ship Varthema and his Persian friend put to see again and returned to Continental India, landing at "the city of Banghella" (Bengal)—probably Gouro, a place on the left bank of the Meghna estuary of the Ganges, in the district of Tipperah, not far from the sea. "Pioneers in India" by Sir Harry Johnston G. C. M. G. K. C. B. (Blackie and Son) p. 99.

বার্থেমা বঙ্গোপসাগরের উপকূলে সমুদ্র হইতে অদূরবর্ত্তী বাঙ্গালা নামে নগরী মেঘ্‌নার বামতীরে ত্রিপুরা জিলার মধ্যে অবস্থিত দেখিতে পাইয়াছিলেন।

"বাঙ্গালা নগরী"টীকে যে গৌড় বলিয়া মনে করা হইয়াছে, তাহা ভ্রমাত্মক বলিতে হইবে, কারণ গৌড় সমুদ্রের নিকটে নয়, উহা মেঘ্‌নার তীরে নয়, গঙ্গার তীরে এবং গৌড় ত্রিপুরারও অন্তর্গত নয়। বার্থেমা ভারতের দেশভাগের বহিঃপ্রদেশে মাত্র অবতরণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি অভ্যন্তর ভাগে গৌড় পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, ইহা কোন মতেই মনে করা যায় না। রাল্‌ফ ফিচ, Sorandeর যে সংস্থান দিয়াছেন, তাহার সহিত বার্থেমা প্রদত্ত 'বাঙ্গালা নগরী'র সংস্থানের যথেষ্ট ঐক্যই

বার্থেমার বর্ণনায়ও মেঘ্নার গঙ্গাসঙ্গম স্থানেই বাঙ্গালা নগরী'র সংস্থান মিলিত হইয়াছে। পরন্তু উভয়েরই বর্ণনায় Port Sorande ও "City of Banghella" ত্রিপুরার অন্তর্গত বলিয়া স্পষ্টাক্ষরেই উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ফিচ্, বার্থেমার বাঙ্গালা নগরীকেই সোরেণ্ডি বন্দর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ইহাই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। এযাবৎ বাঙ্গালা নগরীর অস্তিত্ব ও সংস্থান সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে সন্দেহ চলিয়া আসিতেছে, তাহার সুন্দর মীমাংসাই এখানে পাওয়া যাইতেছে। বাঙ্গালা নগরীর বাণিজ্যসম্পদ্ কিরূপ বিপুল ছিল এবং ইহার বাণিজ্য কিরূপ সুবিস্তৃত ছিল, নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায় :—

"Cotton and Silk, but above all Cotton were woven into stuffs of many degrees of fineness and beauty, from Muslin to thick quilts, and these stuffs were conveyed in Arab ships to the Red Sea and the Persian Gulf, whence they were distributed over East Africa, Syria, Egypt and Europe. At this sea-port of Bengal, Christian merchants—probably Persian Nestorians resided and traded without let or hindrance. Some of these Armenians seem to have come from Mongolia or Tartary, and their dress resembled that of the peoples of Muhammadan Central Asia at the present day." Ibid p 100.

এই বর্ণনায়, মধ্য আসিয়া, পশ্চিম আসিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের পর্য্যন্ত যে বাঙ্গালা নগরীর কার্পাস ও রেশম বাণিজ্যের সহিত যোগ

ছিল, তাহাই আমরা জানিতে পারিতেছি। এই বাঙ্গালানগরী মেঘ্‌নারই গর্ভে কালের কুটিল আবর্ত্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহাতেই পর্টুগীজেরা আসিয়া ত্রিপুরা হইতে বাণিজ্যকেন্দ্র চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত করিয়া থাকিবে।

এক্ষণে আমরা ত্রিপুরার প্রাচীন রাজ্যসমৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সাম্রাজ্য ত্রিপুরার সহিত সংলগ্ন ছিল। এই সাম্রাজ্যের সহিত ত্রিপুরারাজ্যের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তৎসম্বন্ধে পরিষ্কার ঐতিহাসিক প্রমাণ আগত হয় নাই। আমরা যে ইংরেজ ঐতিহাসিকের প্রমাণ এখানে প্রদান করিতে যাইতেছি, তাহা বিশেষ প্রাচীন। ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়া প্রচারিত হয়। যিনি এই বিবরণ সঙ্কলিত করিয়াছেন, তাঁহার নাম পিটার হেলিন (Peter Heyleyn) তিনি অন্তর্গাঙ্গ ও বহির্গাঙ্গ (India Intra Gangem and India Extra Gangem) এইরূপ বিভাগ করিয়া ভারতের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদান করেন। তদুপলক্ষে বাঙ্গালার বিবরণ দিতে যাইয়া তিনি ত্রিপুরারাজ্য সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

"Here is also the kingdom of Tippura, naturally fenced with hills and mountains and by that means hitherto defended against the Mongul Tartars, their bad neighbours, with whom they have continual quarrels." Bengal Past and Present (October 1907) India Intra and Extra Gangem pp. 50—51.

"এখানে ত্রিপুরারাজ্যও অবস্থিত। ইহা পাহাড়, পর্ব্বত দ্বারা প্রকৃতি কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। এই উপায় দ্বারা এ পর্য্যন্ত ইহা তাতার জাতীয়

মোগল দুরন্ত প্রতিবেশী হইতে রক্ষিত হইয়াছে। ইহাদিগের সহিত ইহাকে সর্ব্বদাই যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছে॥”

১৬৫২ খৃষ্টাব্দে হেলিনের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। ইহা জবচার্ণকের কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইবারও চল্লিশবৎসর পুর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং ইহা সুপ্রাচীন ইংরেজ সাক্ষ্য তাহা আমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এখানে ত্রিপুরা নামের “তিপ্‌রা”রূপে বিকৃতি হইতে শেষ Tippera রূপান্তরের পূর্ব্ব ইতিহাসই যেন পাওয়া যায়।

ইংরেজ রাজদূত রাল্‌ফ্ ফিচ্, হেলিন্ লিখিত সময়েরও বহুপূর্ব্বে ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, তিনি ত্রিপুরারাজ্যের স্বাধীনতা সম্বন্ধে যাহা প্রত্যক্ষ গোচর করিয়াছিলেন, হেলিনের বৃত্তান্তে তাহার যথেষ্ট সমর্থনই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফিচের বিবরণ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

“In the delta of the Ganges, on the verge of the Tipperah District, he found the people not yet subdued by the Mughal emperors.” Pioneers in India by Sir Harry Johnston G. C. M. G., K. C. B. (Blackie and Son) p. 163.

উদ্ধৃত বর্ণনা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ত্রিপুরারাজ্য গঙ্গার বদ্বীপ পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল এবং এই রাজ্য প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিবেশী রাজ্য হইলেও, এমন কি মোগল সাম্রাজ্যের আক্রমণ দ্বারা সতত উপদ্রুত হইলেও, মোগল সাম্রাজ্যের নিকট বশ্যতা স্বীকার না করিয়া স্বীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহা ত্রিপুরারাজ্যের পক্ষে সামান্য পৌরুষের কথা নয়।

ত্রিপুরার প্রাগুল্লিখিত প্রাচীন রাজশ্রী ও বাণিজ্যশ্রী যে ইহার সবিশেষ গর্ব্বের বিষয় তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে।

অতীতের গাঢ়তম কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন হইয়া ত্রিপুরা ইতিহাসের আরও কত উপকরণ অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে, তাহা কে বলিবে? সেই কুজ্ঝটিকা জাল অনুসন্ধানের আলোকে ভেদ করিয়া তৎসমস্তের উদ্ধার সাধন করিতে পারিলে ত্রিপুরার ইতিহাসের পূর্ণতা সাধিত হইবে, তাহা নহে, তদ্বারা ত্রিপুরার ইতিহাস আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, ইহাই আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।

২৪। ত্রিপুরারাজ্যের উপদ্রব ও ঢাকায় প্রথম রাজধানী স্থাপন।

মোগল সম্রাটগণ যখন প্রবল পরাক্রমে দিল্লিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাজ্যশাসন করিতেছিলেন, তখন রাজমহলে তাঁহাদের একজন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা থাকিতেন। তিনিই পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত শাসন পরিচালন করিতেন। পূর্ব্ববঙ্গ কিন্তু তখনও সম্পূর্ণরূপে মোগল শাসন দণ্ডের অধীনে আসে নাই। তথায় প্রথমতঃ হিন্দুরাজা, পরে মুসলমান রাজা স্বতন্ত্র ভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। সোণার গাঁ বা সুবর্ণগ্রাম তাঁহাদের রাজধানী ছিল। সেনবংশধর দনুজ মাধবই সোণার গাঁর শেষ হিন্দুরাজা।

প্রবল পরাক্রান্ত অদ্বিতীয় মোগল বাদসাহ আকবরের রাজ্যকালে ঈশাখাঁ সোণার গাঁয় রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি মোগলবাদসাহকে বড় একটা গ্রাহ্য করিতে চাহিতেন না। আকবরের মহা বিক্রমশালী সেনাপতি রাজা মানসিংহ ঈশাখাঁকে দমন করিবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গে অভিযান করিয়া ছিলেন। তৎকর্তৃক ঈশাখাঁ আকবরের সমীপে নীত হইলে, আকবর তাঁহাকে শাসনকর্ত্তা স্বীকার করিয়া সোণার গাঁর রাজ্য তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করেন। ঈশাখাঁর মৃত্যুর পর তৎপত্নী সোণাবিবি* বিশেষ পরাক্রমের

শত্রু ছিলেন কেদার রায় ও ত্রিপুরার মহারাজা। তাঁহাদের সহিত সোণাবিবি বেশীদিন প্রতিপক্ষতা করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা শীঘ্রই সোণা বিবির রাজ্য আক্রমণ করিল। সোণাবিবি বীর রমণীরই ন্যায় অমিত বিক্রমে তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন। সোণাকান্দাতে উভয় পক্ষের তুমুলযুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইল। তাহাতে সোণাবিবি বিশেষ শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়া পরে পরাভূত হইলেন ও প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। "ঢাকার' গ্রন্থকার এই যুদ্ধের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল।

"Isha Khan's death was the signal for his enemies to sweep down upon his kingdom and wreck the vengance which they so often attempted in vain. Kedar Rai, the Raja of Chandpur, with the Raja of Tipperah sailed up the Meghna with a great fleet, confident of success, now that the great Afghan Chief was gone. But they were soon to find that, though Isha Khan was dead, a valiant defender remained to guard his memory and protect his kingdom. Entrenched in the fort of Sona-kanda on the Lakhiya, she held out stubbornly for many weeks, defying all forces of her enemies and at length when the end drew near, determined that her dead lord's fort should never surrender to his foes, she ordered it to be burned to the ground, and, perishing in its ashes, made of it, her funeral pyre." Dacca—The Romance of an Eastern Capital by F. B. Bradley Bart

সোণাকান্দার যুদ্ধেই সোণার গাঁর সৌভাগ্যসূর্য্য চির অস্তমিত হইল। ত্রিপুরার মহারাজ ও রাজা কেদার রায় বিজয়ী হইয়া সোণার গাঁকে ছারখার করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে জলপথে মগেরা আসিয়া বড় ২ নদীর তীরে লুটপাট আরম্ভ করিয়া দিল। এই সময়ে পর্টুগীজেরা মগদিগের সহযোগী হইল। পর্টুগীজেরা নৌযুদ্ধে সুনিপুণ ছিল। তাঁহাদের শিক্ষায় মগেরা একেবারে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। ইহাদের উৎপাতে লোকের তিষ্ঠান ভার হইল। এইরূপে পূর্ব্ববঙ্গ তোলপাড় হইয়া উঠিলে, মোগল শাসনকর্ত্তা ইস্‌লাম খাঁ রাজমহালে থাকিয়া বঙ্গশাসন অসম্ভব মনে করিলেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গে রাজধানী পরিবর্ত্তনই, একান্ত আবশ্যক বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। প্রথমতঃ সোণার গাঁয় নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু তাহা নিরাপদ মনে করিতে না পারিয়া, বরঞ্চ অপেক্ষাকৃত অভ্যন্তরবর্ত্তী ঢাকাকেই অধিক নিরাপদ বিবেচনা করতঃ তিনি তথায়ই যাইয়া নবরাজধানীর পত্তন করিলেন। ইহা হইতেই ঢাকার গৌরব দীপ্তি পাইয়া উঠিল এবং সোণার গাঁর গৌরব চির নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

পূর্ব্বোক্ত ঢাকার গ্রন্থকার ঢাকায় রাজধানী পরিবর্ত্তনের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা হইতেই আমরা এই সমস্ত কথা জানিতে পারি।

"The fall of Sonakunda was one of the closing scenes in the history of Sonargaon. The Rajas of Chandpur and Tippera plundered and ravaged far and wide over the whole country to the south and in their wake came the Mughs, a wild race of pirates and free booters, whose name soon struck terror among the peaceful cultivators along the banks of all the great rivers of Eastern Bengal. The ancient kingdom of Sonargaon

was falling on evil days and the end drew near. Disorganised and without a leader, the land lay an easy prey to its enemies who had hovered round its gates. When the Mughs were re-inforced by bands of roving Portuguese expert sea-man, who taught their new allies the methods of navigation and attack, they became a menace which the new Moghul Government in Bengal could not long overlook and Islam Khan, quitting Rajmahal, resolved to remove his capital further eastwards, where he might hold them more firmly in check. Sonargaon, already doomed to decay and exposed to the attacks of the Mughs, offered no desirable site, and Islam Khan determined to found a new capital more securely situated across the Lakhiya. On the banks of the Buriganga the great city of Dacca sprang rapidly into being as the capital of all Bengal, and from this time onward Sonargaon passes out of history amost as completely as if it had never been." Ibid pp. 68—69.

আকবর বাদ্‌সাহের পুত্র জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালে ঢাকার রাজধানী স্থাপিত হয়। তাহাতেই তাঁহার নামানুসারে ইহার 'জাহাঙ্গীর নগর' এই নামকরণ হইয়াছিল। ঢাকার এক অংশ এখনও ইসলামপুর বলিয়া পরিচিত। বোধ হয় এইখানেই ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা ইসলাম খাঁ নৌকা হইতে তীরে অবতরণ করেন।

উপরে আমরা ঢাকার রাজধানী পরিবর্ত্তনের যে বিবরণ উদ্ধৃত

নির্দ্দেশিত হইয়াছে। কিন্তু ত্রিপুরা-রাজকর্তৃক আক্রমণের আশঙ্কাও যে কম কারণ ছিল, তাহা আমাদের নিকট বোধ হয় না। আমরা ত্রিপুরার রাজাকর্তৃক সমগ্র দক্ষিণ সোণারগাঁ উপদ্রুত হওয়ার যে বর্ণনা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে বরঞ্চ ত্রিপুরা রাজ্য হইতেই অধিক ভয়ের কারণ ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মগেরা লুঠপাট করিয়াই ক্ষান্ত হইবার কথা ছিল, কিন্তু ত্রিপুরার রাজাকর্তৃক সোণার গাঁর অধিকার হইতে মুসলমানদিগের বিচ্যুত হইবারই বিশেষ ভয় ছিল।

ত্রিপুরার রাজগণের পরাক্রমে পূর্ব্ববঙ্গের অনেক অংশ পূর্ব্বেও যে মুসলমানদিগের হস্তচ্যুত হইয়াছে, ইতিহাসে তাহার পরিষ্কার উল্লেখই রহিয়াছে। *

জাহাঙ্গীর বাদ্‌সাহের সময় ঢাকার প্রতিষ্ঠা হয়। তৎপর প্রবল প্রতাপান্বিত আরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য সময়েও মোগল সম্রাটকর্তৃক যে ত্রিপুরার রাজা স্বাধীন ও বন্ধুরূপে স্বীকৃত হইতেন, তাহা, সম্রাট্ আরঙ্গজেব পলায়নপর তদীয় ভ্রাতা নবাব সুজাকে ধরিয়া দেওয়ার জন্য ত্রিপুরার রাজাকে বিনয় ও অনুরোধ করিয়া যে পত্র লিখেন, তাহাতেই জাজ্জ্বল্যমান রূপে প্রকাশ পায়।

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে ত্রিপুরা রাজ্য হীনশক্তি ছিল না ও প্রবল মোগল সম্রাজ্যের সহিত প্রতিপক্ষতা করিতেও ইহা ভীত হইত না।

---

* "ত্রিপুরার রাজারা বাঙ্গালার পূর্ব্বাংশ অনেক দূর দখল করিয়া লন।" প্রথম
ইতিহাস মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম, এ

২৫। রোশনাবাদের ইতিবৃত্ত—ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে শেষ অধ্যায়।

রোশনাবাদ ত্রিপুরার মহারাজের বিশাল জমিদারী। সুতরাং ত্রিপুরারাজ্যের ইতিহাসে ইহার যে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, তাহা আমরা মনে করিতে পারি। বস্তুতঃ ত্রিপুরা রাজ্যের উত্থান পতনের একটী রহস্যময় অধ্যায়ই ইহার ইতিহাসের সহিত জড়িত রহিয়াছে।

ত্রিপুরা হিন্দুরাজ্য। রোশনাবাদ এই হিন্দুরাজ্যের অন্তর্ভূ্ত হইলেও, ইহার নাম হিন্দু নাম নহে, ইহার নাম পার্শীনাম। যেরূপে এই নামের উৎপত্তি হয়, তাহার মূল ঘটনা, ত্রিপুরা রাজ-পরিবারেরই মধ্যে গৃহ বিবাদের ঘটনা। এই গৃহবিবাদের ঘটনাটী "ঢাকার" গ্রন্থকার ব্রেড্লিবার্ট কর্ত্তৃক এইরূপে বিবৃত হইয়াছে।

"It was quarrel in the Raja of Tipperah's own family which gave the Moghul Naib Nazim at Dacca his opportunity. The nephew of the Raja having displeased his uncle, fled the country and took refuge with a Mussalman Zeminder Aka Sadik, who being a friend of Mir Hubbeeb, brought his case to the minister's notice. Mir. Hubbeeb was not slow to see the advantage that might be gained. Obtaining a perwana from Mirza Lutfulla, he set out with all the troops available in Dacca, and, crossing the Meghna marched straight upon the capital of the country, guided by the Raja's nephew. Surprised at the suddenness of the attack, the Raja fled to the mountains, and his nephew with various conditions that made him

completely subordinate to the Moghul power at Dacca, was seated on Gadi. Mussalman troops were left in the country, and the name of Tipperah was changed by the Naib Nazim to Roshenabad, the Land of Light, being the most eastenrly portion of the Moghul Empire on which the sun first shone in its daily course." Dacca—The Romance of an Eastern Capital by F. B. Bradley Birt pp. 145—146.

ত্রিপুরা রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজার বিরাগ ভাজন হওয়াতে ঢাকা যাইয়া, আকাসাদিক নামক জমিদারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আকাসাদিক তাঁহার বিষয়, নায়েব নাজিমের মন্ত্রণাদাতা মিরহবিরের গোচর করিলে, তিনি ত্রিপুরা রাজ্য হস্তগত করিবার পরম সুযোগ দেখিতে পাইয়া, নায়েব নাজিম হইতে অনুমতি পত্র গ্রহণ করতঃ, সৈন্য সহকারে ত্রিপুরার দিকে ধাবিত হইলেন। ত্রিপুরার রাজা এই আকস্মিক আক্রমণের নিকট দাঁড়াইতে না পারিয়া পর্ব্বতে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। তখন ত্রিপুরার কুমার মোগল সম্রাজ্যের সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করিয়া, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ত্রিপুরা নাম বদলাইয়া এখন "রোশনাবাদ" হইল। "রোশনাবাদের" অর্থ "আলোকিত ভূভাগ"। এই নাম হওয়ার কারণ এই যে, মোগল সাম্রাজ্যের পুর্ব্ব সীমারূপে পরিণত হওয়াতে, মোগল সাম্রাজ্যের সূর্য্যোদয় এখানেই হইত। সুতরাং 'রোশনাবাদ' 'সূর্য্যালোকিত প্রদেশ' ইহাই বুঝায়।

ত্রিপুরার ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায়, ধর্ম্ম মাণিক্য তখন ত্রিপুরার রাজা ছিলেন এবং তদীয় বিদ্রোহী ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম ছিল জগৎ ঠাকুর; তিনি জগৎ মাণিক্য এই উপাধি ধারণ করিয়া রোশনাবাদের রাজা

সমর্পণ করিয়া নিজের স্বার্থ সাধন করিলেন বটে, কিন্তু অধিকদিন রাজ্যভোগ তাহার অদৃষ্টে ঘটিল না। 'ধর্ম্ম মাণিক্য' মুর্শিদাবাদ যাইয়া সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলে, মুর্শিদাবাদের নবাব তাঁহার রাজ্য তাঁহাকেই ফিরাইয়া দিলেন। কিন্তু জগৎ মাণিক্য রাজ্যের যে অনিষ্ট করিয়াছিলেন, ধর্ম্ম মাণিক্যকে তাহার ফলভোগ করিতে হইল। রোশনাবাদের উপর এখন পাঁচ হাজার টাকা রাজস্ব বসিল। ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ণ চিরস্বাধীনতা এখানেই রাহুগ্রস্ত হইল।*

রাজস্বের যৎসামান্য পরিমাণ দ্বারা ত্রিপুরার রাজা যে নামে মাত্র করদরূপে পরিণত হইয়াছিলেন তাহাই বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ ত্রিপুরা রাজ্যের সমতল প্রদেশেই মাত্র গৃহবিবাদ মূলে ত্রিপুরা রাজ্যের শক্তি খর্ব্ব হইয়াছিল, কিন্তু ত্রিপুরার পার্ব্বত্য প্রদেশে ত্রিপুরা রাজ্যের স্বাধীনতা কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বা ইংরেজ আমলে পুনর্ব্বার জগৎমাণিক্যের বলরাম নামক একজন বংশধর, মাণিক্য উপাধিধারণপূর্ব্বক রোশ্‌নাবাদের শাসনকর্ত্তারূপে অধিষ্ঠিত হন। তৎকালে কৃষ্ণমাণিক্য ত্রিপুরার রাজা ছিলেন। কৃষ্ণমাণিক্য তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া আবার রোশ্‌নাবাদ আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

এই প্রকারে রোশ্‌নাবাদের উপর দিয়া অনেক রাজবিপ্লবই গিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও ত্রিপুরা রাজ্য হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই। ইহা এখনও ত্রিপুরা রাজ্যের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রবল মুসলমান

---

* ষ্টুয়ার্ট সাহেব তদীয় বাঙ্গালার ইতিহাসে এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"And thus, the province of Tipperah which from time immemorial had been an independent kingdom, became annexed to the Moghul

রাজশক্তি ও ব্রিটিশ রাজশক্তি ত্রিপুরায়, কি ভাবে, কতদূর, প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে।

২৬। উপসংহার (বঙ্গের ইতিহাসে ত্রিপুরার স্থান)।

ত্রিপুরারাজ্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনাদ্বারা আমরা ত্রিপুরারাজ্যের কেবল প্রাচীনত্বেরই প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা নহে, পরন্তু একই অবিচ্ছিন্ন বংশধারা যে, ত্রিপুরায় রাজত্ব করিয়াছে, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি। সমগ্র বঙ্গদেশে, কেবল বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে একই রাজবংশদ্বারা স্মরণাতীত কাল হইতে অধিষ্ঠিত ত্রিপুরারাজ্যের ন্যায় দ্বিতীয় একটী রাজ্য দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। ত্রিপুরায় এইরূপে ঐতিহাসিক উপাদান যেরূপ অবিকৃত বা অল্প বিকৃতভাবে সঞ্চিত হওয়ার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেরূপ বোধ হয় অপর কোথায়ও পায় নাই। দ্রুহ্যু-বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ অনার্য্য কিরাতজাতির মধ্যে আর্য্য সভ্যতার অঙ্কুর লইয়া প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিরূপে এই সভ্যতার অঙ্কুরটীকে সযত্নে পোষণ করিয়া তাঁহারা ইহাকে ক্রমে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন এবং ক্রমে অনার্য্যজাতির মধ্যে ইহার মূল প্রসারিত করিয়াছিলেন, ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস হইতে, তাহাই আমরা জানিতে পারি। ইহা হইতে ভারতের পূর্ব্বসীমায় দ্রুহ্যুবংশীয়গণ যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে আর্য্যসভ্যতার একটী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজমালার সারসঙ্কলনকর্ত্তা লং সাহেব এই কেন্দ্র সম্বন্ধে যে সারবান্ মন্তব্য করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা একান্তই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি :—

"It gives us a picture of the state, Hindu soceity

Highlands of Bengal, the last country that yielded to the tide of Moslem invasion, and which in its Mountain fastnesses, retained for so long the Hindu traditions unmixed with the views that stream in from other countries."

"ইহা হইতে বঙ্গের হাইলেণ্ডরূপে ত্রিপুরা দেশের (যাহা পাশ্চাত্য দিগের নিকট অতি অল্পই পরিচিত) হিন্দুসমাজ ও রীতিনীতির অবস্থা সম্বন্ধে একটী চিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ত্রিপুরা অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে সর্ব্বশেষে মুসলমানদিগের আক্রমণ প্রবাহের নিকট আত্ম সমর্পণ করে। ইহা ইহার পার্ব্বত্য দুর্গের মধ্যে হিন্দু মত সকল এই সুদীর্ঘকাল রক্ষা করিয়াছে। অন্যত্র হইতে প্রবাহিত মত সকলের সহিত এই সমস্ত মিশ্রিত হইতে পারে নাই।"

ত্রিপুরা রাজ্যে শৈবধর্ম্মের প্রথম বিস্তারেই আর্য্যসভ্যতার পত্তন হয়। লং সাহেব এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"It had long been the chosen abode of Sivism, the aboriginal religion having been supplanted by the latter system, as is indicated by the myth which represented Siva destroying the Asura Tripura, and Tripura being the favourite residence of Siva, Pithasthana, the right leg of Sati having fallen there."

"ত্রিপুরা বহুকাল হইতেই শৈবধর্ম্মের অনুমত আধার হইয়াছে। ইহা যে আদিমধর্ম্মের স্থান গ্রহণ করিয়াছে, শিবকর্ত্তৃক অসুর প্রকৃতি ত্রিপুরের বধেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। ত্রিপুরাতে সতীর দক্ষিণ-পাদ পতিত হওয়ায় ত্রিপুরা পীঠস্থান হওয়াতেও শিবের প্রিয়স্থান

ত্রিপুরা এইরূপে প্রাচীন হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্মের কেন্দ্র স্বরূপ হওয়াতে, ইহার ইতিহাস যে, আমাদের নিকট বিশেষ মূল্যবান্ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। লং সাহেব ত্রিপুরার ইতিহাস "রাজমালা"র পুরাতত্ত্বরূপে মূল্য অবধারণ করিবার জন্য যে সারগর্ভ মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা আমাদের বিশেষ অনুধাবনারই যোগ্য :—

"The Rajmala or history of Tripura comes in opportunely at the present time, when such an anxiety is shown by Savants to throw light on the manners, religion and history of India previous to the Mohammadan invasion, and also from the country described in the poem presenting various points of interest, whether we look at its position, having the Buddhist Kingdoms to the south, the Chinese Empire in the East, the ancient kingdom of Kamrup in Assam to the North, or the aboriginal tribes of its frontiers. Its mountain fastnesses and lonely jungles, enabled its Chieftains, like the Welsh of former times, or the Huguenotes of the Cevennes, to maintain a spirit of resistance to intruders, and to preserve down to the last century Hindu manners and customs uninfluenced by the control of Moslem propagandism." Analysis of Rajmala.

"এই বর্ত্তমান সময়ে যখন প্রবীণ পণ্ডিতগণ মুসলমান অধিকারের পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতের ধর্ম্ম, রীতি, নীতি ও ইতিহাসের উপর আলোক পাতের জন্য এরূপ ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিতেছেন, রাজমালা বা ত্রিপুরার

বলিতে হইবে। এই সময়ে যখন রাজমালায় উল্লিখিত দেশের যে সমস্ত বিবিধ কৌতুককর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সে সকলের যে কোনটাই হউক না কেন, যেমন ইহার সংস্থান' যাহাতে দক্ষিণে বৌদ্ধরাজ্য সকল, পূর্ব্বে চীনসাম্রাজ্য, উত্তরে আসামের কামরূপ রাজ্য অবস্থিত রহিয়াছে, অথবা ইহার সীমান্তবর্ত্তী জাতিসকল, তৎসমস্ত সম্বন্ধেও আলোকপাতের জন্য প্রবীণ পণ্ডিতদিগের আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং এমন সময়ে রাজমালার আবিষ্কার সময়োপযোগীই হইয়াছে। ইহার পার্ব্বত্য দুর্গ সকল এবং নির্জ্জন অরণ্য সকল, পূর্ব্বকালের ওয়েলশবাসীদিগের অথবা ফরাসী দেশের ছিবেন্নিস্ পর্ব্বতের হিউজ্‌নট্ জাতিদিগেরই ন্যায়, ইহার অধিপতিগণকে, বিগত শতাব্দী পর্য্যন্তও বহিরাক্রমণকারীদিগকে প্রতিরোধ করিবার মানসিক তেজ ধারণে সমর্থ করিয়াছে এবং মুসলমানদিগের ধর্ম্মপ্রচারের শাসন দ্বারা আক্রান্ত না হইয়া, হিন্দু আচার ব্যবহার রক্ষার্থ সমর্থ করিয়াছে।"

লং সাহেব ত্রিপুরার যে সীমার কথা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে বঙ্গের প্রায় সমগ্র পূর্ব্বভাগই, ত্রিপুরার অন্তর্গত হয়। বস্তুতঃ রাজমালা পাঠ করিলে উত্তরে কাছাড় ও শ্রীহট্ট, পূর্ব্বে চট্টগ্রাম, দক্ষিণে নোয়াখালি, পশ্চিমে সোণার গাঁ প্রভৃতি সমস্তই যে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল, তাহা পরিষ্কারই বুঝিতে পারা যায়। এইরূপে পূর্ব্ববঙ্গ বলিতে এক সময়ে ত্রিপুরাকে বুঝাইত বলিয়াই আমরা মনে করি।

কেবল পূর্ব্ববঙ্গ কেন, বঙ্গনামও যে এক সময়ে ত্রিপুরার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইত, পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের অবধারণ হইতে তাহাই জানিতে পারা যায়। প্রসিদ্ধনামা পণ্ডিত বামন শিবরাম আপ্তে মহাশয় তদীয় সংস্কৃত ইংরেজী অভিধানে বঙ্গ সম্বন্ধে বিবরণ দিতে যাইয়া এইরূপ লিখিয়াছেন ;

"বঙ্গ (also called সমতট or the plains)—A name for Eastern Bengal (to be clearly distinguished from গৌড় or Northern Bengal) including also the sea-coast of Bengal. It seems to have included at one time Tipperah and the Garo hills."

Practical Sanskrit English Dictionary.

উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে উত্তর বঙ্গ পূর্ব্বে গৌড় নামে আখ্যাত হইত এবং বঙ্গনামটী * পূর্ব্ববঙ্গেরই প্রতি প্রযুক্ত হইত।

ত্রিপুরা পূর্ব্ববঙ্গের আদি ও প্রধান স্থান বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গ যে বিশেষভাবে ত্রিপুরাকে বুঝাইত তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়। এইরূপে এক সময়ে অর্দ্ধবঙ্গই যখন ত্রিপুরা নামের দ্বারা পরিচিত ছিল, তখন ত্রিপুরাকে ছাড়িয়া বঙ্গের ইতিহাস অর্দ্ধাঙ্গ ইতিহাস বলিয়া যে, বিকলাঙ্গ ইতিহাস হইবে, তাহা আমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

ত্রিপুরার ইতিহাস কেবল অর্দ্ধবঙ্গের ইতিহাস বলিয়াই যে বঙ্গ ইতিহাসের অঙ্গীভূত হওয়া উচিত তাহা নহে, কিন্তু ত্রিপুরার ইতিহাসে বঙ্গের গৌরব করিবার যথেষ্ট বিষয় আছে বলিয়াও বঙ্গ ইতিহাসের অঙ্গীভূত হওয়ার জন্য ইহার বিশেষ দাবী করার কারণ আছে। আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া ধর্ম্মের বিশেষ সংস্কার সাধন করেন বলিয়া, বঙ্গের ইতিহাসে অক্ষয় যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারও প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরার রাজা মিথিলা হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া আপনার রাজ্যে কেবল যজ্ঞ সম্পাদন করান নাই, পরন্তু তাঁহাদিগকে প্রচুর ভূসম্পত্তি দান পূর্ব্বক

* প্রত্নতাত্ত্বিক বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তৎপ্রণীত "বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্তে" বঙ্গের সংস্থান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"বর্ত্তমান বাঙ্গালার দক্ষিণাংশ।"

নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতও করিয়াছিলেন। বিশ্বকোষকার এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন "শশাঙ্কের সহিত ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব কিছুদিনের জন্য এদেশ হইতে অস্তমিত হইল। এমন কি, তৎকালে এদেশে বেদবিৎকর্ম্মঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তাই ত্রিপুরপতি ধর্ম্মপালকে ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে মিথিলা হইতে বেদবিৎ ব্রাহ্মণ আনাইতে হইয়াছিল।" বিশ্বকোষ 'বঙ্গদেশ'।

বক্তিয়ার খিলিজিকর্ত্তৃক বঙ্গের শেষ রাজা লক্ষ্মণসেন সহজেই পরাভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু ত্রিপুরার রাজাকে বক্তিয়ার খিলিজি জয় করা দূরে থাকুক, প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাটেরাও জয় করিতে পারেন নাই। ত্রিপুরার পার্ব্বত্য রাজ্য কখনও মুসলমান সম্রাট্‌দিগের নিকট আত্মসমর্পণ করে নাই—ইহার স্বাধীনতা বরাবরই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

ত্রিপুরাতে যেমন একদিকে বঙ্গ হইতে স্বতন্ত্রভাবে সভ্যতার প্রতিষ্ঠা দেখা যায়, তেমনই অপরদিকে বঙ্গের যোগেও সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করিতে দেখা যায়। তাহাতেই ত্রিপুরারাজত্বের মধ্যযুগে ও শেষ যুগে ত্রিপুরা রাজের উৎসাহে ও নিষ্করাদিদানে বাঙ্গালীর উপনিবেশদ্বারা ত্রিপুরারাজ্যের সমতলভাগ বিশেষরূপে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এইরূপে ত্রিপুররাজ্যের সহিত বঙ্গের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই সঙ্ঘটিত হইয়াছে।

ত্রিপুররাজদিগের যুদ্ধ ও সামনীতিরদ্বারা চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী শ্রীহট্ট, জয়ন্তিয়া, কাছাড়, ময়মনসিংহ, নওয়াখালী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি সমস্ত প্রদেশের সহিতই যে ত্রিপুরার একটী আধিপত্যের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল, রাজমালায়, তাহার যথেষ্ট প্রমাণই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সমস্ত প্রদেশের রাজা ও জমিদারেরা অনেকেই ত্রিপুরারাজার সামন্তশ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছিলেন। এইরূপে ত্রিপুরার ইতিহাসসূত্র বঙ্গদেশের সহিত বিশেষভাবেই বিজড়িত হইয়াছিল।

ত্রিপুররাজগণ তুলাপুরুষ, দীর্ঘিকা উৎসর্গ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে যে বিপুল

নহেন, পরন্তু মথুরা, মিথিলা, কাশী, মহারাষ্ট্র, সেতুবন্ধ উড়িষ্যাদি দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও নিমন্ত্রিত হইতেন। ইহাতে ব্রাহ্মণ্যও পাণ্ডিত্যের উচ্চ আদর্শেরদ্বারা ত্রিপুররাজগণ যেমন ত্রিপুরাকে আলোকিত করিতেন, তেমনই ব্রাহ্মণ্যও পাণ্ডিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সংরক্ষক বলিয়াও পরিচিত হইতেন। বঙ্গ ও ত্রিপুরার এই পরস্পর প্রভাব ইতিহাসের উপেক্ষণীয় নহে।

বঙ্গদেশের উৎপত্তির মূলরহস্য ত্রিপুরা ইতিহাসের দ্বারা যেরূপ উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে, সেরূপ আর অন্য কোন ইতিহাসেরদ্বারাই বোধ হয় পারে না। ত্রিপুররাজগণ যখন প্রথম আসিয়া ব্রহ্মপুত্রতীরে রাজ্য পাট স্থাপন করেন, বঙ্গদেশ তথনও সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হয় নাই। ত্রিপুরার পর্ব্বতরাজিই তখন বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্ত্তী ভূভাগ ছিল। * এমন কি চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্‌সাঙ্‌ যখন ভারত পরিভ্রমণে আসেন, তখন তিনি ত্রিপুরার অন্তর্গত কমলাঙ্ক বা কুমিল্লাকে সমুদ্রের তীরবর্ত্তীই দেখিয়া গিয়াছিলেন। কুমিল্লা হইতে সমুদ্রের বর্ত্তমান স্থান লক্ষ্য করিলে মধ্যবর্ত্তী স্থলভাগ সকল যে ক্রমে ক্রমে সমুদ্র গর্ভ হইতেই উত্থিত হইয়াছে, তাহা সুন্দররূপেই উপলব্ধি করা যায়। ইহা হইতে বঙ্গদেশের উৎপত্তিও যে এই ভাবেই হইয়াছে, তাহা বুঝিতে তেমন কষ্ট হয় না। নিম্নবঙ্গের বর্ষাকালের দৃশ্য আমাদিগকে বিশেষরূপেই তৎস্থলের পূর্ব্বকালের সাগরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ত্রিপুর রাজদিগের রাজ্য পরিবর্ত্তন, রাজ্য বিস্তার, রাজ্যে প্রজাস্থাপন প্রভৃতিতে সমুদ্রগর্ভ হইতে ত্রিপুরার দেশ গঠনের সুন্দর আভাসই পাওয়া যায়।

---

* "বাঙ্গালার পুরাবৃত্তে" বাঙ্গালার ভূতত্ত্বপ্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে "সুষঙ্গ, আসাম,

ত্রিপুররাজগণ অনার্য্য জাতির রাজারূপেই প্রথম অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সংশ্রবে এই অনার্য্যগণের ইতিহাস ও ত্রিপুরার ইতিহাসে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে ত্রিপুরার ইতিহাস জাতীয় সংমিশ্রণের ইতিহাস হইয়া ইতিহাসের নূতন ও প্রকৃতরূপ ধারণ করিয়াছে।

ত্রিপুরা ভারতের সীমান্ত কিরাতরাজ্য। ইহার সহিত একদিকে যেমন বঙ্গের যোগ রহিয়াছে, তেমনই অপর দিকে ব্রহ্ম, মণিপুর, হেড়ম্ব প্রভৃতি রাজ্যের যোগ রহিয়াছে। এই মধ্যবর্ত্তী সংস্থানেরদ্বারা ত্রিপুরা উভয়দিকেই প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে। ত্রিপুররাজবংশ যে পূর্ব্বভারতে সভ্যতার অগ্রদূতরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা একরূপ নিঃসঙ্কোচেই বলিতে পারি। এইরূপে বঙ্গ ইতিহাসের মিলনসূত্র যেমন ত্রিপুরা ইতিহাসের সহিত গ্রথিত রহিয়াছে, বহির্বঙ্গ ইতিহাসের মিলনসূত্রও তেমনই, ত্রিপুরা ইতিহাসেরই সহিত গ্রথিত রহিয়াছে। সুতরাং ত্রিপুরা ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থানেরই অধিকারী। ত্রিপুরা ইতিহাসের পূর্ণতা সাধিত হইলে, তদ্দ্বারা বঙ্গ ইতিহাসের যেমন পূর্ণতা সাধিত হইবে, ভারত ইতিহাসের পূর্ণতাও যে তেমনই সাধিত হইবে, ইহা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

বঙ্গের গৌরব করিবার এখনও যদি কিছু থাকে, তবে ত্রিপুরারাজ্যই আছে। প্রবলকালস্রোতে অপর সমস্ত রাজ্যই ভাসিয়া গিয়াছে, কেবল একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যই কালকে পরাভূত করিয়া, আপনার স্বাধীন গর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ত্রিপুরা ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অধীন হইলেও করপ্রদ হয় নাই, মিত্ররাজ্য হইয়াছে। রাজমালার সারসঙ্কলন কর্ত্তা লংসাহেব ত্রিপুরার এই আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রশংসাচ্ছলে লিখিয়াছেন।

he families of Vishnupur and Tripura have alone remained, though now in the "Sere and yellow eaf." Analysis of Rajmala.

"বঙ্গদেশে যখন বৈদেশিক আক্রমণ প্রবাহে প্রায় সমস্ত হিন্দু রাজবংশই ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, তখন কেবল বিষ্ণুপুরও ত্রিপুরার রাজবংশই রহিয়া গিয়াছে, যদিও তাহারা এক্ষণে শুষ্ক ও হরিদ্রা বর্ণ পত্রের ন্যায় হইয়া রহিয়াছেন।"

ত্রিপুরারাজবংশই যদি এরূপ গৌরবের বিষয় হয়, তবে এই রাজবংশের ইতিহাস কি বঙ্গ ইতিহাসের গৌরবের বিষয় হইবে না?

প্রথম ভাগ সঙ্কলনে যে সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থাদির সাহায্য গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের তালিকা।

১। "রাজমালা" স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের অনুজ্ঞাক্রমে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। (২নং প্রবন্ধ)

২। "রাজমালা" বা ত্রিপুরার ইতিহাস বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত। (২ নং প্রবন্ধ)

৩। Analysis of Rajmala by J. Rev. Janes Long (রাজ-সরকার হইতে পুনর্মুদ্রিত) ঐ

৪। J. P. Wise—Quoted in Analysis of Rajmala. ঐ

৫। সাহিত্যপ্রবেশ ব্যাকরণ—বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত ঐ

৬। বিশ্বকোষ ঐ

৮। The Indo-Aryan Races by Rai Ramaprasad Chanda B. A. Bahadur (২নং প্রবন্ধ)

৯। O' Malley—Quoted in Indo-Aryan Races ঐ

১০। Prof. Hamerham Cox quoted in Indo-Aryan Races ঐ

১১। ঢাকার ইতিহাস শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বি. এ. প্রণীত ১ম ভাগ ঐ

১২। The Mediteranean Races by Prof. Sergi (Contemporary Science series) ঐ

১৩। Geographical Dictionary of Ancient and Mediæval India by Babu Nandalal Dey (৩ নং প্রবন্ধ)

রাজমালা পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ প্রকাশিত। ঐ

১৪। Hindu Superiority ঐ

১৫। ময়নামতীর গান ঐ

১৬। উনকোটিতীর্থ মাহাত্ম্যম্ ঐ

১৭। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সান্যাল প্রণীত ঐ

১৮। The Lunar and Solar Races n the Veda by C. V. Vaidya M. A. L. L. B. (৪নং প্রবন্ধ)

১৯। The Ruling Races of Pre Historic Times by J. F. Hewitt. Vol. 1. ঐ

২০। History of Mediæval Hindu India by C. V. Vaidya M. A. L. L. B. Vol. 11. (৫নং প্রবন্ধ)

২১। Ancient Geography of India by A. Cunningham edited by Surendranath Mazumdar Shastri M. A. P. R. S. ঐ

২২। মৎস্য পুরাণ (৬ নং প্রবন্ধ)

২৩। বিষ্ণুপুরাণ (৬নং প্রবন্ধ)

„ Peoples of India by J. D. Anderson (The Cambridge Manual of Science and Literature) ঐ

„ ভবিষ্যপুরাণ ঐ

২৪। প্রাচীন সভ্যতা শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এ, বি-এল প্রণীত (৭নং প্রবন্ধ)

২৫। Researches on Ptolemy's Geography by Col Gerini ঐ

২৬। Arthur Phayre quoted in বিশ্বকোষ ঐ

২৭। The Annals of Rural Bengal by Hunter ঐ

„ রাজমালা ঐ

২৮। কালিকাপুরাণ ঐ

২৯। বাঙ্গালা ভাষার অভিধান শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস গুপ্ত ঐ

৩০। A Short History of India by E. B. Havell (৮নং প্রবন্ধ)

„ Ancient Geography of India by A. Cunningham ঐ

৩১। Footpaths of Indian History by Sister Nivedita ঐ

„ ঢাকার ইতিহাস শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন রায় বি-এ প্রণীত (৯নং প্রবন্ধ)

„ রাজমালা বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত ঐ

„ Analysis of Rajmala ঐ

„ রাজমালা শ্রীযুত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ প্রকাশিত ঐ

„ বিশ্বকোষ ঐ

৩২। ময়মনসিংহের ইতিহাস—কেদারনাথ মজুমদার কৃত ঐ

৩৩। Archaeological Survey of India Reports xv

৩৪। Notes on Sunargaon—by Dr. Wise (Bengal Asiatic Society's Journal Vol x Liii) (৯নং প্রবন্ধ)
" মৎস্য পুরাণ (১০নং প্রবন্ধ)
" বিষ্ণু পুরাণ ঐ
৩৫। শ্রীমদ্ভাগবত ঐ
৩৬। The Purana Text of the dynasties of Kali age by F. E Pargiter. M. A. ঐ
৩৭। 'রবি' মাসিক পত্রিকা ঐ
" রাজমালা (১১নং প্রবন্ধ)
" The Purnana Text of the dynasties of Kali age ঐ
৩৮। History of Bengal by Charles Stewart ঐ
" মৎস্যপুরাণ ঐ
" শ্রীমদ্ভাগবত ঐ
৩৯। Early History of India by Vincent A. Smith ঐ
" রাজমালা (১২নং প্রবন্ধ)
" বিশ্বকোষ ঐ
৪০। সংস্কৃত রাজমালা বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহের রাজমালায় উদ্ধৃত ঐ
" Analysis of Rajmala ঐ
" রাজমালা (১৩নং প্রবন্ধ)
" সংস্কৃত রাজমালা কৈলাসবাবু কর্ত্তৃক উদ্ধৃত ঐ
৪১। ভবিষ্যপুরাণ (১৪নং প্রবন্ধ)
৪২। বামনপুরাণ ঐ
" বিশ্বকোষ (১৫নং প্রবন্ধ)
" রাজমালা ঐ
" রাজমালা (১৬নং প্রবন্ধ)

৪২। বিশ্বকোষ (১৬নং প্রবন্ধ)

৪৩। রেণেলের মেপ ঐ

" ময়মনসিংহের ইতিহাস ঐ

৪৪। মার্কণ্ডেয় পুরাণ বিশ্বকোষে উল্লিখিত (১৭নং প্রবন্ধ)

" বামন পুরাণ ঐ

" মৎস্য পুরাণ ঐ

৪৫। Tipperah District Gazetteer by Webster. ঐ

" রাজমালা ঐ

৪৬। তন্ত্রচূড়ামণি শব্দকল্পদ্রুমে উল্লিখিত ঐ

" ভবিষ্যপুরাণ বিশ্বকোষধৃত ঐ

৪৭। শক্তিসঙ্গমতন্ত্র শব্দকল্পদ্রুমধৃত ঐ

৪৮। বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ঐ

৪৯। যশোহর ও খুলনার ইতিহাস শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত ঐ

" কৈলাসবাবুর রাজমালা ঐ

" প্রাচীন সভ্যতা শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত ঐ

৫০। Golden book of India by Sir Roper Lethbridge (১৮নং প্রবন্ধ)

" কৈলাসবাবুর রাজমালা ঐ

" বিশ্বকোষ ঐ

৫১। গৌড়ের ইতিহাস রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত ঐ

৫২। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী প্রণীত ঐ

" বাঙ্গলার পুরাবৃত্ত শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ঐ

" বিশ্বকোষ (১৯নং প্রবন্ধ)

"। Golden book of India by Sir Roper Lethbridge (১৯নং প্রবন্ধ)

৫২। কালিকা পুরাণ (১৯নং প্রবন্ধ)

৫৩। Dacca Review—Old Bengal and its people by B. C. Majumder ঐ

" রাজমালা (২০নং প্রবন্ধ)

" History of Mediæval Hindu India by C. V. Vaidya Vol II (২১নং প্রবন্ধ)

৫৪। " " " " Vol I ঐ

" "রাজমালা" ঐ

" শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (২২নং প্রবন্ধ)

" Tipperah District Gazetteer ঐ

" কৈলাসবাবুর রাজমালা ঐ

৫৫। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত বাবু অচ্যুতচরণ চৌধুরী প্রণীত ২য় ভাগ ঐ

" যশোহর খুলনার ইতিহাস ঐ

৫৬। বৃহৎ সংহিতা বাঙ্গলার পুরাবৃত্তে উদ্ধৃত ঐ

" Geographical Dictionary of Ancient and Mediæval India. ঐ

" Early History of India by Vincent. A. Smith ঐ

" কৈলাসবাবুর রাজমালা ঐ

৫৭। Pioneers in India by Harry Johnston (২৩নং প্রবন্ধ)

৫৮। Periplus of the Erythrean Sea. Ed by H. Schoff ঐ

৫৯। Bengal Past and Present ঐ

৬০। Dacca or Romance of an Eastern Capital by Bradley Birt (২৪নং প্রবন্ধ)

" Dacca or Romance of an Eastern Capital

৬০। History of Bengal by Charles Stewart (২৫নং প্রবন্ধ)

" Analysis of Rajmala (২৬নং প্রবন্ধ)

৬১। Practical Sanskrit English Dictionary by Vaman Sivaram Apte ঐ

" বিশ্বকোষ ঐ

৬২। বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ঐ

" রামায়ণ পরিশিষ্ট (১০নং প্রবন্ধ)

৬৩। The Indo-Sumerian Seals Deciphered by L. A. Waddell, LLD পরিশিষ্ট (২নং প্রবন্ধ)

" The Early History of India by Vincent A. Smith ঐ (৩নং প্রবন্ধ)

৬৪। Forward. ঐ (৪নং প্রবন্ধ)

৬৫। মোসিনির্ম্মিত ধর্ম্মধাম এজুসন প্রণীত ঐ (৫নং প্রবন্ধ)

ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস।

(বঙ্গ-ইতিহাসের নূতন অধ্যায়)

২য় ভাগ।

মেহেরকুল (কমলাঙ্ক, লালমাই)

ও

পাটিকারা রাজ্যের ইতিহাস।

("ময়নামতী গানের" ঐতিহাসিক রহস্য)

১৬৫-২৩৪ পৃষ্ঠা।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ

বিদ্যানিধি প্রণীত।

১৩৩৩—৩৪ বাং

ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস।

দ্বিতীয় ভাগ।

১। সূচনা।

ত্রিপুরার পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে নিবিষ্টভাবে আলোচনা করিলে, ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম স্মরণাতীত কাল হইতেই যে, ঐতিহাসিক রঙ্গভূমিরূপে পরিণত হইয়াছিল, তাহার আশ্চর্য্য প্রমাণই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বদিকে চন্দ্রবংশীয় দ্রুহ্যুসন্তানেরা নায়ক হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ হইয়া, আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই লিপিবদ্ধ বিবরণ "রাজমালা" নামে পরিচিত। এইরূপে পূর্ব্বদিকের ইতিবৃত্ত আমাদের জন্য রক্ষিত হইয়াছে বটে কিন্তু পশ্চিমদিকের এরূপ কোন ইতিবৃত্তই রক্ষিত হয় নাই। অথচ পশ্চিমদিকের পুরাবৃত্ত যে পূর্ব্বদিকের পুরাবৃত্ত অপেক্ষা কম গৌরবজনক, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। লালমাই অঞ্চলে প্রবাদ প্রচলিত তথায় ৯৯ জন রাজা* রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহা অতিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু ইহা "লালমাই" রাজ্যের প্রাচীনত্বের সূচক সন্দেহ নাই।

পশ্চিমের দুইটী রাজ্য "মেহেরকুল বা লালমাই ও পাটিকারা" রাজ্য নামে আখ্যাত হইতে পারে। এই দুইটী রাজ্যের রীতিমত কোন ইতিহাস না থাকিলেও, স্থানীয় প্রাচীন কবিদিগের বিরচিত কাব্যমুকুরে সেই ইতিহাস প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। সেই কাব্য সকলের মধ্যে "ময়নামতীর গানই" প্রধান। ইহাকে মূল করিয়া আমরা ত্রিপুরার পশ্চিমদিকের ইতিহাসের এক রেখা চিত্র অঙ্কিত করিব। আশাকরি ঐতিহাসিকদিগের গবেষণাদ্বারা ইহা পূর্ণচিত্রে পরিণত হইবে।

পরিশেষে মদীয় প্রিয় কৃতীছাত্র "ময়নামতী গানের" অন্যতর সম্পাদক শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠচন্দ্র দত্তের নিকট আমার গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছিনা। মেহেরকুল ও পাটিকারা সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, ঐ সকলের স্থানীয় নিদর্শন সমূহের বিশদ বিবরণ পূর্ণ তদীয় পত্রের পরিপোষক প্রমাণ পরম্পরার সাহায্যেই উল্লিখিত বিচ্ছিন্ন তথ্যগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধকরতঃ ইতিহাসের আকার প্রদান করা সম্ভবপর হইয়াছে, অন্যথা কোনরূপেই সম্ভবপর হইত না। সুতরাং এতদ্দ্বারা আমি তাহাকে আহ্লাদের সহিত আমার কার্য্যের সহযোগী বলিয়া স্বীকার করিতেছি। ইতি

আগরতলা। শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

২। কমলাঙ্কের ইতিহাস।

মেহেরকুল একটী প্রাচীন রাজ্য ছিল। বর্ত্তমানে ইহা একটী পরগণায় পরিণত হইয়াছে। কমলাঙ্ক বা কুমিল্লা ইহারই অন্তর্গত। কিন্তু অন্তর্গত হইলেও, কমলাঙ্কই ইতিহাসে মেহেরকুল অপেক্ষাও অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কমলাঙ্ক নামের উৎপত্তির ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, ইহার প্রাচীনত্ব ও প্রসিদ্ধি উভয় সম্বন্ধেই প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। *

প্রথম কাহারদ্বারা কমলাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে, অতি প্রাচীনকালেই কলিঙ্গদেশের সহিত ত্রিপুরার দক্ষিণাংশের

---

* কমিল্লা, কামতা নামের সম্বন্ধে ভাষাতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সংশ্রব সঙ্ঘটিত হওয়ার বিষয় ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে। এখানে ত্রিকলিঙ্গের অনুকরণে যে কলিঙ্গদিগের একটী প্রাচীন রাজ্য স্থাপিত হয়, প্রত্নতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার তৎসম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন:—"ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-বিভাগের কমিলা (কমিল্লা), চট্টল (চট্টগ্রাম) এবং আরাকান লইয়া দ্রাবিড়দিগের ত্রিকলিঙ্গরাজ্যের একটী উপবিভাগ সৃষ্ট হয়।" "প্রাচীন সভ্যতা" ৮৪পৃঃ।

কুমিল্লার নাম সম্বন্ধে পুরাতত্ত্বের সন্ধানেও ইহার সহিত কলিঙ্গদিগের যোগেরই প্রমাণ যেন পাওয়া যায়। কুমিল্লা বা কমিল্লার প্রাচীন মূল নাম "কমলিঙ্গ" ছিল বলিয়া প্রত্নতত্ত্ব হইতে জানিতে পারা গিয়াছে †। কলিঙ্গ-দিগের "ত্রিকলিঙ্গ" রাজ্যের রাজধানী "মুখলিঙ্গ" নামের সহিত লিঙ্গ শব্দের স্পষ্ট যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। "কমলিঙ্গ" নামে কলিঙ্গদিগের নামকরণের সেই বিশেষত্বই অনুসৃত হইয়াছে বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং "কমলিঙ্গ" নামটী কলিঙ্গদিগের প্রদত্ত নাম বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে।

"কমলাঙ্ক" নামটীতে তান্ত্রিক প্রভাবেরই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কমলা বৈষ্ণবী লক্ষ্মীদেবীর নামরূপে প্রসিদ্ধ হইলেও দশমহাবিদ্যার

সুহ্ম, বঙ্গ, পুণ্ড্র, আর কামরূপ, কম্বোজ, কামতা, কমিল্লা প্রভৃতি নামের কাম বা কম শব্দ এগুলি আর্য্য ভাষার পদ নয়। এগুলি হচ্ছে অনার্য্য জাতির নাম, তাদের নামথেকে তাদের অধ্যুষিত প্রদেশের নামকরণ হয়েছে।" সবুজপত্র শ্রাবণ ও আশ্বিন ১৩৩৩ বাং। ইহা হইতে কলিঙ্গ নামটীকে কামলিঙ্গ নামেরই সংক্ষিপ্তরূপ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাহা হইলে কমিল্লা (বড়) কামতা প্রথমতঃ কলিঙ্গাধিষ্ঠান ছিল তাহাই মনে করিতে হয়।

† Vide Geographical Dictionary of Ancient and Mediæval India by

অন্যতম বিদ্যার ও নাম কমলার নামানুসারেই "কমলাম্বিকা" কল্পিত হইয়াছে। আমাদের মতে এই কমলাম্বিকা বা কমলারই নামানুসারে "কমলাঙ্ক" নামটীর উৎপত্তি হইয়াছে। "কমলাঙ্ক" নামের অর্থ কমলার দ্বারা অর্থাৎ কমলার অধিষ্ঠানদ্বারা বিশেষরূপে অঙ্কিত বা চিহ্নিত স্থান।

"কমলাঙ্ক" নামের কমলাকে আমরা দশ মহাবিদ্যার অন্যতম বিদ্যা বলিয়া কেন অনুমান করিয়াছি, তাহা অন্য একটী ঐতিহাসিক তথ্যদ্বারা বিশেষরূপেই সমর্থিত হইতে পারে। দশমহাবিদ্যার পরিগণনাস্থলে কোন মতে "রাজরাজেশ্বরী" নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে। এই "রাজরাজেশ্বরী" মূর্ত্তি কুমিল্লাতে এখনও প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছেন এবং তিনিই কুমিল্লার প্রধানতমও প্রাচীনতম দেবতারূপে পরিচিতা।

৩। মেহেরকুল নাম, ও তথায় হূণাধিকার ও যশোধর্ম্মার সাম্রাজ্য।

"মেহেরকুল" নামটীর সহিত, সুপ্রসিদ্ধ হূণরাজা মিহিরকুলের যোগ আছে বলিয়াই, ইতিহাস নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। বাঙ্গালার পুরাবৃত্তকার পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"মিহিরকুল বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে মিহিরকুল নামক একটী পরগণা আছে॥"

এই মিহিরকুল নামটীই সামান্য রূপান্তরে "মেহেরকুল" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।*

---

* হূনরাজ মিহিরকুলের "মেহেরকুল" নামও প্রচলিত দেখা যায়। (মানসী ও

মিহিরকুল ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। মিহিরকুল যশোধর্ম্মা কর্ত্তৃক পরাজিত হন। যশোধর্ম্মা সম্বন্ধে বাঙ্গালার পুরাবৃত্তে এইরূপ লিখিত হইয়াছে ঃ—"বালাদিত্য এবং বিষ্ণুবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর যশোধর্ম্মা, মালব অধিকার করেন। যশোধর্ম্মা মিহিরকুলকে পরাজয় করেন এবং সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত আপন অধিকার ভুক্ত করেন। এই যশোধর্ম্মাই বিক্রমাদিত্য নামে জগদ্বিখ্যাত।" যশোধর্ম্মা হুণদিগের উচ্ছেদ সাধন করিতেই বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন। এতৎ সম্বন্ধে ভিন্সেণ্টস্মিথ (Vincent Smith) লিখিয়াছেন ঃ—

"The cruelty practised by Mihiragula became so unbearable that the native princes, under the leadership of Baladitya, King of Magadha (the same as Narasinha Gupta), Yasodharma, a Raja of Central India, appear to have formed a confederacy against the foreign tyrant. About the year A. D. 528. they accomplished the delivery of their country from oppression by inflicting a decisive defeat on Mihiragula."—The Early History of India by Vincent A. Smith, p 318.

এই বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারা যাইতেছে যে, যশোধর্ম্মা ৫২৮ খৃষ্টাব্দে বিজয় লাভ করেন। এই বিজয়ের দ্বারা তিনি হুণদিগের রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন এবং তদুপরি আপনার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য বিস্তারের কথা তিনি বিজয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহা হইতে জানা যায়, ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত তদীয় রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। ভিন্সেণ্টস্মিথের ইতিহাসে তৎসম্বন্ধে এইরূপ

"Yasodharman erected two columns of victory inscribed* with boasting words to commemorate the defeat of the foreign invaders. In these records he claims to have brought under his survey lands which even the Guptas and Huns could not subdue, and to have been master of Northern India from the Brahmaputra to the Western Ocean and from the Himalaya to mount Mahendra."—Ibid. p. 320.

যখন ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত যশোধর্ম্মা কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ার বিবরণ পাওয়া যাইতেছে, তখন মেহেরকুলের হুণ রাজ্যও যে তাহার দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

যশোধর্ম্মা বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মেহেরকুলে বিক্রমপুর নামে একটী স্থান বর্ত্তমান দেখা যায়। ইহা যশোধর্ম্মা—বিক্রমাদিত্যের স্মৃতিতেই প্রদত্ত বলিয়া আমাদের মনে হয়। হুণ মিহিরকুল, আপনার নামে "মেহেরকুলে"র নামকরণ করিয়াছিলেন; যশোধর্ম্মাও আপনার নামে "বিক্রমপুরে"র নামকরণ করিয়া মিহিরকুলের বিজেতারূপে আপনার স্মৃতি রক্ষা করিলেন।

"ময়নামতী গানের" অন্ততর সম্পাদক মদীয় প্রিয় কৃতী ছাত্র শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত, বিক্রমপুরের সংস্থান সম্বন্ধে আমাকে এইরূপ লিখিয়া জানাইয়াছেন:—

"ত্রিপুরার মানচিত্র দেখিলেও দেখিতে পাইবেন, লালমাই পাহাড়ের নিকট দক্ষিণাংশে বিক্রপুর নামে একটি গ্রাম আছে।"

যশোধর্ম্মা বিক্রমাদিত্যের পরও তাঁহার সাম্রাজ্য মেহেরকুলে বর্ত্তমান ছিল বলিয়া বোধ হয়। কারণ তাঁহার পৌত্র শালিবাহন পুরাণে শকদিগের

জেতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাতে তিনি যে সাম্রাজ্য রক্ষণে সমর্থ ছিলেন, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। শালিবাহনের পর তদ্বংশীয় দশজন রাজা পাঁচশত বৎসর রাজত্ব করেন। ভোজরাজ তাঁহাদিগের দশম। ভবিষ্য পুরাণের বিবরণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

"এতস্মিন্নন্তরে তত্র শালিবাহন ভূপতিঃ।
বিক্রমাদিত্যপৌত্রশ্চ পিতৃরাজ্যং গৃহীতবান্॥

জিত্বাশকান্ দুরাধর্ষাংশ্চান তৈত্তিরি দেশজান্।"
শালিবাহনবংশেচ রাজানোদশচা ভবন্। রাজ্যং পঞ্চশতাব্দংচ কৃত্বা লোকান্তরং যযুঃ।
ভূপাতির্দশমো যোবৈ ভোজরাজ ইতিস্মৃতঃ॥" ভবিষ্যপুরাণ।

যশোধর্ম্মা বিক্রমাদিত্য ৫৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া ইতিহাসে * নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। ইহার সহিত পুরাণের পাঁচশত বৎসর যোগ করিলে ভোজের সময় ১০৫০ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। ইহার সহিত ইতিহাসের অতি আশ্চর্য্য রূপে সামঞ্জস্যই হয়। ইতিহাসে ভোজের রাজত্ব ১০৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে। †

লালমাই অঞ্চলে বিক্রমাদিত্যের নামে যেমন 'বিক্রমপুর' পাওয়া যায়। তেমনই শলিবাহনের নামে 'শালবান্' পুরও পাওয়া যায়। ‡ এইগুলি আকস্মিক হইতে পারে না। এইগুলি ঐতিহাসিক স্মৃতি।

* 'বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত।'

† Vide Havell's 'A short History of India'.

‡ আমার ছাত্র বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত, আমাকে জানাইয়াছেন।

৪। বঙ্গালাধীশ্বর বৎসরাজ এবং মালবরাজ মুঞ্জ ও ভোজের আখ্যান। (লালমাইতে ভোজের নিদর্শন) লালমাইতে প্রাচীন কীর্ত্তি চিহ্ন ও লালমাই নামের রহস্য।

যশোধর্ম্ম বিক্রমাদিত্য মালবে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ আমরা পাইয়াছি। তিনি যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার পরিণাম কি হয় জানা যায় না। বঙ্গদেশ সাম্রাজ্যচ্যুত হইয়া গোপাল নামক রাজার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছিল, ইতিহাসে বিবরণ পাওয়া যায়। এই গোপাল হইতেই পালবংশের উৎপত্তি। কৌশাম্বীর বৎসরাজ এই গোপালকে পরাভূত করিয়া বাঙ্গালার রাজত্ব আপনার করতলগত করিয়া লন। ইতিহাসে বৎস রাজের বিজয় এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

"Gopal of Bengal was defeated by Vatsa raja and two royal umbrellas were taken by him probably the royal umbrellas of Ganda and Vanga or western and eastern Bengal."—"History of Mediæval Hindu India," by C. V. Vaidya M. A. L. L. B. Vol II. p. 102.

"বঙ্গের গোপাল বৎসরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজছত্রদ্বয় তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। এই ছত্রদ্বয় সম্ভবতঃ গৌড়বঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গেরই রাজ চিহ্ন।"

এইরূপে সমগ্র বঙ্গের অধিপতি হইলেও পূর্ব্ববঙ্গের সহিতই তাঁহার অধিক যোগাছিল বলিয়া বোধ হয়, এইজন্যই পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন বঙ্গাল নাম হইতে তিনি বঙ্গালাধীশ্বর নামেই অধিক পরিচিত হইয়াছিলেন।

মালবের সুপ্রসিদ্ধ ভোজরাজের আখ্যানের সহিত তাঁহার নাম সংযুক্ত হইয়াছে। এখানে সংক্ষেপে সেই আখ্যানটী বর্ণিত হইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ "ভোজ-প্রবন্ধে" এই আখ্যায়িকার বিবরণ আছে। ইহাতে লিখিত হইয়াছে, ভোজ যখন শিশু ছিলেন, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি নিজ ভ্রাতা মুঞ্জের হস্তে ভোজকে সঁপিয়া দিয়া যান। মুঞ্জ, ভ্রাতার স্থলে রাজা হইয়াছিলেন। একদিন একজন দৈবজ্ঞ উপস্থিত হইয়া মুঞ্জকে বলিলেন যে, ভোজ বড়ই ভাগ্যবান্ হইবেন, তিনি "সগৌড় দক্ষিণাপথে" রাজত্ব করিবেন। ইহাতে মুঞ্জ আশঙ্কা করিয়া ভোজকে বধ করিবার ষড়যন্ত্র করিলেন। বৎসরাজ তখন বাঙ্গালার অধীশ্বর "(বঙ্গালাধীশ্বর)" ছিলেন। ভোজকে "ত্রিভুবনেশ্বরীর" বনদেশে লইয়া গিয়া বধ করিবার জন্য বৎসরাজের হস্তে অর্পণ করা হইল। বৎসরাজ তাঁহার তেজস্বিতাতে ভয় পাইয়া তাঁহাকে মারিতে পারিলেন না। এদিকে মুঞ্জকেও ভয় করিতে লাগিলেন। তিনি একটী কৃত্রিম মুণ্ড লইয়া ভোজের মুণ্ড বলিয়া মুঞ্জকে দেখাইলেন। মুঞ্জ তখন অত্যন্ত পরিতপ্ত হইয়া ভোজের জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে মুঞ্জের মন্ত্রী বুদ্ধিসাগরের সহিত মন্ত্রণা করিয়া বৎসরাজ কৌশলক্রমে ভোজকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করতঃ মুঞ্জকে আনিয়া দেখাইলেন। মুঞ্জ ভোজকে রাজ্য প্রদান করিয়া সংসার ত্যাগ করিলেন।

এখানে আমরা আখ্যায়িকার স্থানের স্থানের মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত করিতেছি :—

"পঞ্চাশৎ পঞ্চ বর্ষাণি সপ্তমাসা দিনত্রয়ং।
ভোজরাজেন ভোক্তব্যং সগৌড় দক্ষিণাপথং॥

ইতিশ্রুত্বা মুঞ্জরাজোঽচিন্তয়ৎ। যদি রাজলক্ষ্মী ভোজং গমিষ্যতি

বৎসরাজ মানুষ নির্জ্জনে তংপ্রাহ বৎসরাজ ত্বয়া ভোজ ত্রিভুবনেশ্বরী বিপিনে হন্তব্যঃ। ততো ভোজমস্তকং দৃষ্ট্বা রাজা রুরোদ।

"কাপালিকঃ প্রাহ মাভৈষীঃ পুত্রস্তে নাথ প্রসাদেন ন মরিষ্যতি। প্রাতস্তবগৃহং স্বয়মেব গমিষ্যতি। পরং শ্মশানভূমৌ বুদ্ধিসাগর মন্ত্রিনাসহ হোমদ্রব্যং প্রেষয়। কাপালিকেন যদুক্তং তৎসর্ব্বং রাজ্ঞা সম্পাদ্য বুদ্ধিসাগরঃ প্রেষিতঃ। ততশ্চ রাত্রৌ গূঢ়তয়া বৎসরাজগৃহাৎ ভোজস্তত্র নদীপুলিনং নীতঃ। যোগিনা ভোজকুমারো জীবিত ইতি কিম্বদন্তী সর্ব্বতোহপ্যজায়ত। ততঃ পৌরামাত্যৈঃ পরিবৃতো ভোজো রাজভবন মাগতঃ। ততো মুঞ্জো লজ্জাবনত গ্রীবঃসন্ নিজসিংহাসনে ভোজমুপবেশ্য রাজ্যং দত্ত্বা বনং গতঃ। ততো মুঞ্জে বনং প্রাপ্তে বুদ্ধি সাগরং মুখ্যামাত্যং বিধায় ভোজঃ রাজ্যসুখং বুভুজে॥" শব্দকল্পদ্রুম সঙ্কলিতম্।

এইটী উপাখ্যান হইলেও ইতিহাস মূলক উপাখ্যান। বৎসরাজ 'বঙ্গালাধীশ্বর' * বলিয়া উল্লিখিত হইলেও তিনি মালবরাজেরই আজ্ঞানুবর্ত্তী রূপে বর্ণিত হওয়ায়, তিনি যে স্বাধীন রাজা ছিলেন না, প্রত্যুত মালব রাজেরই অধীন রাজা ছিলেন, তাহাই প্রতীয়মান হয়। বৎসরাজের সময় মালবরাজ মুঞ্জের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং বৎসরাজ সেই বঙ্গবিজেতা বৎসরাজ কথনই হইতে পারে না। সম্ভবতঃ তিনি বৎসবংশীয় কোন রাজা হইবেন। †

ভোজের সম্বন্ধে "সগৌড় দক্ষিণাপথে" রাজত্ব করার যে ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তিনি বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত

---

* বৎসরাজ্য এক সময়ে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত ছিল এবং বৎসদেশ বলিতে এই বৎসরাজ্যই বুঝাইত:—"বঙ্গোপসাগরকূলে অবস্থিত উদয়নের রাজ্য (রত্নাবলী)" বাঙ্গালাভাষার অভিধান—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সঙ্কলিত।

† 'বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্তে' প্রত্নতাত্ত্বিক বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

করিয়াছিলেন, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। ভোজ যেরূপ পরাক্রান্ত রাজা * ছিলেন, তাহাতে ইহা কিছুই অসম্ভাব্য বোধ হয় না।

ভোজকে যে "ত্রিভুবনেশ্বরী বিপিনে" বধের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। এই "ত্রিভুবনেশ্বরী বিপিন" ত্রিপুরারই আরণ্যপ্রদেশ বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ ত্রিপুরা, ত্রিপুরাসুন্দরীরই অধিষ্ঠিতস্থান। 'ত্রিভুবনেশ্বরী', ত্রিপুরাসুন্দরীরই নামান্তর বলিয়া বোধ হয়, 'ভুবনেশ্বরী' দশমহাবিদ্যার অন্যতম। তিনি ত্রিপুরাসুন্দরী নামেও পরিচিতা। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের 'বাঙ্গালাভাষার অভিধানে' ভুবনেশ্বরী সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—"দশমহাবিদ্যা মধ্যে দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী।" 'ত্রিভুবনেশ্বরী' যে ভুবনেশ্বরীরই বিশেষিত নামান্তর মাত্র, তাহা বুঝিতে কোনও কষ্টই হয় না।

ত্রিপুরার লালমাইতেই যে ভোজের অধিষ্ঠান ছিল, তাহার সাক্ষাৎ নিদর্শনই লালমাই পর্ব্বতে এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। "ভোজ রাজার কোট" ও "ভোজের দীঘি" এই দুইটী স্থানই সেই নিদর্শনের স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই নিদর্শনের প্রত্যক্ষদর্শী মদীয় ছাত্র শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত লিখিতেছেন :—

"কোটবাড়ীর ৮ মাইল উত্তরে ভোজের দীঘিও দীঘির পশ্চিমপার্শ্বে পাহাড়ের পূর্ব্ব উপকণ্ঠে ক্রমশঃ তিনটী প্রাচার বেষ্টিত "ভোজরাজার কোট" অবস্থিত।"

রাজারা পুরুষাদিক্রমে বৎসরাজ নামে আখ্যাত হইতেন।" ১৪পৃঃ। ইহাতে আমাদের অনুমানের অতি আশ্চর্য্যরূপ সমর্থনই পাওয়া যায়।

* "Bhoja was by far the greatest monarch of the Paramara kings of Malava"—History of Mediæval Hindu India, by C. V. Vadya, M. A.

লালমাই পর্ব্বত যে সামান্য স্থান ছিল না, পরন্তু ইহা যে, সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ স্থান ছিল, বিশ্বকোষের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতেও তাহা জানা যায় :—

"এই শৈল পৃষ্ঠোপরি জঙ্গলাবৃত স্থানে একটী প্রাচীন দুর্গও কতকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তি নিপতিত আছে। ভাস্কর খোদিত প্রস্তর চিত্রের মধ্যে নাগও বরাহ মূর্ত্তি দেখিয়া ইউরোপীয়গণ অনুমান করেন যে, ঐ সমস্ত ধ্বস্ত নিদর্শন পর্ব্বতবাসী অহিন্দুজাতিরই কীর্ত্তি। মূর্ত্তি শেষ নাগের এবং বরাহ অবতারের প্রতিপাদক, ভারতের সুদূর পার্ব্বত্য বিভাগে যখন হিন্দুধর্ম্ম বিস্তৃত হয়, তখন সম্ভবতঃ ঐ দুর্গও দেবালয় সমূহ স্থাপিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই শৈল শিখরে লালমাই নামক শক্তিমূর্ত্তি ও তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালে সেই মন্দিরও দেবমূর্ত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজিও দেবীর নামে ঐ পর্ব্বত পীঠ ঘোষিত হইতেছে"

লালমাইর "চণ্ডীমূড়া" দেবীর অধিষ্ঠানের বর্ত্তমান নিদর্শন বলা যায়। এখানে লালমাই নামের রহস্যই পাওয়া যাইতেছে। *

এই স্থানটী ভোজের অধিষ্ঠানের জন্য নির্ব্বাচিত হওয়ার যে উপযোগী ছিল, তাহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে।

---

* এরূপ প্রবাদও প্রচলিত আছে, রাজকন্যা লালমতীর নামে "লালমাই" হইয়াছিল। এই রাজকন্যা কোন যাদব রাজেরই দুহিতা হইবেন। সম্ভবতঃ উল্লিখিত শক্তি মূর্ত্তি তাঁহারই স্থাপিত ছিল এবং তাঁহারই নামের অপভ্রংশ "লালমাই" বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

লালমাই পাহাড়ে "ভানুমতী" নামে স্থান ছিল বলিয়াও জানা যায়। তিনি ভোজ-রাজেরই দুহিতা। "ভানুমতী" ও "লালমতী" একই প্রকারের নাম। সুতরাং উভয়ই

ভোজ প্রবন্ধে যে "কাপালিক" ও "নাথ" দেবের কথা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে নাথ উপাধিযুক্ত সিদ্ধগণের সহিত মালবের যে সংস্রব ছিল, তাহাই অনুমিত হয়, ভোজ প্রবন্ধেই নাথদিগের উৎপত্তিও বিশেষ করিয়া লিখিত হইয়াছে : —

"অবধূতাচ্চ ব্রাহ্মণ্যাং নাথবংশ সমুদ্ভবঃ।
দ্বিজাতি বন্দশরাত্র্যমশৌচং পরিকীর্ত্তিতম্।

৫। রণবঙ্ক মল্লের তাম্রশাসন।

লালমাই পর্ব্বতে রণবঙ্ক মল্লনামীয় একটী তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে মদীয় ছাত্র শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"শালবান্ গ্রামের একমাইল উত্তরে কোটবাড়ী অবস্থিত। এখানেও পাহাড়ের শীর্ষস্থানে কতকস্থান অদ্যাপি ভগ্নপ্রাচীরে বেষ্টিত আছে। জনশ্রুতি উহা একটী প্রাচীন গিরি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে পাহাড়ের উপর দিয়া একটী রাজপথ নির্ম্মাণকালে এস্থান হইতে "রণবঙ্ক মল্লনামীয় তাম্র শাসনও পিত্তল নির্ম্মিত হরগৌরীর যুগলমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল॥"

রণবঙ্ক নামটী আমাদের নিকট অশুদ্ধ বলিয়াই বোধ হয়। কারণ ইহার কোন অর্থ পাওয়া যায় না। নামটী 'রণরঙ্ক' হইলেই ইহার সদর্থ হয়। রণরঙ্ক রণের জন্য ব্যগ্র অর্থ বুঝায়*। বিশ্বকোষে রণরঙ্ক ধারানগরের একজন রাজার নাম বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। ধারা, মালবেরই রাজধানী। ভোজ মালবেরই রাজা ছিলেন। রণরঙ্ক তাঁহারই

বংশধর হওয়াই সম্ভবপর। ভোজের সহিত লালমাই পর্ব্বতের যোগের যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তদ্বংশীয় রণরঙ্কের যোগ কিছুই অসম্ভাবিত নহে। সুতরাং "রণরঙ্ক" নামটীর রকারের বিন্দুটী লোপ পাইয়া উহা 'রণবঙ্ক' রূপে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণই রহিয়াছে।

বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ তদীয় 'রাজমালায়' রণবঙ্ক মল্লের তাম্রশাসন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

১১৪১ শকাব্দের একখণ্ড তাম্রশাসন পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, রণবঙ্ক মল্ল: নামক জনৈক নরপতি কমলাঙ্ক পাটিকাড়া প্রভৃতি স্থানে রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন।" ৬পৃঃ

শকাব্দ, খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৮ বৎসর পরবর্ত্তী। ৭৮ বৎসর, শকাব্দের ১১৪১ বৎসরের সহিত যোগ করিলে, রণবঙ্কমল্লের সময় ১২১৯ খৃষ্টাব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহের বিবরণ হইতে, রণবঙ্কমল্ল যে উভয় কমলাঙ্ক ও পাটিকারাকে মিলিত করিয়া, মিলিত রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। রণবঙ্কের পর আর কোন রাজার নাম পাওয়া যায় না। সুতরাং তাঁহাকেই কমলাঙ্ক ও লালমাইর শেষ মালবরাজ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

উপরে 'শালবান্' গ্রামের যে উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, এই শালবান্ গ্রামটীও একটী বিশেষ ঐতিহাসিক নিদর্শন বলিয়াই বিবেচিত হয়। ভোজের পূর্ব্বপুরুষ বিক্রমাদিত্যের পৌত্র শালিবাহন নামে রাজা যে, পুরাণে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে (৩নং) দেখিয়াছি। 'শালবান্' নামটী শালিবাহনেরই স্পষ্ট অপভ্রংশ। এই নাম হইতে অনুমান করা অসঙ্গত হইবেনা যে, এক সময়ে শালিবাহনের

শালবান্ গ্রাম বা নগরের সহিত অন্যতম প্রসিদ্ধ সিদ্ধা চৌরঙ্গীনাথের নাম বিশেষরূপে জড়িত দেখা যায়। 'ব্রহ্মযোগী' নামে একখানা প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ লালমাই অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে :—

"একদিনে মহাদেবে করিল স্মোরণ।
চারি সিদ্ধা ডাকি আনিল তখন॥
দেবি আইল আর আইল মীননাথ।
চৌরঙ্গি আইল আর আইল মীননাথ (?)॥
চারি সিদ্ধা আলাপন হৈল এই সদিনে।
যেন মতে মৌৎস্ত পেটে জন্ম মীনে॥
যেন মতে চৌরঙ্গি গেল শালবানগরে।
যেন মতে ইছামতি বল কৈল তারে॥"

এ চৌরঙ্গি সম্বন্ধে কিম্বদন্তী এই যে তিনি শালবান্ রাজার পুত্র ছিলেন। শালবান্ এক নীচ জাতীয়া রমণীর সহিত প্রণয়াসক্ত হন। এই রমণী কিন্তু শালবান্ পুত্রের প্রতিই আসক্তা হইয়া পড়ে। পুত্র কোন মতেই রমণীর ইচ্ছাপূরণে সম্মত হইলেন না। তখন রমণী চক্রান্ত করিয়া তাহাকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করে, এমন কি অন্ধ পর্য্যন্ত করে। রাজপুত্র ইহার পর বৈরাগ্য অবলম্বন করতঃ চৌরঙ্গী সিদ্ধানাম প্রাপ্ত হন। উদ্ধৃত বিবরণের ইচ্ছামতী শালবানেরই প্রণয় পাত্রী এবং তাঁহার বল কিংবদন্তীর বলপ্রয়োগই বুঝায়।

পাটিকারা রাজ্যের ইতিহাস।

৬। কর্ত্তৃপুরা (লাট্ প্রস্তরলিপি) ও সমুদ্রগুপ্ত।

সমুদ্র গুপ্ত, গুপ্তরাজদিগের মধ্যে বিশাল সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ "লাট্ প্রস্তর লিপিতে" তদীয় বিজিত রাজ্যের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাতে 'কর্ত্তৃপুরার' নাম আছে। এই 'কর্ত্তৃপুরা' ত্রিপুরার সহিত অভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু কর্ত্তৃপুরা নাম ত্রিপুায় প্রচলিত নহে। আমাদের অনুমান হয় যে পাটিকারা রাজ্যই সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া থাকিবে। পাটিকারা নামটী পাটি-প্রস্তুতের প্রসিদ্ধি জন্যই হইয়া থাকবে। কুমিল্লার পাটি এখনও বিশেষ প্রসিদ্ধ। পাটিকারা অঞ্চলে যে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য বিশিষ্ট পাটি প্রস্তুত হইত, ময়নামতীর গানেও তাহার বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়:—

> "তোর বাপের ঘর ছিল সক্ষছরা মাটী।
> তাহাতে বিছাইল পুনঃ গঙ্গাজল পাটী।"

পাটিকারা, পাটির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল এবং ত্রিপুরার সন্নিহিত ছিল। ইহাতেই পাটির 'কট' নাম হইতে, ইহা সংস্কৃতে 'কট ত্রিপুরা' নামে পরিচিত হওয়া সম্ভব। এই 'কট ত্রিপুরা' নামের রূপান্তরেই শিলালিপিতে 'কর্ত্তৃপুরা লিখিত হইয়া থাকিবে। শিলালিপির রচয়িতার বৈদেশিক নামের প্রকৃতার্থের বোধ না থাকাতেই, এইরূপ বিকৃতি যে ঘটিয়াছে, তাহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়।

সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যকাল ৩৪৭ হইতে ৩৯৯ খৃঃ*। সুতরাং চতুর্থ শতাব্দীতেও পাটিকারা রাজ্য বর্ত্তমান ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

৫৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গুপ্তরাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। গুপ্তবংশের শেষ রাজা ২য় কুমার গুপ্ত। তাঁহার সময় হুণগণের পরাক্রম বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। হুণরাজ মিহিরকুল এতদুপলক্ষেই বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন। "মেহের কুলে" তাঁহার নামের স্মৃতি হইতেই বুঝিতে পারা যায় তাঁহার বিজয় ত্রিপুরা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল।

মিহিরকুল, গুপ্তদিগের সাম্রাজ্যে এইরূপে বিজয়ী হইলেও, শীঘ্রই যশোধর্ম্মার হস্তে তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। যশোধর্ম্মা এইরূপে গুপ্ত সাম্রাজ্য ও হুণরাজ্য হস্তগত করিয়া অদ্বিতীয় সম্রাট্ হইয়া উঠেন। পরেশ বাবুর "বাঙ্গালার পুরাবৃত্তে" প্রাগুক্ত ঘটনাবলী সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে :—

"কুমারগুপ্তের সময়ে গুপ্তবংশের প্রভাব হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল, এবং হুণগণ পুনরায় মস্তক উত্তোলন করিয়াছিল। সুতরাং তিনি যশোধর্ম্মাও হুণদিগকে শাসন করিতে সমর্থ হন নাই। অনুমান ৫৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর যশোধর্ম্মা-মিহিরকুলকে* পরাজয় করেন এবং সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত আপনার অধিকার ভুক্ত করেন। এই যশোধর্ম্মাই বিক্রমাদিত্য নামে জগদ্বিখ্যাত।" ১৫২ পৃঃ।

এইরূপে মিহিরকুলের রাজ্য জয় করতঃ যশোধর্ম্মা বিক্রমাদিত্য যে মেহেরকুলেরও অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণই সম্ভবপর। পূর্ব্বে মেহেরকুল প্রসঙ্গে এতৎসম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

৭। বরকামতা (আশ্রফ্‌পুর ও দৈলবাড়ীর লিপি) ও খড়্গবংশ।

ঢাকা জিলার রায়পুর থানার অন্তর্গত আশ্রফ্‌পুরে একটী দানপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই দানপত্র "কর্ম্মান্ত" নামক বাসক হইতে

সম্পাদিত হয়। দানপত্রের উল্লিখিত "কর্ম্মান্ত" পাটিকারার (বড়) কাম্‌তারই সহিত অভিন্ন বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।* উক্ত দানপত্রে খড়্গাবংশের চারি পুরুষের নাম পাওয়া যায়। ইঁহারা যথাক্রমে খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গা, দেবখড়্গা ও রাজরাজ। শেষ রাজা রাজরাজের মঙ্গলার্থই তৎপিতা দেবখড়্গা কর্ত্তৃক দানপত্র সম্পাদিত হয়। দানপত্রে এতৎসম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে "রাজরাজভট্টস্যায়ুস্কামার্থম্ ॥" 'রাজরাজভট্টের আয়ুঃ কামনায়।'

বাবু পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই বংশ সম্বন্ধে বাঙ্গালার পুরাবৃত্তে লিখিয়াছেন:—

"শূরবংশের অভ্যুদয়ের সমকালে খড়্গোদ্যম নামে এক নৃপতি গৌড়দেশের পূর্ব্বাঞ্চল অধিকার করেন। তাঁহার পুত্র জাতখড়্গা এবং

---

* The subject is further elucidated by N. K. Bhattasali in "A forgotten kingdom of Eastern Bengai (J. & Proc. A. S. B., 1914 pp. 85—91). Good reason from inscriptions is shown for holding that Karumanta is modern Kamta, 12 miles west of Comilla town, where numerous ruins and Buddhist images exist. This was the capital of the Samatata Kingdom, which seems to have included the Districts of Tippera, Noakhaly, Barisal, Faridpur and the eastern half of the Dacca District." Vincent Smith's Early History of India, New Edition (4th Ed.) p. 415 note.

"কুমিল্লার ১২ মাইল পশ্চিমে নয়াকামতা ও বড়কামতা নামে দুইটী গ্রাম এখনও বর্ত্তমান আছে। ইহার কোন স্থানেই বিশেষ কোন পুরাতন কীর্ত্তির চিহ্ন দেখা যায় না। কিন্তু ভূকলাস রাজষ্টেটের প্রধান কাছারী ইহার নিকটও সীমান্তবর্ত্তী চাঁদিনাকেও লোকে বড়কামতাই বলে! এই স্থানে অনেকগুলি প্রাচীন কীর্ত্তির চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। সুতরাং ইহাকে কামতা মনে করা অস্বাভাবিক নহে।" ত্রিপুরা সাহিত্য পরিষদের

পৌত্র দেবখড়্গ। ঢাকাজেলার অধীন রায়পুর থানার অন্তর্গত আস্‌রফ্‌পুর গ্রামে দেবখড়্গের এক তাম্র শাসন + প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে রাজরাজভট্ট তত্রত্য বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং বৌদ্ধ অমাত্য পুরাদাসের উপর ঐ শাসনলিপি প্রচারের ভার অর্পিত হয়।"

শূরবংশের প্রতিষ্ঠাতা শূরসেন ৭ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। খড়্গবংশ ঐ সময়েই রাজত্ব আরম্ভ করেন।

সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক হুয়েন্‌সাঙের পরবর্ত্তী একাধিক চৈনিক পরিব্রাজকের ভ্রমণ বৃত্তান্তে খড়্গবংশের প্রাগুক্ত শেষ রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইৎসিং নামক চৈনিক পরিব্রাজক যে তদীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে রাজরাজভট্টের নাম করিয়াছেন, তৎ সম্বন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রিপুরা শাখার ১৩২৩ সনের কার্য্য বিবরণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

"হুয়েন্‌সাঙের পর ইটসিং নামক অন্য একজন চৈনিক পরিব্রাজক এদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে রাজরাজভট্টের নাম করিয়াছেন এবং তিনি যে একজন পরম ভক্ত বৌদ্ধ ছিলেন, একথাও লিখিয়াছেন। তাঁহার সময় বৌদ্ধ ভিক্ষুর সংখ্যা চারি সহস্র হইয়াছিল। এই পরিব্রাজক ৬৭৩—৬৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ছিলেন। সুতরাং রাজভট্টও এই সময়ে রাজত্ব করিয়াছেন অনুমান করা যাইতে পারে।"

সেঙ্গাচি নামক অপর একজন চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং এর পর এদেশে পরিভ্রমণ করিতে আসিয়া রাজভট্টকেই রাজা দেখিতে পাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে "ঢাকার ইতিহাসে" শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় লিখিয়াছেন :—

"সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সেঙ্গাচী নামক একজন চৈনিক পরিব্রাজক সমতটে আগমন করেন। ঐ সময়ে রাজভট সমতটের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন।" ৫১২—১৩ পৃঃ।

রাজরাজভট্টই যে ভ্রমণ বৃত্তান্তে সঙ্ক্ষেপে ও সরল ভাষায় "রাজভট্ট" ও "রাজভট" বলিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা সহজবোধ্য। রাজ রাজভট্ট যে সপ্তম শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্তও রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার নির্ভরযোগ্য প্রমাণই এখানে পাওয়া যাইতেছে।

আমরা রাজরাজভট্টকে সমতটের রাজা বলিয়াই জানিতে পারিতেছি। সমতটের সংস্থান সম্বন্ধে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র "যশোহর খুলনার ইতিহাসে" এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :—

"যাহাকে আমরা উপবঙ্গ বলিয়াছি, বৌদ্ধযুগে তাহারই নাম হয় সমতট। ইহা সমুদ্র হইতে পদ্মা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভাগীরথী হইতে পূর্ব্ব মুখে সমতট কমলাঙ্ক (কুমিল্লা) ও চট্টল (চট্টগ্রাম) রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া জানা যায়।" ১৭৩ পৃঃ।

উদ্ধৃত মন্তব্য হইতে কমলাঙ্কের সহিত পাটিকারাও যে সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। সমতট নামটী বৌদ্ধপ্রভাবেরই বিশেষ জ্ঞাপক। চীন পরিব্রাজক হুয়েন্‌সাঙ যে সমতটে বিশেষ করিয়া কমলাঙ্ক পরিদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতেই কমলাঙ্কে বৌদ্ধ প্রভাবের অনুমান করা যাইতে পারে।* পাটিকরা যে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্রই হইয়াছিল, "ময়নামতীর গানে" বর্ণিত বৌদ্ধ নাথ-

* কুমিল্লার অব্যবহিত উত্তরে "পাঁচথূপী" নামে একটী গ্রাম আছে। "থূপ" বৌদ্ধ 'স্তূপ' শব্দেরই অপভ্রংশ। 'পঞ্চ স্তূপ' হইতেই 'পাঁচথূপী' হইয়াছে। এই নামের দ্বারা এখানে বৌদ্ধস্তূপ ছিল এবং বৌদ্ধধর্ম্মের একটী কেন্দ্র ছিল, তাহার স্পষ্ট

সিদ্ধদিগের সম্পর্কের দ্বারা তাহার যথেষ্ট প্রমাণই পাওয়া যায়। সুতরাং পাটিকারাতেই সমতটের রাজধানী † ছিল এবং রাজ রাজভট্ট পাটিকারারই রাজা ছিলেন, তাহা বিশেষরূপেই সম্ভাবনীয় বলিয়া বোধ হয়। ‡

৮। পাটিকা-পালবংশ (তিরুমলের শিলালিপি)।

বঙ্গে পালবংশের আধিপত্য বিস্তারের সহিত সমতটে পালবংশেরই অধিকার বদ্ধমূল হয়।* পালবংশের ২য় গোপালের রাজ্যকালে পাটিকারাতে একটী নূতন রাজবংশের অধিষ্ঠানের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধাড়িচন্দ্র এই বংশের প্রথম রাজা। বাঙ্গালার পুরাবৃত্তে পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন :- "ধাড়িচন্দ্র এই সময়ে বঙ্গে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজধানী পাটিকা বলিয়া উল্লিখিত আছে।" ২২৮ পৃঃ।

---

† Vide Vincent A. Smith's Early History of India. 4th Edition. p 415 note.

‡ চৌদ্দগ্রাম থানার অন্তর্গত দৈলবাড়ী গ্রামে "তামার উপর সোণার গিল্টী করা একখানি সিংহবাহিনী দশভুজা মূর্ত্তি" পাওয়া গিয়াছে। তাহার লিপিতে খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ ও দেবখড়্গ এবং দেবখড়্গের 'মহিষী মহাদেবী প্রভাবতীর' নাম আছে। তিনিই ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। এই লিপি বিশেষ মূল্যবান। ইহাতে পাটিকারা হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বে চৌদ্দগ্রাম পর্য্যন্ত খড়্গবংশের রাজত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। (ত্রিপুরা সাহিত্য পরিষদের ১৩২৩ বাং কার্য্য বিবরণী)।

* খড়্গবংশের রাজভট সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"কেহ কেহ রাজভট শব্দ দেখিয়া পালবংশকে আস্রফপুরের তাম্রশাসনোক্ত রাজভটের শাখাবংশরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।" প্রাচীন রাজমালা শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত ৪৩৮ পৃঃ।

উদ্ধৃত উক্তিতে খড়্গবংশের সহিত পালবংশের রাজত্ব সম্পর্কের মূল সূত্রের সন্ধানই যেন পাওয়া যায়।

এই পাটিকা যে পাটিকারারই নামান্তর তাহাতে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। পাটিকারার সহিত আমরা পাটির যোগের যে অনুমান করিয়াছি; "পাটিকা" নামের দ্বারা তাহার বিশেষরূপ সমর্থনই হয়।

বাঙ্গালার পুরাবৃত্তে ২য় গোপালের রাজ্যকাল ৯৪৫—৯৭০ খৃঃ এবং ধাড়িচন্দ্রের রাজ্যকাল ৯২০—৯৫০ খৃঃ লিখিত হইয়াছে। সুতরাং দশম শতাব্দীতে যে এই নূতন রাজবংশের অভ্যুদয় হয়, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। ধাড়িচন্দ্রের পুত্রের নাম সুবর্ণচন্দ্র। তিনি ৯৫০—৯৭০ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মাণিকচন্দ্র ৯৭০—৯৯০ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্যকাল ১০০৫—১০৩০ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। মাণিকচন্দ্রের মহিষীর নাম ছিল ময়নামতী। তিনি গোবিন্দচন্দ্রের মাতা ছিলেন। ময়নামতী বিশেষ শক্তিশালিনী ও তেজস্বিনী রমণী ছিলেন। তদীয় অসাধারণ প্রভাবের নিদর্শন এখনও পাটিকারার "ময়নামতী" পর্ব্বত নামে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে।

ময়নামতীর পিতৃকুল সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে এইরূপ লিখিত হইয়াছে:—"রায়বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়ের মতে ইনি মালবরাজ ভর্ত্তৃহরির ভগিনী।" গ্রেজিয়রের মিনবতি * * * * মালবের শ্রীপাল রাজার কন্যার নাম "ময়ন সুন্দরী"। (শিবচন্দ্র শীল মহাশয়ের টীকা গোবিন্দচন্দ্র গীত—৪১-৫২ পৃঃ)।

উদ্ধৃত মত হইতে মালবের সহিত ময়নামতীর পিতৃকুলের সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। মালবের সহিত আমরা মেহেরকুল রাজ্যের সম্বন্ধও দেখিয়াছি। "ময়নামতীর গানে" ময়নামতীর ঘন ঘন বাপের বাড়ী যাওয়ারও উল্লেখ দেখা যায়:—

"ঘন ঘন বাপের বাড়ী যাইতুম অবসরায়॥"

এই সমস্ত হইতে তাঁহার পিতা মালব বংশীয় ছিলেন এবং মেহের-কুলে রাজত্ব করিতেন, ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়।* উপরে ময়নামতীর পিতার নাম শ্রীপাল লিখিত হইয়াছে। ময়নামতীর গানে তিনি "তিলকচাঁদের ঝি" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই তিলকচাঁদ যে মেহেরকুলের রাজা ছিলেন, তৎসম্বন্ধে একজন গ্রন্থকার এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কমলাঙ্ক রাজ্যের সন্নিহিত পাটিকাড়া ও মেহেরকুলে তিলকচন্দ্র নামে এক নরপতি রাজত্ব করিতেন। তিলক-চন্দ্রের কন্যার নাম ময়নামতী।" 'ত্রিপুরার কথা' শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী প্রণীত ২৮ পৃঃ

তিলকচাঁদ সম্ভবতঃ শ্রীপালেরই প্রচলিত নাম ছিল।

ভর্তৃহরি ময়নামতীর ভ্রাতা ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া হারিপা (হাড়িপা) নামে পরিচিত হইয়াছিলেন এবং ভাগিনেয় গোবিন্দচন্দ্রকে বৈরাগ্যে দীক্ষিত করতঃ তাঁহাকে লইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়াছিলেন। তাহাতেই ভর্তৃহরির নামের সহিত গোবিন্দচন্দ্রের নাম একত্র গ্রথিত হইয়া তাঁহাদের কাহিনী একান্ত ভক্তি ও আবেগের সহিত গীত হইয়া থাকে।

---

* "ময়নামতীর" যাদুবিদ্যার খ্যাতি প্রচলিত আছে। পক্ষান্তরে মালবের ভোজরাজও যাদুবিদ্যার অন্যতম উদ্ভাবয়িতা ছিলেন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। তাহাতেই যাদুবিদ্যার এক নাম হইয়াছে "ভোজবিদ্যা"। যাদুবিদ্যা পারদর্শিনী সুপ্রসিদ্ধ "ভানুমতী" ভোজেরই কন্যা ছিলেন। মেহেরকুলের লালমাই পর্ব্বতের স্থানবিশেষও "ভানুমতী" নামে পরিচিত। ময়নামতী, ভর্তৃহরির ভগিনী, ভর্তৃহরিও মালবেরই রাজা। অথচ ভানুমতী ও ময়নামতী একই প্রকারের নাম। ইহাতে ভোজবংশ যে ময়নামতীর পিতৃকুল এবং ভোজরাজ পরিজনসহই লালমাইতে বাস করিতেন, তাহা অনুমান

মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর, ধর্ম্মপাল নামক গৌড়রাজ তদীয় রাজ্য করতলগত করিয়া লন। কিন্তু রাণী ময়নামতী বুদ্ধিকৌশলে ও সমরনৈপুণ্যে পুনর্ব্বার হৃতরাজ্যের উদ্ধার সাধনে কৃতকার্য্য হন। পরেশবাবু ময়নামতী ও গোবিন্দচন্দ্রের ইতিহাস এইরূপে সঙ্কলিত করিয়াছেন : –

"মাণিকচন্দ্রের মহিষী, হাড়িপা বা হাড়িসিদ্ধ নামক এক ডোম জাতীয় যোগীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁহার প্রসাদে একটী পুত্র লাভ করেন। এই পুত্রের নাম গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র। গোবিন্দচন্দ্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, তাঁহার মাতা ময়নামতী মন্ত্রীদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করেন, এবং ধর্ম্মপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তীস্তা নদী তীরে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হইলে ধর্ম্মপাল পরাস্ত হন এবং ময়নামতী স্বামীর রাজ্য উদ্ধার করেন। অনুমান ১০০৫ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে।

গোপীচন্দ্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া ময়নামতী রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন এবং হরিশ্চন্দ্রের কন্যা অদুনা ও পদুনার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। গোপীচন্দ্র ক্রমে ভোগ বিলাসে উন্মত্ত হইয়া উঠেন।" বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত ২৩৪ পৃঃ।

গোপীচন্দ্র ময়নামতীর গানে উপাখ্যানের বিষয়ীভূত হইলেও, তিনি যে, ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। উড়িষ্যার সুবিখ্যাত রাজা প্রবল পরাক্রান্ত রাজেন্দ্রচোলের শিলালিপিতে গোবিন্দচন্দ্র, বঙ্গের রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এই শিলালিপি "তিরুমলয়ের শিলালিপি বলিয়া প্রসিদ্ধ। * শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই শিলালিপির প্রমাণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

* এই লিপিতে গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গাল দেশের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

"তিরুমলয়ের শিলালিপি" হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রাজেন্দ্র চোল, উত্তর রাঢ়ের মহীপাল, দক্ষিণ রাঢ়ের রণশূর, দণ্ডভুক্তির মহীপাল, এবং বঙ্গের গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজয় করেন। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মগধরাজ মহীপাল, গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল, দক্ষিণ রাঢ়ের রণশূর এবং বঙ্গের গোবিন্দচন্দ্র সমসাময়িক ছিলেন, সুতরাং অনুমান হয় যে, ১০১৫ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোল দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া এই সকল রাজাকে পরাজয় করেন॥" 'বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত'—২৩৫ পৃঃ

এখানে বঙ্গ যে পূর্ব্ববঙ্গকে বুঝাইতেছে গৌড়ের স্বতন্ত্র উল্লেখ দ্বারা তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। পূর্ব্ববঙ্গের মেহেরকুলও পাটিকারার সহিতই যে, গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্র ও তন্মাতা ময়নামতীর সবিশেষ যোগ রহিয়াছে, 'ময়নামতীর গানে', গোপীচাঁদের উপাখ্যানে তাহার নিঃসংশয়িত প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে "ময়নামতীর গান" সম্পাদক ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী তদীয় তথ্যপূর্ণ ভূমিকায় এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :—

"মেহারকুল পাটিকারায়ই যে গোপীচন্দ্রের রাজ্য ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন পুস্তকে মৃকুল এবং কোন কোন পুস্তকে পাটিকানগর বলিয়া এই স্থানদ্বয়ের উল্লেখ হইয়াছে। সুকুর মহম্মদ মৃকুল লিখিয়াছেন। দুর্লভ মল্লিক পাটিকা লিখিয়াছেন।

রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর, তদীয় গৌড় রাজমালায় এইরূপ কহিয়াছেন :—"বঙ্গালদেশ, যেখানে ঝড় বৃষ্টির কখনও বিরাম নাই এবং গজপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া যেখান হইতে গোবিন্দচন্দ্র পলায়ন করিয়াছিলেন॥" গৌড় রাজমালা ৩৯ পৃঃ। অবিরত বৃষ্টিপাত বিশেষতঃ হস্তীর সহিত পূর্ব্ববঙ্গের বা ত্রিপুরার যোগই বিশেষরূপে প্রতীয়মান হয়। "বঙ্গাল" নামও পূর্ব্ববঙ্গেরই বিশেষ বোধক, তাহা হইতেই, পূর্ব্ববঙ্গের লোকদিগের বাঙ্গাল নাম হইয়াছে। একাদশ শতাব্দীর তাঞ্জোর শিলালিপিতেও বঙ্গ বা পূর্ব্ববঙ্গের

রঙ্গপুরের গাঁথাগুলিতে শুধু বঙ্গ বলিয়া সারিয়া দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গ বলিতে যে প্রাচীনকালে পূর্ব্বাঞ্চলকেই বুঝাইত এবং বাঙ্গাল বলিতে এখনও যে পূর্ব্বাঞ্চল বাসীকেই বুঝায়, ইহা সকলেই জানেন। ময়নামতী পাহাড়ের আশেপাশে বহু প্রাচীন ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে॥" ময়নামতীর গান ভূমিকা—॥৶০ পৃঃ।

তন্ত্রের সময়ও যে বঙ্গদেশ বলিতে পূর্ব্ববঙ্গকেই নির্দ্দেশ করা হইত, শক্তি সঙ্গম তন্ত্রের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে তাহা বিশেষরূপেই স্পষ্টীকৃত হইবে :—

"রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদর্শকঃ॥"
"সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্তই 'বঙ্গদেশ' বলিয়া কথিত।"

রাণী ময়নামতী ধর্ম্মপালকে পরাজিত করিয়া, তদীয় স্বামীর উত্তরবঙ্গের রাজ্য পুনরধিকার করেন এবং পাটিকারা রাজ্যের সহিত তাহা শাসন করিতে থাকেন। রঙ্গপুরের অন্তর্গত "ময়নামতীরকোট" নামক স্থান সেই অধিকারেরই স্মৃতি এখনও ধারণ করিতেছে। ময়নামতীর এই বিজয়স্মৃতি রঙ্গপুরের গ্রাম্য সঙ্গীতে এখন পর্য্যন্ত কিরূপ জীবিত রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে :—

"ধর্ম্মপালের পত্নী বনমালার ভগিনী ময়নামতীর পরাক্রমের বিষয় অদ্যাপি রঙ্গপুর অঞ্চলের গ্রাম্য সঙ্গীতে গীত হইয়া থাকে।" রঙ্গপুর হইতে গোপীচন্দ্রের অধিকার যে কামরূপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বিশ্বকোষকার এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"ধর্ম্মপালের পর মাণিকচন্দ্র, মাণিকচন্দ্রের পর গোপীচন্দ্র, গোপীচন্দ্রের পর ভবচন্দ্র, কামরূপ শাসন করেন। এই সময়ে রঙ্গপুর কামরূপের

গোপীচন্দ্র যে চট্টগ্রামেও রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে বাবু শিবচন্দ্র শীল লিখিয়াছেন :—

"গোপীচন্দ্র বাল্যকালে রাজা হইয়াছিলেন ও তাঁহার রাজপাট চাটিগ্রামে ছিল ॥" (J. A. S. B. 1898, p 22).

গোবিন্দচন্দ্র অনুমান ১০৩০ খৃষ্টাব্দে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। তৎপুত্র ভবচন্দ্র পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইনিই প্রবাদে পরিণত উপহাসাস্পদ ভবচন্দ্র রাজা। ইঁহার সম্বন্ধে "বাঙ্গালার পুরাবৃত্তে" এইরূপ বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে :—

"গোবিন্দচন্দ্রের পর তাঁহার পুত্র ভবচন্দ্র সিংহাসন লাভ করেন। ভবচন্দ্রের গবচন্দ্র নামক এক মন্ত্রী ছিলেন। গবচন্দ্রের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক নানা গল্প রঙ্গপুরে প্রচলিত রহিয়াছে। তাঁহাদের নির্ব্বুদ্ধিতা সমগ্র বঙ্গদেশে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। কথিত আছে যে তাঁহাদের সময়ে লোকে দিবসে নিদ্রা যাইত এবং রাত্রিতে কাজকর্ম্ম করিত।

রঙ্গপুর জেলায় পরগনা বাঘদুয়ারের অন্তর্গত উদয়পুর নামক স্থানে উদয়চন্দ্র নামক এক রাজার রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, উদয়চন্দ্র এবং ভবচন্দ্র অভিন্ন ব্যক্তি ॥" "বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত" ২৪২-২৪৩ পৃঃ।

রঙ্গপুরে যেমন ভবচন্দ্রের রাজত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়, ত্রিপুরায় তাঁহার রাজত্বের তদপেক্ষাও অধিক নিদর্শন পাওয়া যায়। কৈলাসবাবু তদীয় রাজমালায় লিখিয়াছেন :—

"প্রবাদ অনুসারে আধুনিক চৌদ্দ গ্রাম ও তৎসন্নিহিত স্থানে ভবচন্দ্র নামে এক নরপতি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। উক্ত নরপতি সম্বন্ধে বহুবিধ অলৌকিক গল্প শ্রুত হওয়া যায়।" ৯ পৃঃ

কুমিল্লার পূর্ব্বে গোমতীর উত্তর তীরে পাঁচথূপী গ্রামেরই সংলগ্ন "ইটালা" নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। তথায় ভবচন্দ্রের বাড়ী ছিল বলিয়া কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। ভবচন্দ্রের স্থাপিত নরসিংহ দেবতা অল্পদিন পূর্ব্বেও পূজিত হইত এবং পূজার জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি ও রহিয়াছে। চট্টগ্রামের পূজারি ব্রাহ্মণ মূর্ত্তিটী চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে। মূর্ত্তি অপহৃত হইলেও সম্পত্তি স্থানীয় ব্রাহ্মণেরাই ভোগ করিতেছে। গ্রামের ইষ্টকাদি ধ্বংসাবশেষের মধ্যে খুড়িয়া মুদ্রাও নাকি পাওয়া গিয়াছে। ঐ মুদ্রা দেখিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই। গ্রামের নিকট কুমিল্লা বা তেইজুরী নামে একটী মরা নদীর কথাও জানা যায়। গোপীচাঁদের "দাদার মিরাশ" যে কমলাঙ্ক নগর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কুমিল্লা নদীর তীরবর্ত্তী এই স্থান হওয়াই সম্পূর্ণ সম্ভবপর। বর্ত্তমানস্থানে কুমিল্লা সহর পরেই স্থানান্তরিত হইয়া থাকিবে।

এইরূপে এক দিকে ত্রিপুরা ও অন্য দিকে রঙ্গপুর ভবচন্দ্রের নামের সহিত সংযুক্ত হওয়াতে ভবচন্দ্রের পাটিকারা রাজ্য যে-ত্রিপুরা হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। ভবচন্দ্র ১০৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ভবচন্দ্রের পরে আমরা পাটিকারার আর কোন রাজার নাম প্রাপ্ত হই না। সুতরাং ভবচন্দ্রকেই আমরা পাটিকারার শেষ রাজা বলিয়া ধরিতে পারি। ভবচন্দ্র নিজে ও তাঁহার মন্ত্রী যেরূপ অভূতপূর্ব্ব স্থূলবুদ্ধি ছিলেন, তাঁহাতে তাঁহার রাজ্য যে স্থায়ী হইবে না, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।*

---

* শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র শীল, গোবিন্দচন্দ্রের গীতের ভূমিকায় ভবচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"ইনিই এই বংশের শেষ রাজা।" বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে যে, ভাবচন্দ্রের পর আর একজন মাত্র পালবংশীয় রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার কামরূপের

এক্ষণে এই পাটিকারা রাজগণ কোন্ বংশীয় ছিলেন, তাহাই আমরা বিচার করিয়া দেখিব। বিশ্বকোষকার যে একটী পাশ্চাত্য মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে 'গৌড়েশ্বর' ধর্ম্মপাল পাটিকারার রাজা মাণিকচন্দ্রের ভ্রাতা বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন। নিম্নে সেই মতটী উদ্ধৃত হইল :—

"মিঃ মার্টিন্ বলেন যে, বঙ্গেশ্বর ধর্ম্মপাল, পালবংশীয় বঙ্গরাজগণের অন্ততম। ইঁহার মাণিকচন্দ্র নামে এক ভ্রাতা ছিলেন। মাণিকচন্দ্রের অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। মাণিকচন্দ্রের পত্নীর নাম ময়নামতী।"

"বাঙ্গালার পুরাবৃত্তে" পরেশবাবুও ধর্ম্মপাল ও মাণিকচন্দ্রের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উভয়ই এক পিতার ঔরসজাত বলিয়া লিখিত হইয়াছে :—

"সুবর্ণচন্দ্র এই সময়ে (৯৫০—৯৭০ খৃঃ) বঙ্গ শাসন করিতেন। তাঁহার পুত্র, মাণিকচন্দ্র এবং ধর্ম্মপাল।" ২২৯ পৃঃ।

চৈতন্য ভাগবতের এক স্থলের উল্লেখ হইতেও গোপীচাঁদকে পালবংশ বলিয়াই জানিতে পারা যায়।

"যোগীপাল গোপীপাল মহীপাল গীত।
ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত॥"

চৈতন্য ভাগবত অন্ত্য খণ্ড।

এখানে গোপীচাঁদ যে স্পষ্টই 'গোপীপাল' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন তাহা নহে; পরন্তু পালবংশের প্রসিদ্ধ রাজা মহীপালের সহিতও এক সঙ্গে

এইরূপে পাটিকারার রাজগণ যে প্রসিদ্ধ পালরাজগণের কেবল বংশধর ছিলেন, তাহা নহে ; পরন্তু তাঁহাদিগের বঙ্গরাজ্যের উত্তরাধিকারীও যে ছিলেন, তাহারই প্রমাণ আমরা পাইতেছি।*

পাটিকারা রাজ্য লোপ পাইয়া মেহেরকুলেরই অন্তর্ভূত হয় বলিয়া বোধ হয়। মেহেরকুলের শেষ রাজা রণবঙ্ক মল্ল পাটিকারা ও কমলাঙ্কে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন বলিয়া পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ পাইয়াছি। রণবঙ্কের সময় যে ১২১৯ খৃঃ তাহাও আমরা দেখিয়াছি। রাজমালায় লিখিত হইয়াছে যে, ত্রিপুর রাজ ছেংথুংকার (সিংহতুঙ্গকার) সময় গৌড়ের সহিত ত্রিপুরার যুদ্ধ হয় এবং ছেংকুংফা যুদ্ধ করিতে ভীত হইলে, তাঁহার রাণী সেই যুদ্ধ জয় করেন এবং মেহেরকুল ত্রিপুরার অধিকার-ভুক্ত হয় :—

"মেহেরকুল ত্রিপুরার এই মতে হৈল ॥"+

"বাঙ্গালার পুরাবৃত্তে" পরেশবাবু এই যুদ্ধের সময় ও তদানীন্তন গৌড়রাজের নাম নির্ণয় এইরূপে করিয়াছেন :—

---

* পাটিকারাতে পালবংশের নিদর্শন সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটী উল্লেখযোগ্য— "উপরোক্ত বুদ্ধ ও বাসুদেব মূর্ত্তি ব্যতীত অন্য সমস্ত মূর্ত্তিই পাটিকারাপরগণার অন্তর্গত ভারেল্লা গ্রামে একটী মস্‌জিদের নিকট পাইয়াছি। ইহার অনতিদূরে পালরাজার বাড়ী নামে একটী পুরাতন বাড়ীর উচ্চভূমিও বড় একটী দীঘি বর্ত্তমান আছে।" বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ত্রিপুরা শাখা ৪র্থ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী ১৩২২ বঙ্গাব্দ।

+ এখানে একটী রহস্যের বিষয় এই যে, 'ময়নামতীর গান' 'মাণিকচাঁদের গান' 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত' প্রভৃতি গ্রন্থে ত্রিপুরার কোন উল্লেখই পাওয়া যায় না। কোথায়ও বরঞ্চ "বঙ্গের" উল্লেখই আছে। ইহাতে এই অনুমানের যথেষ্ট কারণই পাওয়া যায় যে, 'মেহেরকুল' ও 'পাটিকারা' পূর্ব্বে 'বঙ্গ' নামেই পরিচিত ছিল ; ত্রিপুরাকর্তৃক বিজিত

"ত্রিপুরার "রাজমালা" গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ত্রিপুরাধিপতি সিংহতুঙ্গফার সময়ে, আরাকান রাজের জনৈকদূত বিবিধ মণিমাণিক্য উপঢৌকন লইয়া গৌড়রাজের নিকট আসিতেছিল, পথিমধ্যে ত্রিপুর রাজ তাহা বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয়েন। গৌড়রাজ এই সংবাদ শ্রবণে তাহার শাস্তি বিধানার্থ একদল সৈন্য ত্রিপুরায় প্রেরণ করেন। সিংহতুঙ্গফাও ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে অভিলাষী হন, কিন্তু তাঁহার মহিষী তাঁহাকে কাপুরুষ বলিয়া তিরস্কার করেন। অবশেষে মহিষী স্বয়ং ত্রিপুরা সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করেন, এবং গৌড় সৈন্যকে পরাজিত করেন।

"রাজমালা" গ্রন্থে গৌড়রাজের নামোল্লেখ নাই বটে, কিন্তু উক্ত গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, সিংহতুঙ্গফার প্রপৌত্র রত্নফা, তোঘরল খাঁর সমসাময়িক, সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, লক্ষ্মণসেনের সময়ই গৌড় ও ত্রিপুর সৈন্যের সঙ্ঘর্ষ ঘটে।" ২৮৬ পৃঃ

লক্ষ্মণ সেন ১১৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। রণবঙ্ক তাঁহার সমসাময়িকই হইতেছেন। সুতরাং রণবঙ্কের সময়ই মেহেরকুল ও পাটিকারা যে ত্রিপুরা রাজ্যের কুক্ষিগত হয়, ইহা সম্পূর্ণই সম্ভবপর। এইরূপে ১২শ শতাব্দীতে ত্রিপুররাজগণ সম্পূর্ণ ত্রিপুরা দেশেরই আধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হন। এখন হইতে "ময়নামতী গানের" ঐতিহাসিক সূত্র সকল, 'রাজমালার' ঐতিহাসিক সূত্র সকলেরই সহিত সংগ্রথিত হইয়া ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাসের এক অখণ্ড শৃঙ্খল গঠিত করিয়াছে।

ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস "রাণী ময়নামতী" ও সিংহতুঙ্গফার রাণী এই দুই মহীয়সী বীর রমণী দ্বারাই অপূর্ব্বরূপে ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হইয়াছে। উভয়েই অতুলনীয়া, সিংহতুঙ্গফার রাণী, ময়নামতী অপেক্ষাও অতুলনীয়া। কারণ ময়নামতী স্বয়ং যুদ্ধ করেন নাই, কিন্তু সিংহতুঙ্গফার রাণী স্বয়ংই

ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত একান্তই বিরল। উভয়েই ইতিহাসের বরণীয়া। আর কিছুর জন্য না হইলেও, শুধু এই দুই বীর রমণীর জন্যই ত্রিপুরার ইতিহাস শ্লাঘ্য হইয়া থাকিবে। এই দুই বীর রমণীকে লইয়া ত্রিপুরা যে কোন দেশের সমক্ষে স্পর্দ্ধা করিতে পারে। *

---

* সম্প্রতি ফরাসী দেশের একজন লেখক পৃথিবীর বীর রমণীদিগের সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। রাণী ময়নামতীর নাম তাহাতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি সিংহতুঙ্গফার রাণীর বিবরণ জানিলে তাঁহাকেও যে তাঁহার গ্রন্থে উচ্চস্থানই প্রদান করিতেন সন্দেহ নাই।

ক্রোড়পত্র।

রাজেন্দ্র চোলের দিগ্বিজয়।

তিরুমলয়ের শিলালিপিতে রাজেন্দ্রচোলের প্রাচ্য-দিগ্বিজয়ের দেশ-সকলের ক্রমানুসরণকরতঃ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের অধ্যাপক প্রথিতনামা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আয়ান্গার পি, এইচ, ডি মহাশয় রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্যের সংস্থান নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন আমরা তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"The Dandabhukti of Dharmapala therefore is Bihar from which the Chola general turned against Ranasura and took his kingdom of Daksina Lada. He then marched east or north-east against Govinda Chandra of Bengal of whom we know as yet nothing." "Orientala"—part 2 (Sir Ashutosh Mookerjee Silver Jubilee Volumes) Vol. III—Gangaikonda Chola by S. Krishnaswami Aiyangar M. A., Ph. D. M. R. A. S; p. 563.

বলা বাহুল্য যে, এই নির্দ্দেশ দ্বারা ত্রিপুরার পাটিকারা রাজ্যই লক্ষিত হয়, রঙ্গপুর লক্ষিত হয় না। কারণ রঙ্গপুর দক্ষিণ রাঢ়ের উত্তরে, পূর্ব্বে পূর্ব্বোত্তরে নহে। বিশেষতঃ, যে ধর্ম্মপালের বিজয়ের কথা পূর্ব্বে আছে, তিনি "গৌড়েশ্বর" নামে অভিহিত হইতেন এবং রঙ্গপুর গৌড়েরই অন্তর্গত।

বিশেষ আলোচনা।

৯। মাণিকচন্দ্র কোথাকার রাজা ছিলেন ?

মাণিকচন্দ্র বা মাণিকচাঁদ সুপ্রসিদ্ধা রাণী ময়নামতীর স্বামীও স্বনামধন্য রাজযোগী গোপীচাঁদের পিতা। এইটী ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া অবিসংবাদিতরূপেই গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু তিনি কোথাকার রাজা ছিলেন, তাহা, অবিতর্কিতভাবে প্রমাণিত হয় নাই। মাণিকচাঁদ, গোপীচাঁদ এবং ময়নামতী সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে যে সমস্ত প্রাচীন বাঙ্গালা আখ্যান পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে তৎসমস্তে মাণিকচন্দ্র অথবা তৎপুত্র গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্যের কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নাই বলিয়াই এরূপ মতবৈষম্য সৃষ্টির কারণ হইয়াছে। সম্প্রতি ত্রিপুরায় যে 'ময়নামতীর গান' নামক পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদের রাজ্যের প্রকৃত সংস্থান যেন আমাদের নিকট তেমন রহস্যময় বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

'মাণিকচন্দ্রের গীত' নামক পুস্তকের সঙ্কলয়িতা ডাক্তার গ্রিয়ার্শন মাণিকচন্দ্র রাজার সম্বন্ধে যে ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন, আমরা প্রথমে তাহাই উদ্ধৃত করা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। তিনি উত্তরবঙ্গের সামন্তরাজ ধর্ম্মপাল সম্বন্ধে আলোচনার উপসংহারে লিখিয়াছেন :—

"We thus I think can be certain of the following facts—that early in the 14th centuary a king named

Karatoya river in the present districts of Rangpur and Jalpaiguri * * *. And close to his capital city there lived in a fortified stronghold a powerful chief named Manik Chandra, who was married to a lady called Mayna.

Between the king and the chief, according to loeal tradition, a war arose, which ended in the defeat and disappearance of the former and triumph of the latter, in a great battle fought on the banks of the river Hangri Gosha. The battle field is still shown, a mile or so to the north of Dharmapur."

উল্লিখিত বিজয়ের পর ধর্ম্মপালের ধর্ম্মপুরে বিজয়ী মাণিকচাঁদের রাজত্ব সম্বন্ধে গ্রিয়ার্সন্ লিখিয়াছেন :—

"After this victory Mankinchandra took up his residence at Dharmapur."

এইরূপে মাণিকচাঁদ বিজেতারূপেই যে রঙ্গপুরের রাজা হইয়াছিলেন, তাহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত রাজ্যাধিষ্ঠান কোথায় ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না। গ্রিয়ার্সন্ ও তদীয় শেষ মন্তব্যে মাণিকচাঁদ যে রঙ্গপুরে আগন্তুক রাজা ছিলেন, এরূপ মতেরই আভাস প্রদান করিয়াছেন :—

"Who he was we can not tell, we must be content with knowing that he was a neighbouring chief of Dharma Pal and his conqueror."

বাবু পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালার যে পুরাবৃত্ত সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি মাণিকচন্দ্র ও ধর্ম্মপাল এই দুই জনকে সুবর্ণচন্দ্র রাজার

"সুবর্ণচন্দ্র এই সময়ে * বঙ্গশাসন করিতেন। তাহার দুই পুত্র মাণিকচন্দ্র এবং ধর্ম্মপাল।"

সুবর্ণচন্দ্র রাজার উল্লিখিত দুই পুত্রের মধ্যে মাণিকচন্দ্র বঙ্গদেশেই রাজা হইয়াছিলেন, আর ধর্ম্মপাল রঙ্গপুর প্রদেশের রাজা হইয়াছিলেন। মাণিকচাঁদ যে বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেন, তাহা মাণিকচাঁদের গান নামক চরিতাখ্যানেই উল্লেখ পাওয়া যায় :—

"মাণিকচাঁদ রাজা বঙ্গ বড় সতী ॥"

পরেশবাবুও এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"তাঁহার † সময়ে ‡ মাণিকচন্দ্র বঙ্গে রাজত্ব করিতেন।"

ইহার পর ধর্ম্মপালের রাজ্য সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন :—

"মাণিকচন্দ্রের কনিষ্ঠভ্রাতা ধর্ম্মপাল, রঙ্গপুর প্রদেশে রাজত্ব করিতেন।"

ধর্ম্মমঙ্গলে "গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল" নামে এক ধর্ম্মপালের উল্লেখ আছে। পরেশবাবু গৌড়েশ্বরোপাধিক ধর্ম্মপালকে রঙ্গপুরের ধর্ম্মপালের সহিত অভিন্ন বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

"ঘনরাম প্রণীত "শ্রীধর্ম্ম মঙ্গলে" যে গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের উল্লেখ আছে" তিনি এবং এই ধর্ম্মপাল অভিন্নব্যক্তি ইহাতে সন্দেহ নাই।

ইহা হইতে মাণিকচন্দ্র ও ধর্ম্মপালের রাজ্য যে স্বতন্ত্র ছিল, একটী গৌড়ে ও অন্যটী বঙ্গে অবস্থিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণই পাওয়া যায়। "গৌড়বঙ্গ" নামের মধ্যে উভয় দেশগত পার্থক্য বিশেষরূপেই সন্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। গৌড় বলিতে আধুনিক "উত্তরবঙ্গ" ও বঙ্গ বলিতে "পূর্ব্ববঙ্গ" বুঝাইত ইহাই গৌড়বঙ্গ নামের ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য।

উপরিউক্ত ঐতিহাসিক তথ্যের সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি যে ডাক্তার গ্রিয়ার্সন্ কথিত ধর্ম্মপালের উপর মাণিকচন্দ্রের বিজয় পূর্ব্ববঙ্গ হইতেই হইয়াছিল।

মাণিকচন্দ্রকে পূর্ব্ববঙ্গের রাজা বলিয়া আমরা উপরে প্রমাণ করিয়াছি। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের কোন্ নির্দ্দিষ্ট স্থানের তিনি রাজা ছিলেন, তাহা এখনও আমরা নিরূপণ করি নাই। এক্ষণে আমরা তাঁহার প্রকৃত সংস্থান নিরূপণে প্রবৃত্ত হইব। "ময়নামতীর গানে" মাণিকচন্দ্র রাজার মৃতদেহের সৎকার সম্বন্ধে যেখানে বর্ণনা করা হইয়াছে, তথায় আমরা তদীয় রাজ্যাধিষ্ঠানের সুস্পষ্ট উল্লেখই প্রাপ্ত হই। এখানে আমরা সেই অংশটী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"আষাঢ় মাসেতে মৈল মাণিকচাঁদ গোসাই।
প্রিথিমিতে জলমএ পুরিতে স্থান নাই॥
সৈত্যযুগে গঙ্গাদেবী শুমুতে আছিল।
গোমেদের কুলে বসি কান্দিতে লাগিল॥
আমার কান্দনে গঙ্গার স্নেহ উপজিল।
সমুদ্রের গঙ্গাদেবী ভাসিয়া উঠিল॥
গঙ্গা বোলে ময়নামতী কান্দ কি কারণ।
যোড়হস্তে নিবেদিলাম গঙ্গার চরণ॥
মেহেরকুলের রাজা ছিল মাণিচাঁদ গোসাই।
পৃথিবীতে জলমএ পুরিতে স্থল নাই॥"

এস্থলে মাণিকচন্দ্রকে স্পষ্টই মেহেরকুলের রাজা বলা হইয়াছে এবং এই মেহেরকুল গোমতী নদীর তীর সংস্থিত বলিয়াও বলা হইয়াছে। বঙ্গদেশে একমাত্র ত্রিপুরা জিলারই মেহেরকুল নামে পরগণা আছে এবং ইহা ত্রিপুরাশৈল নিঃসৃতা প্রসিদ্ধা গোমতী নদীরই

তীরবর্ত্তী। সুতরাং ত্রিপুরার মেহেরকুলেই যে মাণিকচন্দ্রের রাজ্য ছিল, তাহা নিঃসংশয়রূপেই প্রমাণিত হইতেছে।

ময়নামতী গানের আরম্ভে আমরা রাজ্যের যে বর্ণনা প্রাপ্ত হই তাহাতেও ইহাকে "মেহেরকুল" নামেই আখ্যাত দেখা যায়ঃ—

"মেহেরকুল বেড়িছিল মুলিবাঁশের বেড়া॥"

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয়, মাণিকচন্দ্র যে "বঙ্গাল" দেশের রাজা ছিলেন, তাহার স্পষ্ট সন্ধানই পাইয়াছেন। তাই তিনি তাঁহার সম্পাদিত "গোবিন্দচন্দ্রগীতের" ভূমিকায় লিখিয়াছেন ঃ—

"গোপীচন্দ্রের পিতা তীরভুক্তি (ত্রিহুত) বঙ্গাল ও কামরূপের রাজা ছিলেন॥"

এই বঙ্গাল দেশের কোন্ বিশেষ স্থানে গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্যাধিষ্ঠান ছিল, "গোবিন্দচন্দ্রের গীতে" তাহারও স্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে। ইহাতে লিখিত হইয়াছে যে, পাটীকানগরে গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী ছিল ঃ—

"পাটীকানগরে রাজা গোবিন্দচন্দ্র ভূপ॥"

কেহ কেহ এই পাটীকাকে কুচবিহারের পশ্চিমস্থিত "পাটগাও" বা "পাটগ্রাম" বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। * আমাদের মতে ত্রিপুরার পাটিকারার সহিত পাটিকার অভিন্নতা যেরূপ সহজে প্রতিপাদিত হইতে পারে, কুচবিহারের 'পাটগ্রামের' সহিত তত সহজে পারে না। প্রথমতঃ পাটিকার সহিত পাটিকারা নামের যেরূপ সাদৃশ্য, পাটগ্রামের সেরূপ সাদৃশ্য নহে। দ্বিতীয়তঃ পাটগ্রাম কুচবিহারে, আর গোপীচাঁদের রাজ্য ছিল রঙ্গপুরে। রঙ্গপুর রাজ্যের রাজধানী কুচবিহারে হওয়ার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ রঙ্গপুরে গোপীচাঁদের

মাতা রাণী ময়নামতীর নামে যে, 'ময়নামতীর কোট' নামক স্থান বর্ত্তমান আছে, তাহাতে ইহাই যে রাজধানীরূপে কল্পিত হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ॥

এতৎপ্রসঙ্গে ইহা বিশেষ ভাবে বক্তব্য যে, "ময়নামতীর কোট" রঙ্গপুরে রাণী ময়নামতীর স্মৃতির নিদর্শনরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও, ত্রিপুরায় তদপেক্ষাও রাণী ময়নামতীর অক্ষয় ও উচ্চ কীর্ত্তি "ময়নামতী" পর্ব্বতের নামে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। * এই ময়নামতী পর্ব্বতও আবার পাটিকারা পরগণায়ই অবস্থিত। মাণিকচাঁদ রাজার রাজ্য মেহেরকুল পরগণা পাটিকারারই পার্শ্ববর্ত্তী। পূর্ব্বকালে পাটিকারা, মেহেরকুলের অন্তর্ভুক্ত থাকাও অসম্ভাবিত বলিয়া মনে হয় না।

"ময়নামতীর গানে" রাজা গোপীচাঁদ আপনার ভিন্ন ভিন্ন অধিকারের যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের অনুমানের বিশেষ দৃঢ়তাই সম্পাদিত হয় :—

"বাপের মিরাশ রাখি যাইমু গৌরর সহর।
দাদার মিরাশ যাবে কামলাক নগর ॥
তুমি মায়ের যত বাড়ী কনিকানগর।
আহ্মি বাড়ী বান্দিয়াছি মেহারকুল সহর ॥"

---

* ময়নামতীর নামে যেমন সমগ্র পাহাড়টী অভিহিত হইয়াছে, তেমনই ইহার মুড়া সকলের কোনটী তদীয় স্বামী মাণিকচাঁদের নামে এবং তদীয় পুত্রবধূ অদুনা ও পদুনার নামে অভিহিত হইয়াছিল। এসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দাস, গৃহস্থ পত্রিকায় ময়নামতী গানের আলোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :—"মাণিকচাঁদ ও ময়নামতীর পুত্র গোপীচাঁদের স্ত্রী অদুনা ও পদুনার নামানুসারে দুইটী টিলায় নামকরণ হইয়াছে এবং একটীর নাম "মাণিকচাঁদের মুড়া"। টিলা তিনটীই অদ্যাপি বিদ্যমান।"

এস্থলে "গৌরব সহর" গৌড়নগর তাহাতে সন্দেহ নাই।* কামলাক, কমলাঙ্ক বা কুমিল্লা নামেরই অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। কনিকা আমাদের নিকট কনক শব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয় এবং 'কনক', স্বর্ণগ্রামেরই বোধক বলিয়া আমরা মনে করি। এইরূপে গৌড় হইতে মেহেরকুল পর্য্যন্ত সমস্তই সে গোপীচাঁদের রাজ্যভুক্ত ছিল, তাহাই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। গৌড় যখন গোপীচাঁদের পিতার "মিরাশ" বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তখন উহা যে মাণিকচাঁদের সম্পত্তি মাত্র ছিল, রাজ্য ছিল না, প্রকৃত স্থায়ী রাজ্য, মেহেরকুলেই ছিল, তাহা পরিষ্কাররূপেই প্রতীয়মান হয়।

পরিশেষে আমরা সুপ্রসিদ্ধ নাথ সিদ্ধদিগের জীবন বৃত্তান্ত হইতে পরিপোষক প্রমাণের উল্লেখ করিয়াই, আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিব। ময়নামতী সিদ্ধ গোরক্ষনাথের শিষ্যা ছিলেন এবং গোপীচাঁদ হাড়িপা সিদ্ধের শিষ্য ছিলেন। ময়নামতীকে দেখিয়া গোরক্ষনাথ বলিতেছেন "এক নাম রাখি যাইমু মেহারকুল সহর॥"

ময়নামতী যখন পিত্রালয়ে ছিলেন, তখনই তাহার দীক্ষা হয়। গোরক্ষনাথের উক্তি হইতে মেহেরকুলই যে ময়নামতীর পিত্রালয় ছিল, তাহার আভাস পাওয়া যায়। ময়নামতীর বিবাহের পর মেহেরকুলের অন্ততঃ কুমিল্লার সন্নিহিত অংশ সম্ভবতঃ পাটিকারার সহিত যুক্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহা তাঁহার স্বামী তাঁহার পিতার নিকট হইতে যৌতুক স্বরূপ পাইয়া থাকিবেন। "দাদার মিরাশ যাবেক কামলাক নগর" এই উক্তিতে কুমিল্লা দানের সম্পত্তি বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। মেহেরকুলও পাটিকারা মিলিয়া যাওয়াতেই, কোন কোন স্থলে পাটিকারা মেহেরকুল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

---

* "ময়নামতী গানের" পরকাশনে "গৌড়ের সহর" পাঠই স্পষ্ট আছে।

গোবিন্দচন্দ্রের গীতে হাড়িপা পাটীকাতে বাস করিবার জন্যই অভিশপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছেঃ —

"গুরুশাপে হাড়িপা যান পাটিকাভুবন ॥"

সিদ্ধদিগের গুরু মীন নাথের আখ্যান "মীন চেতন" নামক যে পুস্তক ত্রিপুরায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে হাড়িরার শাপ বৃত্তান্তের এইরূপ উল্লেখ আছে ঃ—"হাড়িপা চলিয়া গেল মেহেরকুল নগর ॥"

এইরূপে পাটিকাও মেহেরকুলের ঐক্যসাধনদ্বারা মাণিকচন্দ্রের মেহেরকুল এবং গোবিন্দচন্দ্রের পাটীকারা যে ত্রিপুরায় সংস্থিত ছিল, তাহাতে কোনও সংশয় থাকিতে পারে না।

১০। ত্রিপুরার সহিত সিদ্ধনাথদিগের সম্পর্কের বিশেষ নির্ভরযোগ্য বর্ত্তমান প্রমাণ।

"ময়নামতীর গান" ও "মীনচেতন" পুস্তক দুইটীর আলোচনা করিলে, উক্ত পুস্তকদ্বয়ের মধ্যে যে সিদ্ধদিগের কাহিনী বর্ণিত আছে, তাঁহারা যে ত্রিপুরারই সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন, তাহার যথেষ্ট আভাসই পাওয়া যায়। এই দুই পুস্তকই ত্রিপুরা হইতে উদ্ধার হইয়াছে। সুতরাং উভয়ের রচয়িতা যে ত্রিপুরাবাসী তাহা স্বতঃই বিশ্বাস হয়। ত্রিপুরাবাসীর রচিত বলিয়া এই দুই গ্রন্থেরই আখ্যানের সহিত ত্রিপুরার স্থান সকলেরই যোগ ত্রিপুরাবাসী গ্রন্থকারদ্বয় কর্ত্তৃক পরিকল্পিত হইয়াছে, এরূপ ধারণা সহজেই জন্মিবার কথা। সম্ভবতঃ এইরূপ সংস্কারই সাহিত্য সমাজে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। তাহাতেই গ্রন্থদ্বয়োক্ত স্থান সকলের প্রতি ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিকদিগের সোৎসুক দৃষ্টি এখনও আকৃষ্ট হয় নাই। এমন কি "ময়নামতী গানের" ও "মীনচেতনের"

সন্দেহ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আমরা এতৎপ্রসঙ্গে যে আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছি, তাহাতে প্রাগুক্ত ভ্রান্তসংস্কার সকলের যে নিরাস হইবে, তৎসম্বন্ধে আমাদের একান্তই ভরসা আছে।

আমরা আলোচনার জন্য ত্রিপুরার গ্রন্থকার রচিত কোন গ্রন্থের সাহায্য না লইয়া, প্রথমে ভিন্ন জিলাবাসীর রচিত গ্রন্থেরই সাহায্য গ্রহণ করিব। "মীনচেতনের" উপাখ্যান সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করিয়াই ভিন্ন গ্রন্থকারকর্ত্তৃক "গোরক্ষবিজয়" নামক এক প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। তাহা চট্টগ্রামের খ্যাতনামা প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ অনুসন্ধানকারী ও সংগ্রহকারী সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ কর্তৃক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি গ্রন্থকারকে চট্টগ্রাম বাসী মুসলমান বলিয়াই প্রমাণিত করিয়াছেন। ইহাতে ত্রিপুরা সম্বন্ধে অতীব মূল্যবান্ নূতন তথ্যই সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

"গোরক্ষবিজয়ের" প্রথমেই সিদ্ধাদিগের প্রসঙ্গে এইরূপ কবিতা পাওয়া যায়:—

"তবে মনে চিন্তিলেক গাভুর সিধাই।
এমন কামিনা যদি ভজে মোর ঠাই॥
তার লাগি যদি জাএ হাত পাও কাটা।
তথাপিহ হই আমি সাল্লবানের বেটা॥" ২১ পৃঃ

শেষ দুইটী পংক্তির পাঠান্তরও এই খানেই উদ্ধৃত হইল:—

"তবে জান হই আমি সালবান্ বেটা।"
"তথাপিঅ হই আমি সাল বানার বেটা॥

উপরি উল্লিখিত "সাল্লবান্" বা "সালবান্" যে ত্রিপুরার একজন

রহিয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই জানিতে পারা যায়। যে লালমাই পর্ব্বতের অংশভূত ময়নামতী পাহাড়ের সহিত প্রসিদ্ধা রাণী ময়নামতী এবং গোরক্ষনাথ, হাড়িপা প্রভৃতি নাথ যোগীদিগের স্মৃতি সংগ্রথিত রহিয়াছে, সেই লালমাই পর্ব্বতেই সালবানের নামে গ্রাম, দীঘি ও বাড়ীর নিদর্শন বর্ত্তমান থাকিয়া, তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তির পরিচয় এখনও প্রদান করিতেছে। এতৎসম্বন্ধে মদীয় প্রিয়ছাত্র "ময়নামতী গানের" অন্যতর সম্পাদক শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত স্বয়ং এতদঞ্চলের অধিবাসীরূপে এবং নিজের অনুসন্ধানদ্বারা আমাকে যে সংবাদ প্রদান করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে তুলিয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি:—

"কুমিল্লা হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে লালমাই পাহাড়ের পূর্ব্ব উপকণ্ঠে একটী গ্রাম অদ্যাপি শালবান্‌পুর নামে পরিচিত হইতেছে। এই গ্রামে সিকি মাইলেরও অধিক দীর্ঘ একটী দীর্ঘিকা শালবানের দীঘি নামেই পরিচিত। এই দীঘির পশ্চিম পার্শ্বে, ইষ্টক প্রাচীরে বেষ্টিত ধ্বংশপ্রাপ্ত একটী বাসভবনের চিহ্নাদি বর্ত্তমান আছে। এই বাসভবন শালবান্ ও হাড়িপা সিদ্ধার বাড়ী বলিয়া জনশ্রুতি ও নানা উপকথা প্রচলিত আছে।" *

---

* শালিবাহন নামে মালবের বিক্রমাদিত্যের পৌত্র এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। শালবান্, শালিবাহন নামেরই অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। ভর্ত্তৃহরি ও, মালবের রাজা ছিলেন ও রাণী ময়নামতীর ভ্রাতা ছিলেন। তিনিই সন্ন্যাসী হইয়া সিদ্ধা হাড়িপা নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। মালবের রাজারা লালমাই অঞ্চলে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং তথায় মালবরাজবংশের স্মৃতিচিহ্ন থাকা বিশেষ সম্ভবপর। ভোজের আখ্যানে (৪নং প্রবন্ধ) যে নাথোপাসক 'যোগী' 'কাপালিকের' উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সিদ্ধনাথ দিগের ধর্ম্ম বিকাশের প্রথম ইতিহাস সুন্দর সূচিত হইয়াছে। কাপালিক শৈব সাধক এবং যোগ তাহার সাধন মার্গ। কাপালিকের ইষ্টদেবতা 'নাথ' বলিয়া নির্দ্দেশিত

চৌরঙ্গীনাথ নামক প্রসিদ্ধ সিদ্ধার বাড়ী ও যে লালমাই পর্ব্বতের শালবান্‌পুরেই ছিল, তাহাও ঐ পত্র হইতেই জানা যায় :—

"ব্রহ্মাযোগী নামে অপ্রকাশিত একখানা প্রাচীন পুথির বর্ণনামতে জানা যায় ৮৪ সিদ্ধার অন্যতম প্রধান সিদ্ধা চৌরঙ্গীনাথ ও এই গ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন। ব্রহ্মাযোগী আমার নিকট আছে। আমি ঐ অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়াদিলাম :—

"চারি সিদ্ধা আলাপন হৈল স দিনে।
জেন মতে মৌতৃপেঠে হইল জন্ম মীনে ॥
জেন মতে চৌরঙ্গী গেল শালবান্ নগরে ॥"

রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর "শূন্যপুরাণে" ইহাদের উল্লেখ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"শূন্যপুরাণেও দেখিতেছি ধর্ম্মপূজার যজ্ঞে মনীনাস, (হাড়ী) সিদ্ধা, চৌরঙ্গিনাথ ভোজন করিয়াছিলেন।" প্রবাসী ভাদ্র ১৩৩৪। "ধর্ম্মের গান কত কালের ?" ইহাতে তাঁহারা যে সমসাময়িক ও তদানীন্তন কালে, প্রভূত প্রভাবশালী ছিলেন, তাহাই সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হয়।

গোরক্ষবিজয়ে কাহ্না বা কানুপা ও গোরক্ষ নাথের মধ্যে যে কথোপকথন আছে, তাহাপে গোরক্ষ নাথ কানুপার গুরু হাড়িপা সম্বন্ধে এইরূপ সংবাদ প্রদান করিতেছেন :—

সম্প্রদায় বৌদ্ধভাবাপন্ন হইলেও যে মূলতঃ শৈবতান্ত্রিকপন্থী ছিলেন, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় এবং তান্ত্রিক ধর্ম্ম যে কি প্রকারে ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মকে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। নাথযোগীর মালবের উপর প্রভাব হইতে মালবরাজ ভর্তৃহরি কিরূপে নাথ মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং মেহেরকুলে মালববংশের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ২ তথায়ও পরে পাটিকারায় যে নাথ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়, ইত্যাদি রহস্য আশ্চর্য্যরূপেই

"কান্থার বচন শুনি গোর্খে বলিলেক রোষে।
আপনা না জান তুহ্মি মোকে বোল কিসে॥
তোর গুরু বন্দি হৈছে মেহারকুল দেশ।
নিশ্চয় জানম মুই তাহার উদ্দেশ॥
মেহারকুলেতে আছে জ্ঞানী এক জানি।
মৈনামতী নাম তার রাজার ঘরিণী॥
তার পুত্রে গুরু তোর বান্ধিয়া রাখিল।
মাটির করিয়া ঘর তাহারে থুইল॥
হস্তী যেন বান্ধি রাখে তাহার উপর।
নিরন্তর থাকে সিদ্ধা মাটির ভিতর॥"

এখানে ময়নামতী যে ত্রিপুরার মেহেরকুলেরই রাণী ছিলেন এবং হাড়িপা যে এই মেহেরকুলেই বাস করিতেন এবং পরে রাণী ময়নামতীর পুত্র কর্ত্তৃক তথায় বন্দীও হইয়াছিলেন, এই সমস্ত তথ্যই আমাদের গোচর হইতেছে। ইহার মধ্যে হাড়িপা যে মাটির নীচে গর্ত্তমধ্যে বদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তদুপরি হাতী বাঁধা থাকিত, ইহাই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার। হরিদাস সাধুর গর্ত্তমধ্যে চল্লিশ দিবস সমাধির কথা যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের নিকট ইহা অসম্ভাব্য বলিয়া অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে না। সে যাহা হউক এখনও যে ময়নামতী পাহাড়ে একটী সুড়ঙ্গ থাকার কথায় এই ব্যাপারের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তাহা প্রকৃত ইতিহাসেরই বিষয়। এই সুড়ঙ্গ সম্বন্ধে আমার ছাত্র আমাকে যে সংবাদ দিয়াছেন তাই এই :—

"ময়নামতীশৃঙ্গে ত্রিপুরা মহারাজের একটী সুরম্য বাংলা আছে। ঐ গৃহের ৫।৬হাত পূর্ব্বে একটি সুড়ঙ্গ ছিল। প্রবাদ এই—সুড়ঙ্গপথে ময়নামতী ও তাঁহার দীক্ষা গুরু গোরক্ষনাথ মহা প্রস্থান করেন।

তাহারা সুড়ঙ্গ পথ হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। প্রায় ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে এই সুড়ঙ্গটী বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।”

“ময়নামতী গানের” পাদটীকায় এই সুড়ঙ্গ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত মর্ম্মেরই মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে :—

“ময়মামতী যে গুহার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিলেন এবং অমর হইয়া তথায় অদ্যাবধি তপস্যায় রত আছেন বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস এখনও সেই গুহা ময়নামতীর টিলায় প্রদর্শিত হইয়া থাকে।” ময়নামতীর গান ২য় সংস্করণ—২৭পৃঃ।

গোরক্ষনাথ, মীননাথের সন্ধানে ‘কদলীতে’ যাইয়া মীননাথের আবাসের নিকট যে সুন্দর জলাশয় দেখিতে পান, গোরক্ষ বিজয়ে তাহার এইরূপ বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে :—

“উত্তম পুস্কর্ণি দেখে সুনির্ম্মিত জল।
হংস চকোর চরে মৃণালের ফুল॥
চারি পাড়ে নানাপুষ্প পরম সুন্দর।
আম কাঠোয়াল আর নারিকল॥
তাল খাজুর, আর নানাবর্ণ ফুল।
তাহার উত্তর পাড়ে উত্তম বকুল॥”

কদলী বা কদলী দেশের সংস্থান “গোরক্ষবিজয়” সম্পাদক বা “মীনচেতন” সম্পাদক, কেহই সন্তোষজনকরূপে প্রমাণিত করিতে পারেন নাই। আমরা এসম্বন্ধে আনুসঙ্গিক যে প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে কদলীর স্থান নির্ণয়ের বিশেষ সহায়তাই হয়।

ত্রিপুরার মহারাজের স্বাধীনরাজ্যের অন্তর্ভূত সিধাই নামক একটী তহশীলথানা আছে। উহা ত্রিপুরার উত্তরে সংস্থিত। এই সিধাইথানা

এখনও পরিচিত রহিয়াছে। "গোরক্ষবিজয়ে"র যে কবিতা আমরা প্রথমেই উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে সিদ্ধানামের অপভ্রংশে আমরা 'সিধাই' পাইয়াছি। সুতরাং 'সিধাই' স্থানটীর যে সিদ্ধার নামানুসারে নাম করণ হইয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতেছে না। 'সিদ্ধার দীঘি' নামের সহিত যে 'সিদ্ধা' শব্দের যোগ আছে, তাহাতেও 'সিধাই' যে 'সিদ্ধারই' রূপান্তর তাহার সুস্পষ্ট আভাসই বিদ্যমান। এই স্থানের একটী প্রচলিত প্রবাদও ইহার সমর্থন করে। প্রবাদ এই যে, "এইস্থানে এক সময়ে বন-কামলারা কাজ করিতে আসে। তাহারা কাজ করিতে করিতে হঠাৎ এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসীকে ধ্যানস্থ দেখিতে পায়। তাহাদিগের কোলাহলে ধ্যানভঙ্গ হইলে সন্ন্যাসী তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া তথা হইতে চলিয়া যান।"

এই সন্ন্যাসীই মীননাথ বা তাঁহার কোন শিষ্য বিশেষ বলিয়া আমাদের নিকট অনুমিত হয়। দেবীর শাপে মীননাথ উত্তরদিকে যাওয়ার কথা আছে—"উত্তরে মীনাই।"*

---

* "ময়নামতীর গানে" সিদ্ধদিগের দুইটী সাধনস্থান সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

> "আস্তমাটী আছে কিছু মেহেরকুল নগর।
> আর আছে আস্ত মাটী তরপের দেশ॥"

ইহাতে ত্রিপুরার মেহেরকুল ও শ্রীহট্টের তরপে প্রধান সাধন স্থল ছিল, পরিষ্কারই বুঝাযায়। মেহেরকুল গোরক্ষনাথের সাধনক্ষেত্র হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণই পাওয়া গিয়াছে। তরপে সম্ভবতঃ মীননাথের সাধনক্ষেত্র ছিল। শ্রীহট্টের তরপ পরগণা ত্রিপুরারই উত্তর সীমান্তবর্ত্তী। সিধাইতে যে সিদ্ধার নিদর্শন পাওয়া যায় তাহাও ত্রিপুরারই উত্তর সীমান্তস্থিত। সুতরাং তরপের সিদ্ধ স্থানকে সিধাইর

ইহাতে এই সিধাই নামক স্থানে মীন নাথ আগত হইয়াছিলেন, ইহা অসম্ভাব্য বোধ হয় না। কদলীর দেশ, কদলী বহুল স্থান বলিয়াই আমাদের নিকট বোধ হয়। শ্রীহট্ট প্রদেশে এখনও নানাবিধ কদলী উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রীহট্ট ত্রিপুরারই উত্তরে। সিধাই এখনও শ্রীহট্টেরই অন্তর্গত। শ্রীহট্টের দক্ষিণ ও পূর্ব্বভাগেই উপাদেয় কদলীর প্রাচুর্য্য দেখা যায়। সুতরাং সিধাইকে 'কদলী' বলিয়া মনে করা অসঙ্গত হয় না।

পরিশেষে আমরা "ময়নামতীর গানের" কয়েকটী বর্ত্তমান নিদর্শনের কথা বলিয়াই, আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিব।

"ময়নামতীর গানে" সাগর দীঘির উল্লেখ পাওয়া যায় :—

"সাগর দীঘির মধ্যে স্নান কর গিয়া।" ১৯ পৃঃ

এই দীঘি সম্বন্ধে আমার ছাত্র লিখিতেছেন :—

"ময়নামতী শৃঙ্গের পূর্ব্বে "ময়নামতীর গানের" বর্ণিত সাগর দীঘি ও গোমতী নদী॥"

গোপীচাঁদ সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ যখন হাড়িপার অনুসরণ করিতে ছিলেন, তখন পথশ্রমে ক্লান্ত হইলে, তাহার পথকষ্ট লাঘব করিবার জন্য হাড়িপার আদেশে এক জাঙ্গাল নির্ম্মিত হয় বলিয়া ময়নামতীর গানে বর্ণিত হইয়াছে :—

"সিদ্ধাএ বোলে দৈত্যবর মোর আজ্ঞাপরে।
সুরিপু যাইতে এক জাঙ্গাল দেও মোরে॥
হাড়িপার আজ্ঞা যদি দৈত্যগণ পাইল।
আজ্ঞা অনুরূপ এক জাঙ্গাল বান্ধিল॥"

ময়নামতীর গান, ২য় সংস্করণ, ২০ পৃঃ।

ত্রিপুরার ইতিহাস লেখক বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ তদীয় "রাজমালায়" ইহাকে "হারিপার জাঙ্গাল" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দৈত্য কেবল জাঙ্গাল বান্ধিয়াছিল তাহা নহে, পরন্তু দীঘিখনন ও করিয়াছিল। আমার ছাত্র আমাকে জানাইয়াছেন যে, লালমাই পর্ব্বতে "দুত্যার দীঘি" নামে একটী দীঘি আছে :—

"এই পাহাড়ের সর্ব্ব দক্ষিণ শৃঙ্গে চণ্ডী মন্দির। পাশাপাশি দুইটী মন্দিরই অবস্থিত। বোধ হয় একটীতে শিব ও অপরটীতে চণ্ডী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহারই নিকট দুত্যার দীঘি॥" দুত্যা যে দৈত্যেরই অপভ্রংশ তাহাতে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। এখানে যেমন দুত্যার দীঘির উল্লেখ আমরা পাইলাম, তেমনই আমারই ছাত্রের পত্রে পূর্ব্বলালমাই পর্ব্বতে হাড়িপার নামে পরিচিত দীঘির উল্লেখও আমরা পাইয়াছি। এইরূপে হাড়িপা ও দৈত্যসংস্রবের স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বোক্ত শৃঙ্গটী চণ্ডীমুড়া বলিয়াই বোধ হয় পরিচিত। "মীন চেতনে" আমরা যে দুর্গাদেবীর প্রভাবের আভাস প্রাপ্ত হই, চণ্ডী মন্দির ও চণ্ডীমুড়ায় তাহা বিশেষ রূপেই সুপরিস্ফুট।

সাক্ষাৎ নিদর্শন না হইলেও, এতৎপ্রসঙ্গে একটী আনুষঙ্গিক নিদর্শনের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি। এই নিদর্শণের কথা আমার ছাত্রের পত্র হইতেই গৃহীত হইল :—

"মুদ্রিত "গম্ভারা" গ্রন্থে দেখিতে পাই, হাড়িপা বর্দ্ধমানে বল্লুকা নদীর তটে প্রথম ধর্ম্মপূজা প্রবর্ত্তন করেন। মুদ্রিত "ধর্ম্মপূজা বিধান" গ্রন্থে দেখিতে পাই বাউড়া দেবী ধর্ম্মপূজার পুষ্প উপহার পাইয়া থাকেন। ময়নামতীর ৪৫ মাইল দূরে বাউড়া নামে একটী গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে বাউরা দেবীর একটী ইষ্টক নির্ম্মিত দেউলও ছিল। উক্ত দেউল এখন ভগ্ন। কোন বিগ্রহ থাকিলেও তাহা প্রকাশ নাই। স্থানীয়

লালমাই পাহাড়ের সহিত মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের স্মৃতি যেমন স্থানীয় জনপ্রবাদে রক্ষিত হইয়াছে, তেমনই তাঁহাদের অধিষ্ঠানের ভগ্নাবশেষের মধ্যেও রক্ষিত হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে আমার ছাত্রের পত্রে লিখিত হইয়াছে :—

"টপ্‌কামুড়ার প্রায় ৩০০ হাত উত্তরে দাউদকান্দী রাস্তারও উত্তরে মুরাদ নগর রাস্তার পশ্চিমে লালমাই পাহাড়ের সর্ব্বোত্তর শৃঙ্গের উপর ভগ্ন ও ভূপ্রোথিত ইষ্টক প্রাচীরে বেষ্টিত প্রায় ½ মাইল্ দীর্ঘ বাসভবনের ধ্বংশাবশেষ বর্ত্তমান আছে। চিরাগত কিংবদন্তী এই বাসভবনই গোবিন্দচন্দ্র ও মাণিকচন্দ্রের ছিল। এই বাড়ীর পূর্ব্বাংশে একটী সুবৃহৎ সরোবর আছে।"

এই বাসভবনের ভগ্নাবশেষ হইতে হরগৌরীও অন্যান্য দেবমূর্ত্তি ও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা উল্লেখ করিয়া আমার ছাত্র লিখিতেছেন :—

"গোবিন্দচন্দ্র ও মাণিকচন্দ্রের বাসভবনের নিকট প্রাপ্ত কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত অতি ক্ষুদ্র একটী হরগৌরী মূর্ত্তি আমার নিকট আছে। পাটিকারা পরগণায় এই কয় বৎসরের মধ্যে বহু প্রস্তর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।"

হরগৌরীমূর্ত্তিতে তৎকালের ধর্ম্মভাবের সুন্দর নিদর্শনই যেন প্রতি ফলিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে শৈব ও শাক্ত ধর্ম্ম সমন্বয়ের প্রমাণই আমরা প্রাপ্ত হই। 'মীনচেতনে' এই শৈব শাক্ত ধর্ম্মের সম্মিলনেই বৌদ্ধধর্ম্মের উপর বিজয় প্রথ্যাপিত হইয়াছে। সুতরাং এই যুগল মূর্ত্তিতে তদানীন্তন ধর্ম্মের ইতিহাস যে সুন্দররূপেই মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। লাউসেন বঙ্গের একজন বিখ্যাত রাজা, তিনি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধকাব্য "শূন্যপুরাণের" প্রণেতা রামাই পণ্ডিতের শিষ্যছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা প্রাপ্ত হইলেও কালী

রামাই পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন এবং ধর্ম্মপূজায় তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি ময়নাগড়ে ধর্ম্মঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন। ময়নাগড়ে তিনি রঙ্কিনীনামে কালী এবং লোকেশ্বর নামক শিবমন্দিরও প্রতিষ্ঠা করে।" বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম সম্মিলনের ইহা একটী বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নিদর্শন।

আমার ছাত্রেরই পত্রে অপর একটী হরগৌরীর যুগলমূর্ত্তির আবিষ্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ—

"১৮৭৫ খৃঃ অব্দে পাহাড়ের উপর দিয়া একটী রাজপথ নির্ম্মাণকালে এইস্থান হইতে রণবঙ্ক নামীয় তাম্রশাসন ও পিত্তল নির্ম্মিত হরগৌরীর যুগলমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল।"

এই প্রকারে শৈব শাক্ত ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হওয়াতেই এককালে যেমন সিদ্ধ পুরুষগণ ত্রিপুরায় আসিয়াই আপনাদের সাধনক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তীকালেও তেমনই এখানে আসিয়াই সাধকগণ অধিষ্ঠিত হইতেন। ইহার প্রমাণ আমার ছাত্রের পত্রেই রহিয়াছে ঃ—

"প্রায় সাতপুরুষ পূর্ব্বে গগন নামে এক সাধুপুরুষ (৮৪ সিদ্ধার অন্যতম গগনপা কি না বলিতে পারি না) বর্দ্ধমান হইতে আসিয়া লালমাই পাহাড়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এস্থানে তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি ও শিষ্যানুশিষ্য বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে, ত্রিপুরার বর্ত্তমান রাজবংশের কোন নরপতি তাঁহাকে তলব দিয়া আগড়তলা নেন। রাজাদেশে তাঁহার ক্ষমতা পরীক্ষা করিতে, তাঁহাকে হাওরা নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। সপ্তম দিবসেও ছালাবদ্ধাবস্থায় জীবিত দর্শনে, ত্রিপুরেশ্বর লালমাই পাহাড়ে তাঁহাকে বিস্তর ভূমি নিষ্কর প্রদান করেন। এই সাধুর উদ্দেশে আরও কতকগুলি কার্য্য সাধনের ভার নারায়ণবংশের উপর অর্পিত হয়। নারায়ণবংশ লালমাই

পাহাড়ে বর্ত্তমান দাউদকান্দী রাস্তার লাগ দক্ষিণে একটী অতি বৃহৎ সরোবর খনন করেন। উহা নারায়ণসারের দীঘি বলিয়া পরিচিত। এই গ্রামটীও নারায়ণসার বলিয়া পরিচিত। এই সকল ব্যাপারে নারায়ণবংশ সাধুর উপর প্রতারণা করায় এই নারায়ণবংশ অভিশপ্ত হয়। এই নারায়ণসার গ্রামে এখনও এই সাধুর অনুশিষ্য ২।১ ঘর লোক বাস করিতেছে। আমি তাঁহাদের নিকট এ সকল কথাই শুনিয়াছি। এই সাধুর ব্যবহৃত প্রায় ১ হাত লম্বা এক জোড়া পাদুকা আজ সাতপুরুষ পর্য্যন্ত এক গৃহে পূজিত হইতেছে। নারায়ণসারের নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মসার গ্রামের ব্রহ্মসারের দীঘির উত্তরদিকে ভূগর্ত্ত হইতে উত্থিত প্রস্তর নির্ম্মিত কাণফোড়া ২টী দেবমূর্ত্তি ঐ পাদুকা সেবীর গৃহেই পূজিত হইতেছে।"

নাথ সিদ্ধদিগের সম্বন্ধীয় এরূপ অপরিমিত সাক্ষাৎ ও পরম্পরা নিদর্শন সকল বর্ত্তমান থাকিতে, ত্রিপুরাকে নাথ যোগীদিগের কাহিনীর ও তাঁহাদিগের শিষ্য ও অনুচর রাণী ময়নামতী ও তৎপুত্র রাজা গোপীচাঁদের উপখ্যানের প্রধান লীলাস্থল বলিয়া গ্রহণ করিতে যে ঐতিহাসিক সমাজে মতদ্বৈধ হইবে না, তাহা আমরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিতে পারি।* (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

---

* সিদ্ধনাথদিগের প্রভাব প্রতিপত্তি সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এইরূপ মন্তব্য সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন :—"যে শৈবকৌল যোগীগণ সারা ভারতে ও তাহার বাহিরে বাঙ্গালার মহিমা গাহিয়াছে, আমরা তাঁহাদিগকে যুগী বলিয়া উপেক্ষা করিতেছি, যে সিদ্ধপুরুষেরা সমস্ত এসিয়ায় সে দিনও ভারতের শৈব ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা এখন বিস্মৃতি সলিলে মগ্ন"—প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ বাং সিদ্ধ নাথগণের দ্বারা বাঙ্গালার মহিমাই যদি প্রখ্যাপিত হইয়া থাকে তবে

১১। বঙ্গ-সাহিত্যে ত্রিপুরার গৌরব।

(ময়নামতীর গান ও রাজমালা)

বঙ্গসাহিত্যের মূলউৎস কোথা হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সন্ধান করিলে, ত্রিপুরার সহিত ইহার যেরূপ যোগ দেখিতে পাওয়া যায়, আর কোনও স্থানের সহিত সেরূপ যোগ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া আমাদের মনে হয় না। বঙ্গভাষার সাহিত্যে পরিণতি সাধারণ লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন হইতেই হয়। সেই উপদেশ শৈবযোগীদিগের উপদেশ। প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নাথ সম্প্রদায় নামে এক সাধক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব আমাদের দেশে হয়। তাঁহারা তান্ত্রিক বৌদ্ধ প্রণালীতে সাধনা করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ যেমন চলিত পালিভাষায় প্রদান করা হইত, তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধকের উপদেশ ও তেমনই আমাদের কথিত বাঙ্গালাভাষায় প্রদত্ত হইত। এই সমস্ত উপদেশ দোঁহা বা ছড়ার আকারে ব্যক্ত হইত। ইহাকেই বঙ্গসাহিত্যের প্রথম অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে। নাথ সম্প্রদায়ের প্রথম প্রবর্ত্তক মাননাথের এরূপ একটী প্রবচন বা ছড়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, নেপাল হইতে আনীত হাজার বছরের বাঙ্গালা পুঁথিতে পাইয়াছেন। সেই ছড়াটী এই—

"কহংতি গুরু পরমার্থের বাট।
কর্ম্ম কুরংগ সমাধি কপাট॥
কমল বিকাসত কাহছন যমরা।
কমল মধু পিবিবি ধোঁকেন ভমরা॥"

তাহাতে বাঙ্গালার মধ্যে ত্রিপুরার গৌরবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রখ্যাপিত হইয়াছে

সিদ্ধপুরুষদিগের এই সমস্ত ধর্ম্মবিষয়ক বাঙ্গালা ভাষার ছড়ার * এরূপই প্রতিপত্তি হইয়াছিল যে, এইগুলি বঙ্গদেশ ছাড়াইয়া কেবল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে নহে, পরন্তু সমগ্র এসিয়া মহাদেশেই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এতৎ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় মহাশয় যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য :—

"কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নেপাল হইতে হাজার বৎসরের যে সকল বাঙ্গালা পুঁথি আনা হইয়াছে, তাহাতেও দেখা যায়, বাঙ্গালার গান, বাঙ্গালার ছড়া, বাঙ্গালার দোঁহা এককালে তর্জ্জমা হইয়া এসিয়ার দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা আদর করিয়া বাঙ্গালার সিদ্ধ পুরুষদের উপদেশ শুনিত, দেবতা বলিয়া তাহাদের পূজা করিত। তাঁহাদের 'প্রতিমা গড়াইয়া মন্দিরে মন্দিরে' রাখিত, তাঁহাদের নামে যাত্রা উৎসব করিত, তাঁহাদের গানগুলি, ছড়াগুলি, দোঁহাগুলি নিজ নিজ ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া, বিহারে ২ রাখিত, যত্ন করিয়া পড়িত, পড়াইত। সুতরাং বাঙ্গালাভাষার ও বাঙ্গালাজাতির একটা শক্তি ছিল, যাহাতে শুধু প্রতিবেশীদের নয় দূর দূরান্তরের লোককেও মোহিত করিতে পারিত।" ত্রিপুরা সাহিত্য পরিষদের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির সম্বোধন। †

---

* গোরক্ষনাথের প্রচলিত একটী বাঙ্গালা ছড়াও এখানে উদ্ধৃত হইতেছে, ইহা মীননাথের ছড়ারই ন্যায় গভীরার্থক, অথচ অধিক প্রাঞ্জল :—

"গজ বাঁধিয়া রাজা পবন বাঁধিয়া যোগী।
ধান্য বাঁধিয়া গৃহস্থ বিন্দু বাঁধিয়া ভোগী॥" বিশ্বকোষে উদ্ধৃত।

মীননাথের ছড়ায় "সমাধির" কথা ; এখানে সংযম ও যোগের কথা॥

† সিদ্ধদিগের সাধনা কি ধরণের ছিল, ময়নামতীর গানের হাড়িপা সম্বন্ধে একটী বাক্য হইতেই, তাহা, সহজে অনুমিত হইতে পারে :—"হাড়ি নহে হাড়িপা বাউল

মীননাথ যে নাথ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ছিলেন, সেই নাথ যোগীদিগের অভ্যুদয় প্রায় খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"একজন রুষ পণ্ডিত বলিয়াছেন নাথেরা খৃঃ ৮০০ বছরের কাছাকাছি প্রবল হইয়া উঠে।" ঐ

নাথ যোগীদিগের প্রবর্ত্তক মীননাথের জীবন অবলম্বন করিয়া "মীনচেতন" নামে একখানা কাব্য রচিত হইয়াছিল। তাহা ত্রিপুরার ময়নামতীর নিকট আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ঢাকা সাহিত্য পরিষৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতে মীননাথ যে ত্রিপুরার ময়নামতীর অঞ্চলে ছিলেন এবং এতদঞ্চলেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাই

ইহাতে সিদ্ধগণ অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের সাধক ছিলেন, তাহাই বুঝিতে পারা যায়। "বাউল" বিশেষণ দ্বারা, সিদ্ধগণ যোগমার্গের সাধক ছিলেন, ইহাই প্রতীয়মান হয়। "বাউল" শব্দ "বায়ু-ল" শব্দেরই অপভ্রংশ। 'লা' ধাতুর অর্থ গ্রহণ। যাঁহারা বায়ু শ্বাসদ্বারা গ্রহণ করতঃ তাহা বোধ করিয়া সাধন করে, তাহারাই "বাউল।" "বাউল" যে নাথ সিদ্ধ সম্প্রদায়েরই নাম ছিল, বাউল সম্প্রদায়ের উৎপত্তির এই প্রথম ইতিহাসের আভাসই এখানে পাওয়া যাইতেছে। শিবই যোগের আরাধ্য দেবতা, শিবই ব্রহ্মরূপে নাথদিগের দ্বারা আরাধিত হইতেন। শিবের সাধকরূপেই নাথ সিদ্ধগণ হিন্দুধর্ম্মের সহিত তান্ত্রিক অর্থাৎ মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের সমন্বয় সাধনে প্রধান পাণ্ডা হইয়াছিলেন। সুতরাং বাঙ্গালার ধর্ম্ম সংস্কারে নাথ সিদ্ধদিগের স্থান অতি উচ্চে। ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তান্ত্রিক ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের সম্মিলনের স্পষ্ট নিদর্শনই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সময়কার (৮ম শতাব্দীর) জাভা, কম্বোজ, সুমাত্রার মহাসনে বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে শৈবও তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম্মের অদ্ভুদ সংমিশ্রণ দেখিতে পাই।" প্রবাসী (১৩৩৩ বাং) আশ্বিন নবদ্বীপে ভারতীয় উপনিবেশ শ্রীযুক্ত বিধান রাজ চট্টোপাধ্যায় পি, এইচ, ডি ও শ্রীযুক্ত নীহার রঞ্জন রায় এম এ লিখিত ইহা নাথ দিগের প্রাদুর্ভাবের সময়, বৌদ্ধধর্ম্মের তান্ত্রিক সংস্কার ইহার পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়া ছিল বলিয়া বোধ হয়।

প্রমাণিত হয় বলিয়া আমরা মনে করি। কারণ মীননাথ অন্য কোথাকার লোক হইলে, অন্যস্থলেও তদীয় কীৰ্ত্তি-কথা গানে বা কাব্যে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যাইত। বিশেষতঃ ময়নামতী প্রদেশের রাণী ময়নামতী ও তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্রের ঘটনা লইয়া যে "ময়নামতীর গান" নামক কাব্য বিরচিত হইয়াছে, তাহাতে মীননাথের জীবন সম্বন্ধে যে আভাস রহিয়াছে, মীনচেতনের তাহাই আখ্যান বস্তু হইয়াছে। মীননাথ সম্বন্ধে এইরূপ প্রসঙ্গ ত্রিপুরা ব্যতীত অন্য কোথায়ও পাওয়া যায় বলিয়া আমরা অবগত নহি। সুতরাং তাঁহাকে ত্রিপুরার বলিয়া আমরা দাবী করিলে, অসঙ্গত হয় বলিয়া মনে করি না।

নাথ সম্প্রদায় হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত রাণী ময়নামতী ও তৎপুত্র গোবিন্দ-চন্দ্রের উপাখ্যান অবলম্বনে 'ময়নামতীর গান' নামে একটী কাব্য বাঙ্গালাভাষায় বিরচিত হইয়াছিল। এই কাব্যটী ঢাকা সাহিত্য পরিষদ্ হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে। মেহেরকুলের রাজা গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদের রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্যগ্রহণ, ইহাই কাব্যের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। গোপীচাঁদের বৈরাগ্য লোকদিগের এরূপই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল যে, তাঁহার আখ্যান ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। তিনি সুপ্রসিদ্ধ বিষয় বিরাগী রাজা ভর্ত্তৃহরিরই ভাগিনেয় ছিলেন। তাঁহার নাম ভর্ত্তৃহরিরই সহিত গ্রথিত হইয়া, পশ্চিমাঞ্চলে গীত হইয়া থাকে। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় গোপীচাঁদের আখ্যানের লোক-প্রচার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—

"হিন্দুস্থানীরা বলে তিনি যোগী ভর্ত্তৃহরির ভাগিনেয় ছিলেন। হিন্দুস্থানে গোপীচাঁদ ও ভরথরি নামে বই এখনও খুব চলিতেছে ; এই দুই নামে নাটক নভেলও খুব চলিতেছে। গোপীচাঁদ ও ভর্ত্তৃহরির পালাগান

উত্তরভারতে যেমন গোপীচাঁদের আখ্যান লোকের হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, দক্ষিণভারতেও যে তদ্রূপই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এসম্বন্ধে ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী তদীয় প্রবন্ধে এইরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন :—

"মারাঠী, হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় রাজা গোপীচাঁদ সম্বন্ধে শত শত কাব্য, নাটক, ছড়া ও গীত প্রভৃতি বিরচিত হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই ও পুনায় বাঙ্গালী গোপীচাঁদের ছবি বিক্রীত হইয়া থাকে। কাশী, ফয়জাবাদ, আহামদনগর, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে গোপীচাঁদ রাজার নাটক অভিনয় হইয়া থাকে। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে গোপীচাঁদের গল্প করিয়া অথবা তাঁহার জীবনের ঘটনা বিশেষের গল্প গান গাইয়া শত সহস্র লোক ভিক্ষা করিয়া থাকে।" * ময়নামতীগানের ভূমিকায় উদ্ধৃত।

পূর্ব্বাঞ্চলে আসামেও গোপীচাঁদের নাম কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। বিশ্বকোষে এতৎ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

"কামরূপের যুগী নামক নীচ শ্রেণীর লোকেরা আজিও "শিবের গীত" নামে এক প্রকার গান করে, তাহাতেই এই গোপীচন্দ্রের বিষয়বিরাগ ও তাঁহার শত স্ত্রীর খেদোক্তি অতি সরলভাষায় রচিত। ইহা গান করিতে দুই দিন লাগে।"

তিব্বত ও চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সাহিত্যেও গোপীচাঁদের উপাখ্যান স্থান পাইয়াছে :—

"মাণিকচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্রও ময়নামতীর কাহিনী তিব্বত ও চট্টগ্রামের বৌদ্ধ গ্রন্থেও বর্ণিত হইয়াছে।" বিশ্বকোষ।

বাঙ্গালার পুরাবৃত্তে লিখিত হইয়াছে :—

"পাল ও সেন রাজাদিগের সময়ে পুরাণ, মহাভারত পাঠ হইত। মনসার গীত, মাণিকচাঁদের গীত প্রভৃতি প্রচলিত ছিল।"

রাজা মাণিকচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্রের পিতা ও ময়নামতীর স্বামী। রঙ্গপুর তাঁহাদিগের রাজ্যভুক্ত ছিল, তাহাতেই রঙ্গপুরে তাঁহাদের বিষয় লইয়া "মাণিকচাঁদের গান" ও "গোবিন্দচন্দ্রের গীত" নামক কাব্য লিখিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী সময়ে যে ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য বিরচিত হইয়াছে, তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত আখ্যানেরই ছায়াপাত দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বকোষে এতৎ প্রসঙ্গে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"পিতা, পুত্র ও মাতার চরিত্র লইয়া বঙ্গভাষায় বহুতর কাব্য বিরচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রচলিত "মাণিকচাঁদের গান" ও দুর্ল্লভ মল্লিক রচিত "গোবিন্দচন্দ্র গীত" মাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। নানাস্থান হইতে যে বহুতর ধর্ম্মমঙ্গল বাহির হইয়াছে, তাহা উক্ত চরিত্রত্রয়ের আদর্শ লইয়া গ্রথিত।"

এইরূপে গোপীচাঁদের উপাখ্যান অবলম্বনে বঙ্গভাষায় ও ভারতের অন্যান্য ভাষায় বিপুল সাহিত্য গঠিত হইয়াছে, তাহারই আমরা স্পষ্ট প্রমাণ পাইতেছি। "ময়নামতীর গান" পাঠ করিলে ময়নামতী ও গোপীচাঁদের নিবাস স্থান যে "মেহেরকুল" ছিল, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকে না। যদিও তাঁহাদের নাম রঙ্গপুরের সহিতও বিশেষ ভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে, তথাপি আমরা দেখিতে পাই, তাঁহাদের মূলরাজ্য মেহেরকুলের পাটিকারাতেই অবস্থিত ছিল। রঙ্গপুর তাঁহাদের অর্জ্জিত বা বিজয়লব্ধ রাজ্য ছিল, তাহাতে তাঁহাদের অধিষ্ঠানও সাময়িক ছিল, নিয়ত ছিল না। ময়নামতী গানের ভূমিকায় ইহা

"মেহেরকুল পাটিকারায়ই যে গোপীচন্দ্রের রাজ্য ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন পুস্তকে মৃকুল এবং কোন কোন পুস্তকে পাটিকানগর এই নগরদ্বয়ের উল্লেখ হইয়াছে। শুকুর মহম্মদ মৃকুল লিখিয়াছেন। দুর্ল্লভচন্দ্র পাটিকা লিখিয়াছেন। রঙ্গপুরের গাথাগুলিতে শুধু বঙ্গ বলিয়া সারিয়া দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গ বলিতে যে প্রাচীনকালে পূর্ব্বাঞ্চলকেই বুঝাইত এবং বাঙ্গাল বলিতে যে, এখনও পূর্ব্বাঞ্চলবাসীদিগকেই বুঝায়, ইহা সকলেই জানেন॥"

এইরূপে গোপীচাঁদের মূলস্থান যখন ত্রিপুরায় বলিয়াই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তখন গোপীচাঁদের কীর্ত্তি কাহিনী যে তাঁহার স্বদেশেই প্রথম গীত হইবে, তাহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। "ময়নামতীর গানে" সেই কীর্ত্তি গাথার সুন্দর নিদর্শন আমরা প্রাপ্ত হই। এই "ময়নামতীরগান" যে গোপীচাঁদের আখ্যান-বিষয়ক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কাব্য ও বঙ্গ সাহিত্যের আদিযুগের রচনা, নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যে তাহা স্পষ্টরূপেই প্রকাশ পাইবে :—

"অধুনা প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে বৌদ্ধগান, শূন্য-পুরাণের গদ্য ভাগ, ময়নামতীরগান, সুভাষিত সংগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থ ব্যতীত চৈতন্যপূর্ব্ব প্রাচীন বাঙ্গালা কবিদিগের ভাষা আমাদের হস্তগত হয় নাই"—বাঙ্গালা ভাষার অভিধান—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত—ভূমিকা।

"ময়নামতীর গানে" গোপীচাঁদের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, রঙ্গপুর, কামরূপ প্রভৃতি অঞ্চলের কাব্য সকলে, তাহাই আদর্শরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। রঙ্গপুরের "মাণিকচাঁদের গান," "গোবিন্দচন্দ্রের গীত," কামরূপের "শিবের গীত" এই সমস্তই "ময়নামতী গানের" প্রতিচ্ছায়া মাত্র। এমন কি বৌদ্ধ কাব্য "ধর্ম্মমঙ্গল" পর্য্যন্ত "ময়নামতী গানের" ছাঁচেই ঢালা। এইরূপে বঙ্গ সাহিত্যের প্রথম আকৃতি ও প্রকৃতি

প্রদানে, ত্রিপুরা যে যথেষ্ট সাহায্যই করিয়াছে, তাহাই উপপন্ন হইতেছে।

বঙ্গ-সাহিত্যের প্রথম প্রবর্ত্তনে ত্রিপুরার সাক্ষাৎ সম্পর্কের অন্য একটী নিদর্শনের বিষয়ও এতৎ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় সুদূর প্রাচীন কাল হইতে, যযাতি বংশীয় দ্রুহ্যু সন্তানগণ রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের বংশানুবৃত্ত ধারাবাহিকরূপে রক্ষিত হইয়াছে। সেই বংশানুবৃত্ত বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়া, "রাজমালা" আখ্যালাভ করিয়াছে। এই রাজমালার রচনা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই হয়। সুতরাং ইহা বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারত এবং চৈতন্যচরিতামৃত অপেক্ষাও প্রাচীন। "ময়নামতী গানের" ন্যায় ইহা কাব্য নহে। ইহা পদ্যে রচিত ইতিহাস। "ময়নামতীর গানের" ন্যায় ইহা প্রচার লাভ করে নাই বা বঙ্গ-সাহিত্যের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করে নাই। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকবর স্বনামখ্যাত লংসাহেব, মাত্র কিছু কাল পূর্ব্বে ইংরেজীতে ইহার সার সঙ্কলন করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। "রাজমালার" প্রচার কম হইলেও, বঙ্গ-সাহিত্যে ইহার মূল্য কম নহে। ইহা বঙ্গ-সাহিত্যের অকৃত্রিম সম্পদ্। ইহা ছন্দোবদ্ধ প্রকৃত ইতিহাস। ইহাতে বঙ্গের সুপ্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাস উভয়েরই অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হইয়াছে।

উপরের আলোচনা হইতে "ময়নামতীর গান" ও "রাজমালা" ত্রিপুরার এই দুইখানা গ্রন্থই যে বাঙ্গালাভাষার আদি মৌলিক রচনা তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি। ইহাদের রচনায়ই যে কেবল মৌলিকত্ব আছে, তাহা নহে, ইহাদের বিষয়েও মৌলিকত্ব আছে। ইহাদের বিষয় প্রাচীন উপাখ্যানের অনুকীর্ত্তন নহে, ইহাদের বিষয় ত্রিপুরার

গান” ও “রাজমালাকে” আমরা বঙ্গভাষার আদি ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। ব্যাধ কর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চদম্পতীর একতর বধজনিত শোক হইতে যেমন আদি কবি বাল্মীকির শ্লোক বা কবিতা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল; গোপীচাঁদের করুণ জীবন কথা হইতেও তেমনই গাথা বা গীতি কবিতা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। পিতৃ আজ্ঞায় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া রামের বনবাস গমন ইহাই রামায়ণের মূল আখ্যান, মাতৃআজ্ঞায় রাজত্ব ও রাজভোগ ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ ইহাই ময়নামতী গানের মূল আখ্যান। রাম চরিত শ্রবণে এখনও লোকের মনে যেমন ভাবের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হয়, গোপীচাঁদের চরিত শ্রবণেও এখনও তেমনই লোকের মনে ভাবের উচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে “রাজমালাতে”ও মহাভারতেরই ন্যায় যযাতিরই বংশানু-কীর্ত্তন। মহাভারতেরই ন্যায় ইহাতে ঘটনাপরম্পরার সমাবেশ, যুদ্ধবিগ্রহাদির বিবরণ ও পুণ্যকীর্ত্তির কাহিনী। মহাভারতেরই ন্যায় ইহাতে বিষয় বাহুল্য ও বিষয় বৈচিত্র্য। বস্তুতঃ ইহার রচনার এরূপই গাম্ভীর্য্য, ওজস্বিতা ও পারিপাট্য আছে যে, তাহাতে কীর্ত্তিবাস ও কাশীরামের হৃদয়গ্রাহী প্রগাঢ় রচনার পূর্ব্বাভাসই যেন আমরা প্রাপ্ত হই।

বিশালকায় স্রোতস্বিনীর মূলের অনুসরণ করিয়া পর্ব্বতের ক্ষীণ উৎসে তাহার প্রথম আরম্ভ দেখা যায়। বর্ত্তমান বিপুল বঙ্গ-সাহিত্যের মূলানুসরণ করিলেও আমরা ত্রিপুরার পর্ব্বতেই ইহার প্রথম ক্ষীণ উৎস দেখিতে পাই। বর্ত্তমান বঙ্গকবির গীতিকবিতায় আজ জগৎ বিমোহিত। ত্রিপুরার গোপীচাঁদের প্রাচীন গীতেই আমরা বাঙ্গালাগাথার সেই শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হই। গোপীচাঁদের গানের শক্তি এখনও যে তিরোহিত হয় নাই, তাহার প্রমাণ আমরা উপরে পাইয়াছি।

গোপীচাঁদের নাম ও গান ভারতের সর্ব্বত্র যেরূপ সর্ব্বজন সমাদৃত হইয়াছে এবং এখনও ইহাদের প্রভাব যেরূপ জাজ্বল্যমান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বঙ্গবাসী মাত্রেরই যে এতদ্‌ভয়ই পরম গৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ গোপীচাঁদ ও গোপীচাঁদের গান, বঙ্গের খাঁটিজিনিসরূপে বঙ্গ-সাহিত্যকে যেরূপ গৌরব প্রদান করিয়াছে, এরূপ আর অন্য কিছুতেই, বোধ হয়, করিতে পারে নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নিজের ঘরের জিনিস বলিয়াই যেন বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যে ইহারা হতাদর হইয়া রহিয়াছে। সম্প্রতি মাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় "ময়নামতীর গান"কে এম্-এর পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া ইহাকে উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছে।

আমাদের দেশে অধুনা যখন পুরাতত্ত্বের এরূপ অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছে, তখন নিজের জিনিস নিজের চিনিয়া লওয়ার সময় অবশ্যই আসিয়াছে। গোপীচাঁদ ত্রিপুরার মেহেরকুল পাটিকারার রাজা ছিলেন। সুতরাং গোপীচাঁদ ত্রিপুরার আপন লোক। গোপীচাঁদের গানও ত্রিপুরার নিজস্ব রচনা। * এইরূপে বঙ্গ সাহিত্যে ত্রিপুরার প্রথমদান

---

* গোপীচাঁদের গানের জন্য এক নূতন বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভাবন হইয়াছিল। ইহার নাম গোপীযন্ত্র। ইহা বাউলদিগের একতারা নামে সাধারণতঃ পরিচিত (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গালা ভাষার অভিধান)। + নাথযোগীগণই প্রথম এই যন্ত্রযোগে গান করিত :—

"The Nathists similarly chanted their chronicles. It is interesting that their favourite instrument was named the Gopi-Yantra, after their hero, Gopichand." Forward, May 22, 1927.

সুতরাং যোগী গোপীচাঁদের বৈরাগ্যের গানই যে, প্রথম বাউল গান, এবং নাথ যোগীগণই যে প্রথম "বাউল সম্প্রদায়" এই তথ্যই আমরা এখানে লাভ করিতে পারি।

হইলেও, ইহা সামান্য দান নহে। কারণ এই দানের দ্বারা বঙ্গ সাহিত্য প্রাচীন সাহিত্য সমাজে বরণীয় হইয়াছে। এই প্রথম ও শ্লাঘ্য দানের গৌরব ত্রিপুরা প্রাপ্ত হইলে, ত্রিপুরার সাহিত্য গৌরবও সামান্য হয় না।

"রাজমালা", বঙ্গসাহিত্যের জন্য বঙ্গের নিভৃতকোণে যে মালা গাঁথিয়াছে, বঙ্গসাহিত্যে তাহার খবর কমই পহুঁছিয়াছে। বঙ্গসাহিত্য এই মালা পরিলে ইহার কখনই অগৌরব হইবে না।

সাহিত্য হিসাবে "ময়নামতীর গান" ও "রাজমালার" মূল্য অপেক্ষা, ইতিহাস হিসাবে ইহাদের মূল্য অনেক বেশী। ইহাদের মধ্যে যে অজ্ঞাত ঐতিহাসিক বিশেষসম্পদ্ নিহিত রহিয়াছে, বঙ্গের ইতিহাসে কেন, ভারতের ইতিহাসেও, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নহে।

হাড়িপা, বাউল ব্রহ্মজ্ঞানী॥" তাহাতেই নাথযোগীরাই যে, বাউল নামে অভিহিত হইত, তাহার স্পষ্ট সাক্ষ্যই পাওয়া যায়।

ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস

২য় ভাগের পরিশিষ্ট ।

১। "ধর্ম্মমঙ্গলের" ভোজ মহারাজ ।

(৪নং প্রবন্ধের প্রসঙ্গ) ।

ঘনরামের 'ধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যে মহারাজ ভোজের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ধর্ম্মঠাকুরের একজন প্রধান ভক্তমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। প্রথিতনামা সাহিত্যিক রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর সম্প্রতি "প্রবাসী" পত্রিকায় ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের কাল সম্বন্ধে আলোচনায় মহারাজ ভোজের বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"ঘনরামের মতে ধর্ম্মের অনুগৃহীত ও বিখ্যাত ভক্ত বার জন ছিলেন। (১) ভোজ মহারাজা······ (৬) হরিচন্দ্র রাজা······ (১২) লাউ সেন।

ভোজমহারাজা, ধর্ম্মেরআদ্যপূজা, মহারাজার যোগাযটায় দিয়াছিলেন। ভোজরাজা এত পুরাতন যে লোকে তাঁহার কীর্ত্তি ভুলিয়া গিয়াছিল। হয়ত বা "শূন্য পুরাণের" "আদ্যভুপতির" ধর্ম্মের দেহারা নির্ম্মাণে তিনি লক্ষ্য হইয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয় রাঢ় অঞ্চলের রাজা ছিলেন।" প্রবাসী (১৩৩৪) ভাদ্র "ধর্ম্মের গান কত কালে?"

মহারাজভোজের সহিত বৌদ্ধযোগীদিগের যোগ প্রদর্শনে আমরা যে প্রয়াস পাইয়াছি, ভোজের ধর্ম্মপূজায় তাহা সুস্পষ্টরূপেই নির্দ্দেশিত হয়। শ্রীযুক্ত যোগেশবাবু মহারাজ ভোজকে নিশ্চয় করিয়া রাঢ় অঞ্চলের রাজা বলিয়াছেন; কিন্তু কোন প্রমাণ দেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন;

কিন্তু লালমাই পাহাড়ে 'ভোজের দীঘি' 'ভোজরাজার কোট' এখনও সেই কীর্ত্তি স্মরণ করাইয়া দিতেছে। সুতরাং মহারাজ ভোজ, রাঢ়ের রাজা ছিলেন না বলিয়া লালমাই পাহাড়ের রাজা ছিলেন, তাহাই অধিক নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায়।

২। মহাত্মা যিশুখ্রীষ্টের সহিত নাথযোগীদিগের সংস্রব।

(১০নং প্রবন্ধের প্রসঙ্গ)।

খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় "সত্তরবৎসর" নামক "প্রবাসীতে" সম্প্রতি প্রকাশিত আত্মজীবনচরিত বিষয়ক প্রবন্ধে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রমুখাৎ শ্রুত বলিয়া নাথযোগীদিগের সহিত মহাত্মা যিশুখ্রীষ্টের যোগ সম্বন্ধে একটী বিশেষ কৌতুকাবহ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। আমরা এখানে প্রথমে তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি :—

"পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের মুখে একদিন শুনিয়াছিলাম, যে, তিনি একবার একদল যোগীসন্ন্যাসীদের সঙ্গে আরাবল্লী পর্ব্বতে গিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের যোগীদের "নাথ" উপাধি ছিল। ইঁহারা "নাথযোগী" বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতেন। ইঁহাদের সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে "ঈশাই নাথ" নামে এক মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনী এই "নাথযোগীদিগের" ধর্ম্ম পুস্তকে লেখা আছে। গোস্বামী মহাশয়কে একজন নাথ-যোগী তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে "ঈশাই নাথের" জীবনচরিত পড়িয়া শুনাইয়া ছিলেন। খৃষ্টীয়ানদের বাইবেলে যিশুখ্রীষ্টের জীবনচরিত যে ভাবে পাওয়া যায়, ঈশাই নাথের জীবনচরিত মোটের উপরে তাহাই।"

ইহার উপরে বিপিন বাবুর মন্তব্য এই :—

"বাইবেলে যিশুর যে জীবন-ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে দ্বাদশ

খবর মিলেনা। কেহ কেহ অনুমান করেন যে; এই সময়ের মধ্যে যিশু ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং তিনিই "নাথ-যোগী" সম্প্রদায়ের এই ঈশাই নাথ।" প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩৩ বাং।

খ্রীষ্টের জন্মভূমি পেলেষ্টাইনে (Palestine) Essene নামে এক সম্প্রদায়, যিশু খ্রীষ্টের পূর্ব্বেই বর্ত্তমান ছিল, ইঁহারা নাথ যোগীদিগেরই ন্যায় যোগী সম্প্রদায় ছিল এবং যিশু এই সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। এতৎ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

"Jesus was an Essene, and the Essene, like the Indian Yogi, sought to obtain divine union and "the gifts of the Spirit" by solitary reverie in retired spots." India in Primitive Christianity—by Arthur Lillie p 200.

এই Essene নামের মূল, আমাদের নিকট ভারতীয় "ঈশান" নাম বলিয়াই বোধ হয়। ঈশান শিবেরই বোধক, শিবই বিশেষভাবে যোগের দেবতা। "Essene" নামটী, তাহা হইলে ঈশান বা শিবেরই উপাসক অর্থে "ঈশানী" নামেরই রূপান্তর বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। "ঈশ" ও শিবের বিশেষ নাম। "ঈশাই নাথ" নামও ঈশের বা শিবের উপাসক অর্থই প্রকাশ করে। "নাথ" শব্দটী পৃথক্ ভাবে শিবেরও জ্ঞাপক। যোগী সম্প্রদায় নাথ বা শিবের উপাসক বলিয়াই নাথ নামের যোগের দ্বারা "নাথ-যোগী" বলিয়া অভিহিত হইত। যিশুখ্রীষ্ট সম্ভবতঃ নাথ যোগী সম্প্রদায়ের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই, উপাস্য দেবতার নামে "ঈশাই নাথ"* আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পেলেষ্টাইনে "ঈশানী

* মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে, যিশু, "ঈশা" নামে পরিচিত। নাথ-যোগীদিগের "ঈশাই" নাম হইতেই যে এই নাম পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বোধ হয়। ঈশানামের সঙ্গে Messiah এর অপভ্রংশ "মসি" নাম যুক্ত হইয়া মুসলমানদিগের মধ্যে

যোগী সম্প্রদায়" থাকিলেও সেই সম্প্রদায়ের মূলস্থানে বিশেষরূপ শিক্ষার জন্য যিশু খ্রীষ্ট ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব নহে। * "ঈশ" শব্দের অর্থ প্রভু-ঈশ্বর, নাথ শব্দেরও অর্থ প্রভু। ইহাতে যিশু যে ঈশ্বরকে "Lord" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন এবং নিজেও তদীয় ভক্তবৃন্দ কর্তৃক Lord নামে সম্বোধিত হইয়া থাকেন, তাহার সুন্দর ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়।

ত্রিপুরায় হাড়িপা, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, প্রভৃতি যে সমস্ত নাথ-যোগী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা মূলতঃ উত্তর ভারতেরই লোক। ইহাতে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কথিত নাথযোগী ও ত্রিপুরার নাথ যোগীগণ যে একই সম্প্রদায়ের যোগী ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণই দেখা যাইতেছে।

যিশুখ্রীষ্টের উপর নাথ যোগীদিগের প্রভাব স্বীকারের দ্বারা ত্রিপুরার নাথ যোগীদিগের প্রভাবও প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হয়। এই রূপে পরম্পরা সম্বন্ধে হইলেও ত্রিপুরার সহিত যিশুখ্রীষ্টের ধর্ম্ম জীবনের কোনরূপ সম্পর্ক থাকিতে পারে, ইহা অতীব বিস্ময়কর ঐতিহাসিক রহস্যের বিষয়ই বলিতে হইবে।

ব্যাখ্যাত হইয়াছে :—"ঈশমূর্ত্তিহৃর্দি প্রাপ্তা নিত্যশুদ্ধা শিবঙ্করী। ঈশামসীহ ইতি চ মম নাম প্রতিষ্ঠিতম্॥"

* Ernest Renan says—"The Essenes resembled the Gurus (spritual masters of Brahmanism". In fact he asks—"Might there not in this be a remote influence of the Mounis (holy saints of India.)" Forward—February 6, 1927. "What Christ preached" by Swami Abhedananda.

রেনান্ যিশুখ্রীষ্টের একজন প্রামাণ্য চরিতাখ্যায়ক। সুতরাং তাঁহার অনুমানটী

২য় ভাগ।

(মেহেরকুল ও পাটীকারা রাজ্যের ইতিহাস)।

এই ২য় ভাগ সঙ্কলনে যে সমস্ত গ্রন্থাদির সাহায্য গৃহীত হইয়াছে।

১। প্রাচীন সভ্যতা শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত— ২নং প্রবন্ধ

২। Geographical Dictionary of Ancient and Mediæval India—by Nandalal Dey ঐ

৩। বাঙ্গালাভাষার অভিধান—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সঙ্কলিত ঐ

৪। বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত—শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ... ... ৩নং প্রবন্ধ

৫। মানসী ও মর্ম্মবাণী—১৩২৬ বাং—শ্রাবণ ঐ

৬। The Early History of India—by Vincent A. Smith ঐ

৭। শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠ নাথ দত্তের পত্র ... ঐ

৮। ভবিষ্যপুরাণ ... ... ঐ

৯। Hitory of Mediæval Hindu India by C. V. Vaidya, Vol. II. ৪নং প্রবন্ধ

১০। শব্দকল্পদ্রুম ... ... ঐ

১১। বিশ্বকোষ ... ... ঐ

১২। বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত—প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ঐ

১২ শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠনাথ দত্তের পত্র ... ৫নং প্রবন্ধ
" বাঙ্গালাভাষার অভিধান ... ঐ
১৩। রাজমালা—বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত ... ঐ
১৪। ময়নামতীর গান ... ... ৬ নং প্রবন্ধ
" বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত ... ... ঐ

" বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত ... ... ৭ নং প্রবন্ধ
১৫। The Early History of India—
by Vincent A. Smith (New Edition) ঐ
১৬। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রিপুরা শাখার ১৩২৩
বাং সনের কার্য্য বিবরণ ... ঐ
১৭। ঢাকার ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় ... ঐ
১৮। যশোহর খুলনার ইতিহাস—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত ঐ

" বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত ... ... ৮ নং প্রবন্ধ
" বাঙ্গালা ভাষার অভিধান ... ঐ
" ময়নামতীর গান ... ... ঐ
১৯। ত্রিপুরার কথা—শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী প্রণীত ঐ
" বিশ্বকোষ ... ... ঐ
২০। গোবিন্দচন্দ্রের গীত—বাবু শিবচন্দ্র শীল প্রকাশিত ঐ
২১। ত্রিপুরা সাহিত্য পরিষদের কার্য্য বিবরণ—১৩২২ বাং ঐ
" রাজমালা ... ... ঐ

২২। মাণিকচাঁদের গান—ডাক্তার গ্রিয়ার্সন প্রকাশিত ৯ নং প্রবন্ধ

„ বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত ... ... ঐ

„ ময়নামতীর গান ... ... ঐ

„ গোবিন্দচন্দ্রের গীত—বাবু শিবচন্দ্র শীল প্রকাশিত ঐ

২৩। গৃহস্থ—(১৩২১ বাং, বৈশাখ) "ময়নামতীর পুথি" —বাবু মোহিনীমোহন দাস লিখিত ঐ

২৪। গোরক্ষ বিজয়—মৌলবী আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রকাশিত ঐ

„ বৈকুণ্ঠনাথ দত্তের পত্র ... ঐ

„ ময়নামতীর গান ... ... ঐ

২৫। মীননাথের ছড়া ... ... ১১ নং প্রবন্ধ

২৬। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রিপুরা শাখার পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বোধন ... ঐ

২৭। গোরক্ষ নাথের ছড়া ... ... ঐ

২৮। মীনচেতন ... ... ঐ

২৯। বঙ্গে ব্রাহ্মণ রাজবংশ—ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী লিখিত ঐ

„ বিশ্বকোষ ... ... ঐ

„ বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত ... ... ঐ

„ ময়নামতীর গান ... ... ঐ

„ বাঙ্গালা ভাষার অভিধান ... ঐ

পরিশিষ্ট

৩০। প্রবাসী—মাঘ (১৩৩৩ বাং) ...

৩১। India in Primitive Christianity—by Arthur Lillie

৩২। Ernest Renan—Life of Jesus.

৩৩। Forward—February 6, 1927.

অতিরিক্ত পত্র।

১৫৮ পৃঃ—গোমতীনদীর সহিত······

যবদ্বীপে রাজা পূর্ণবর্ম্মণ কর্ত্তৃক "গোমতী" নামে একটী খাল কর্ত্তনের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রবাসী (১৩৩৩ বাং) আশ্বিন "যবদ্বীপে ভারতীয় উপনিবেশ" শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় পি, এইচ, ডি ও শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় এম-এ লিখিত।

৮৮ পৃঃ—"নূতন ত্রিপুরারাজ্য"······

Ptolemy's "Ancient India" হইতে জানিতে পারা যায় যে, কুমিল্লাই প্রধান রাজার স্থান ছিল, অন্য দুইটী স্থান তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছে, কিন্তু কুমিল্লাই, ত্রিপুরা নামে পরিচিত রহিয়াছে :—Kamilla alone retains the name of Tripura the two other districts having been wrested from the head Raja.

১২১ পৃঃ—"রাঙ্গামাটিতে অধিষ্ঠান স্থাপন"······

প্রাচীন "রাঙ্গামাটী" পরাক্রান্ত ও সুবিস্তৃত রাজ্য ছিল বলিয়া বোধ হয়। মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত ইহার অধিকার ব্যাপ্ত হইয়াছিল ও ইহার নামানুসারে, তথায় রাঙ্গামাটী নামে প্রসিদ্ধ নগরী স্থাপিত হইয়াছিল, ইহাই অধিক সুসম্মত অনুমান বলিয়া আমরা মনে করি।

১৭২ পৃঃ—"বঙ্গালাধীশ্বর নামেই"······

* বৎসরাজ্য এক সময়ে বঙ্গোপসাগরের উপকূলেই অবস্থিত ছিল এবং বৎসদেশ বলিতে এই বৎসরাজ্যই বুঝাইত। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের "বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে" ইহার সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—"বঙ্গোপসাগরকূলে অবস্থিত উদয়নের রাজ্য (রত্নাবলী)।"

শুদ্ধিপত্র।

দ্রষ্টব্য—পূর্ব্বে যথাস্থানে অশুদ্ধের স্থলে শুদ্ধ করিয়া লইলেই পাঠের সুবিধা হইবে।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ii	৭৩	ছাম্‌তারকা	ছাম্‌তারক্ষা
৩	১০	প্রমাণিকতা	প্রামাণিকতা
৯	২২	অবলম্বন্	অবলম্বন
১১	৯	বৃঢ়োরস্ক	ব্যূঢ়োরস্ক
১৯	১৪	অশ্য	অদৃশ্য
২১	১৪	আৎ	আর্য্য
২৬	১১	কা ুলে	কাবুলে
২৭	২১	রাজ্যোচিত	রাজোচিত
২৮	৩	রাজ্যোচিত	রাজোচিত
"	১৭	প্রচেতাস্য	প্রচেতাস্কস্য
২৯	১২	উদীচ্যান্ত	উদীচান্ত
৪২	২৪	locutes	locates
"	"	then	them
৫৭	২২	দ্রুহ্য	দ্রুহ
"	"	দ্রুহ্য	দ্রুহ
৬০	১০	চণ্ডাই	চস্তাই

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭২	২	খৃঃ পূঃ	খৃঃ
৮৩	১	ত্রিপুরা	ত্রিপুর
৮৮	২	বৃসাং	রসাং
৮৯	১৬	ত্রিপরা	ত্রিপুরা
৯৪	১৯	সিন্ম	স্মিথ
,,	২১	দেখিয়াছেন	লিখিয়াছেন
৯৫	১৯	ছেংখুস্ফার	ছেংথুস্ফার
৯৮	১৪	দেখাইতেছে	দেখা যাইতেছে
১০০	২৪	Sheshu	Shesha
,,	২৫	Yengar	Iyengar
১৯৬	২১	বংশটীকে	বংশটীযে
১১৫	৫	চন্দ্র	অর্দ্ধচন্দ্র
,,	৭	চন্দ্র	অর্দ্ধচন্দ্র
,,	৮	সুমেরিয়ানের	সুমেরিয়ানেরা
,,	১৩	অতীত	অতীব
,,	২১	Bulls	Bull's
১২২	১৯	অজহাম	আহোম
১২৫	৭	বলিরা	বলির
১৩১	১৯	দ্বীপ	বদ্বীপ
,,	,,	Samatala	Samatala
১৩৯	২	মিলিত	লিখিত
১৪২	৫	তদ্বারা	তদ্দারা
১৪৮	৫	eastenrly	easternly

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
„	১৭	Janes	James
১৫৯	৪	Hamerham	Hamersham
১৬০	১৬	Footpaths	Foot-falls
১৬২	২	বেনেল	রেনেল
১৬৪	৭	১০ নং	১ নং
১৬৬	২১	রায়	রাঢ়
১৬৯	১০	hat	that
১৭০	৪	survey	sway
১৭২	১৫	Gunda	Gauda
১৭৪	৩	মাভৈষাঃ	মাভৈষীঃ
„	১৩	মানব-রাজেরই	মালব রাজেরই
„	২৪	প্রত্নতাত্ত্বিক	প্রত্নতাত্ত্বিক
১৭৫	২৩	Vadya	Vaidya
১৯৪	৮	ছেংখুংকার	ছেথুংফার
„	„	সিংহতুঙ্গকার	সিংহতুঙ্গফার
„	৯	ছেংক্ষুংফা	ছেংথুংফা
১৯৮	৫	locl	local
১৯৯	৭	বঙ্গ	বঙ্গে
২০৪	৩	জরু	গুরু
২০৭	১১	মনীনাস	মীননাথ
২১৪	২	রঙ্গিনী	রঙ্কিনী
২১৬	১৬	আনাত	আনীত
২১৮	১৪	বোধ	রোধ
	২১	মহাসনে	মহাযান

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১৮	২২	অদ্ভুদ্‌	অদ্ভুত
”	”	নবদ্বীপে	যবদ্বীপে
”	২৩	বিধান	বিজন
”	”	এফ্‌এ	এম্‌এ

সমাপ্ত